শ্রীভগবতী গীতা।

অনুবাদ সহিতা।

পটলডাঙ্গাষ্ট্রীট ত্রয়োবিংশসংখ্যক ভবনাৎ

শ্রীযুক্ত মথুরানাথ তর্করত্নেন সংস্কৃতা

প্রকাশিতাচ।

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং যোগমায়ায়া মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥

কলিকাতা রাজধান্যাং।

মৃজাপুর পটলডাঙ্গাষ্ট্রীট ২৩ সংখ্যক ভবনে

প্রাকৃতযন্ত্রে

শ্রীনৃত্যগোপাল চক্রবর্ত্তিনা মুদ্রিতা।

শকাব্দাঃ ১৮০৬। সম্বৎ ১৯৪১। সন ১২৯১। ইংরাজী ১৮৮৪।

মূল্য ৮০ বার আনা মাত্র।

উপক্রমণিকা।

অধুনা বিদ্যোৎসাহি মানবগণ অনেকানেক সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। তন্মধ্যে মহাভাগবতের অন্তর্গত শ্রীভগবতী গীতায় গিরিরাজ হিমালয়কে ভগবতী মহামায়া পার্ব্বতী বিবিধ যোগবাক্য দ্বারা যদ্রূপে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, মানবদেহ ধারণ করিয়া তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক আলোচনা করা সাধারণের পক্ষে নিতান্তই শ্রেয়ঃ। বিশেষতঃ এই ক্ষুদ্রগ্রন্থ যোগশাস্ত্র, সুতরাং ইহা পর্য্যালোচনা করিলে যে বিশিষ্ট জ্ঞানের উদয় হয় তাহার আর সংশয়মাত্র নাই। সংস্কৃত শাস্ত্র নিতান্ত সরল নহে, সাধারণের অনায়াসে বোধগম্য হইবার জন্য অনুবাদ সহিত প্রকাশ করিলাম।

যদিও মাদৃশজনের তাদৃশ বিদ্যাসাধ্যের অপ্রাখর্য্য প্রযুক্ত অবিকল অনুবাদ না হইয়া থাকে, অথবা তাহাতে সুশ্রাব্যতার অভাব হইয়া থাকে, তথাপি স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ি মহাত্মা-জনগণের ইহা নিতান্ত অনাদরণীয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ ধর্ম্মিষ্ঠ মহাত্মাগণ স্বীয় মহত্ত্বগুণের বশীভূত হইয়া সূর্পবৎ সারগ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব সাধারণ ধার্ম্মিক মহাত্মাগণ এই আকিঞ্চনের প্রতি কৃপা করিয়া এই অমূল্যরত্ন গ্রন্থের এক এক খণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠ করিলেই পরিশ্রম সফল বোধ করিব ইতি।

কলিকাতা মৃজাপুর
পটলডাঙ্গাষ্ট্রীট প্রাকৃতযন্ত্র

শ্রীমথুরানাথ শর্ম্মা।

শ্রীভগবতী গীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয় মুদীরয়েৎ॥ ১॥
ঋষিদেব মহেশান যথা সা পরমেশ্বরী।
বভূব মেনকা গর্ব্ভে পূর্ণভাবেন পার্ব্বতী॥ ২॥
শ্রুতং বহু পুরাণেষু জ্ঞায়তেঽপিচ যদ্যপি।
জন্মকর্ম্মাদিকং তস্যা স্তথাপি পরমেশ্বর।
শ্রোতুং সমিষ্যতে তত্বং যতস্তং বেৎসি তত্ততঃ।
তদ্বদস্ব মহাদেব বিস্তরেণ মহামতে॥ ৩॥

প্রথমতঃ কোন গ্রন্থ আরম্ভ করিতে হইলে নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া জয়োচ্চারণ করিবে। ১।

একদা বৈষ্ণবচূড়ামণি পরম যোগী নারদ দেবাদিদেব মহাদেবকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভো! পরমেশ্বরী পার্ব্বতী পূর্ণরূপে মেনকাগর্ব্ভে যে প্রকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তদ্বিষয় শ্রবণ করিতে অত্যন্ত অভিলাষ হইয়াছে, অতএব অনুগ্রহ করিয়া তাহা বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিয়া আমার শ্রবণপিপাসা বিদূরীত করুন্। ২।

আমি তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত অনেক পুরাণে বার বার শ্রবণ করিয়াছি এবং তৎসমস্তই বিশেষ জ্ঞাত আছি কিন্তু আপনার নিকট শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় বাসনা হইতেছে, কারণ আপনি তত্বজ্ঞ, সুতরাং সকল বিষয়েরই বিশেষ তত্ত্বাবগত আছেন। অতএব হে মহামতি দেবাদিদেব শূলপাণি! এক্ষণে আমার প্রতি কৃপা করিয়া জগদম্বা মহামায়া ভগবতীর জন্ম বৃত্তান্ত বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিলে আমি শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হই। ৩।

শ্রীশিব উবাচ।

ত্রৈলোক্য জননী দুর্গা ব্রহ্মরূপা সনাতনী।
প্রার্থিতা গিরিরাজেন তৎপত্ন্যা মেনকাপিচ।
মহোগ্র তপসা পুত্রী ভাবেন মুনিপুঙ্গব ॥ ৪ ॥
প্রার্থিতাচ মহেশেন সতী বিরহ দুঃখিতঃ।
প্রযযৌ মেনকা গর্ভে পূর্ণব্রহ্মময়ী স্বয়ং ॥ ৫ ॥
ততঃ শুভে দিনে মেনা রাজীব সদৃশাননাং।
সুষুবে তনয়াং দেবীং সুপ্রভাং জগদম্বিকাং ॥ ৬ ॥
ততো ভবৎ পুষ্পবৃষ্টিঃ সর্ব্বতো মুনিপুঙ্গব।
পুষ্পগন্ধোঽভবেদ্বায়ুঃ প্রসন্নাশ্চ দিশোদশঃ ॥ ৭ ॥

মহাদেব নারদের এই প্রকার ব্যাকুলতা দর্শনে পার্ব্বতীর জন্ম বৃত্তান্ত বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং মুনিশ্রেষ্ঠ নারদও তৎক্ষণাৎ শিবানন বিনির্গত পার্ব্বতীচরিত একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। পঞ্চানন কহিলেন হে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ! সেই ত্রিলোক জননী ব্রহ্মরূপা সনাতনী দুর্গাকে কন্যারূপে পাইবার জন্য প্রথমে গিরিরাজ হিমালয় ও তৎপত্নী মেনকা, ঘোরতর কঠিন তপস্যাচরণ দ্বারা উপাসনা করিয়াছিলেন।৪।

অনন্তর দেবাদিদেব মহাদেব সতী বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া যাহাতে ভবানীর পুনর্ব্বার উৎপত্তি হয় এই মানসে কঠোর তপস্যা করেন, মহামায়া ভূতভাবন ভগবান্ শঙ্করের তপস্যায় বশীভূতা হইয়া লীলা করিবার মানসে পূর্ণব্রহ্মময়ীরূপে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন।৫।

হিমালয়পত্নী মেনকা দশমাস গর্ভ ধারণ করিয়া শুভক্ষণে সেই সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী আদ্যাশক্তি পরমাসুন্দরী পদ্মবদনা জগদম্বাকে তনয়ারূপে প্রসব করিলেন।৬।

হে তপোধন! সেই সময়ে দেবগণ স্বর্গ হইতে অনবরত রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং পবনদেব নানা প্রকার সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধ বহন

অথাদ্রিরাজাঃ শ্রুতবান্ পুত্রীং জাতাং শুভাননাং।
তরুণাদিত্য কোট্যাভ্যাং ত্রিনেত্রাং দিব্যরূপিণীং ॥ ৮ ॥
অষ্টহস্তাং বিশালাক্ষীং চন্দ্রার্ক কৃতশেখরাং।
মেনে তাং প্রকৃতিং সূক্ষ্মামাদ্যাং জাতাং স্বলীলয়া। ৯ ॥
তদাহৃষ্টমনা ভূত্বা বিপ্রেভ্যঃ প্রদদৌ বসু।
ধনং বাসাংসি চ মুনে দোগ্ধ্রীর্গাশ্চ সহস্রশঃ।
দ্রষ্টুং প্রতি যযৌ চাশুর্ব্বন্ধুভিঃ পরিবারিতঃ। ১০।
তত্র তমাগতং জ্ঞাত্বা গিরীন্দ্রং মেনকা তদা।
প্রোবাচ তনয়াং পশ্য রাজান্রাজীব লোচনাং।

করিয়া দিক্ সকল আমোদিত করিতে লাগিলেন, এবং তৎসময়ে দশদিক্ এককালে মেঘ রহিত হইয়া নির্ম্মলরূপ ধারণ করিল। ৭।

এদিকে গিরিরাজা হিমালয় শ্রবণ করিলেন যে তাঁহার পত্নী মেনকা প্রাতঃকালীন কোটী সূর্য্যপ্রভা সদৃশা ত্রিনয়না অতি মনোহরা দিব্যরূপিণী একটী আশ্চর্য্য কন্যা প্রসব করিয়াছেন। ৮।

সেই বিশাল নয়না কন্যার আটখানি হস্ত এবং ললাটদেশে যেন চন্দ্র সূর্য্য স্ব স্ব কিরণ বিস্তার করিয়া প্রকাশ করিতেছেন, গিরিরাজ হিমালয় এই প্রকার অদ্ভুত রূপলাবণ্যবতী কন্যার জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে বোধ হয় বুঝি কৃপা পূর্ব্বক সূক্ষ্মা প্রকৃতি ভগবতী আদ্যাশক্তি স্বয়ং মায়া বিস্তার করিয়া মদীয় আলয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ৯।

ফলতঃ অদ্রিরাজা এই প্রকার অসামান্যা কন্যার জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণমাত্রে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে অপরিমিত ধন, বস্ত্র, পট্টবস্ত্র ও দুগ্ধবতী সহস্র সহস্র ধেনু দান করিতে লাগিলেন, এইরূপে ধনাদিদ্বারা অর্থাকাঙ্ক্ষি-দিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া বন্ধুগণের সমভিব্যাহারে সেই ত্রিভুবনমোহিনী কন্যা দর্শন মানসে মেনকার সূতিকাগৃহ সমীপে গমন করিলেন। ১০।

রাজ্ঞি মেনকা মহারাজ হিমালয়কে আগমন করিতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য

আবয়ো স্তপসা জাতাং সর্ব্বভূত হিতায়চ। ১১।
ততঃ সোঽপি নিরীক্ষ্যৈমাং জ্ঞাত্বা তাং জগদম্বিকাং।
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ কৃতাঞ্জলি পুটস্থিতঃ।
প্রোবাচ বচনং দেবীং ভক্ত্যা গদ্গদয়া গিরা। ১২।

হিমালয় উবাচ।

কা ত্বং মাতর্ব্বিশালাক্ষি চিত্ররূপা সুলক্ষণা।
ন জানে ত্বামহং বৎসে যথাবৎ কথয়স্ব মাং। ১৩।

দেব্যুবাচ।

জানী হি মাং পরাং শক্তিং মহেশ্বর কৃতাশ্রয়াং।
শাশ্বতৈশ্বর্য্য বিজ্ঞান মুক্তিং সর্ব্ব প্রবর্ত্তিকাং।
সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং বিধাত্রীং জগদম্বিকাং। ১৪।

বদনে কহিলেন হে অদ্রিরাজ! আমাদিগের ভাগ্যের সীমা নাই আমাদের তপস্যায় বুঝি পরম পরিতৃপ্তা হইয়া পৃথিবীস্থ প্রাণীদিগের মঙ্গলবিধানের নিমিত্ত স্বয়ং জগদম্বা কন্যারূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন। অতএব হে রাজন্! এই পদ্মলোচনা ভুবনমোহিনী কন্যাকে দেখিয়া জন্ম সার্থক কর। ১১।

গিরিরাজ মেনকার বাক্যে আশ্চর্য্য হইয়া পুলকিতান্তঃকরণে ঐ অনুপমা রূপলাবণ্যবতী কন্যা দর্শন করিয়া বিশ্বজননী জ্ঞানে তৎক্ষণাৎ ভূমে নিপতিত হইয়া একান্তঃকরণে কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তি পূর্ব্বক গদ্গদ বাক্যে এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ১২।

হে বিশাল নয়নে! হে জগদম্বে! তোমাকে সর্ব্ব সুলক্ষণা ও অদ্ভুত চিত্র-রূপা দেখিতেছি তুমি কে? হে বৎসে! আমি তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না, অতএব আমার প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য প্রকাশ পূর্ব্বক অকপট চিত্তে পরিচয় প্রদান কর। ১৩।

বিশ্বজননী দয়াময়ী দেবী হিমালয়ের এইরূপ কাতরতা দর্শন করিয়া

অহং সর্ব্বান্তরস্থা চ সংসারার্ণব তারিণী।
নিত্যানন্দময়ী নিত্যা ব্রহ্মরূপেশ্বরীতি চ। ১৫।
যুবয়োস্তপসা তুষ্টা পুত্রীভাবেন ভাবিতা।
জাতা তবগৃহে তাত বহুভাগ্যবশাত্তব। ১৬।

হিমালয় উবাচ।

মাতস্ত্বং কৃপয়া গৃহে মমসুতা জাতাসি নিত্যাপি যৎ।
ভাগ্যং মে বহুজন্ম জন্মানি কৃতং সর্ব্বং মহৎ পুণ্যদং।
দৃষ্টং রূপ মিদং পরাৎপরতরাং মূর্ত্তিং ভবান্যামপি।
মাহেশীং প্রতিদর্শয়াশু কৃপয়া বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ।১৭।

কহিলেন, আমি শ্রেষ্ঠা, শক্তি রূপা দেবাদিদেব শূলপানি মহাদেব আমার আশ্রয় স্থান, আমি নিরন্তর জীবদিগকে বিপুল ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি, এবং আমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের একমাত্র কর্ত্রী, বিশেষতঃ সমস্ত ত্রিসংসারের একমাত্র জননী আমাকেই জানিবে। ১৪।

হে গিরিরাজ! আমাকে সামান্যা জ্ঞান করিওনা আমি অন্তর্যামিনী রূপে সকলের অন্তঃকরণে বাস করিয়া থাকি এবং আমিই এই ভীষণ ভবসমুদ্র হইতে নিরন্তর জীবদিগকে পার করিতে ত্রুটি করিনা, আমাকে বিরাট রূপা ও ঈশ্বর শক্তি বলিয়া জানিবে। আমি ত্রিকালস্থায়িনী অর্থাৎ বর্ত্তমান অতীত এবং ভবিষ্যৎ এই তিন কালেই বর্ত্তমানা থাকিয়া সর্ব্বদা পরমানন্দময়ী রূপে বিরাজ করিতেছি। ১৫।

আপনারা আমাকে পুত্রী ভাবে লাভ করিবার জন্য বহুকাল কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন আমি তাহাতে পরিতৃপ্ত হইয়া তোমাদিগের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য কন্যারূপে অবতীর্ণা হইয়াছি। ১৬।

হিমালয় সেই জগন্মাতা কন্যার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন। হেমাতঃ! আমি বহুজন্ম জন্মান্তরে নিশ্চয়ই অধিক পুণ্য করিয়াছিলাম, সন্দেহমাত্র নাই। সেই পুণ্যফলে তুমি কৃপা

দেব্যুবাচ।

দদামি চক্ষুস্তে দিব্যং পশ্যমে রূপমৈশ্বরং।
ছিন্দি হৃৎ সংশয়ং বিদ্ধি সর্ব্বদেবময়ীং পিতঃ। ১৮।

মহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তং গিরিশ্রেষ্ঠং দত্ত্বা বিজ্ঞান মুত্তমং।
স্ব রূপং দর্শয়ামাস দিব্যং মাহেশ্বরং তদা। ১৯।
শশিকোটি প্রভং চারু চন্দ্রার্দ্ধ কৃত শেখরং।
ত্রিশূলবর হস্তঞ্চ জটামণ্ডিত মস্তকং।
ভয়ানকং ঘোররূপং বিস্মিতো হিমবান্ পুনঃ।

করিয়া কন্যারূপে আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। বিশেষতঃ আমি তোমার যে ত্রিজগজ্জননী রূপ দর্শন করিলাম, ইহাতে আর ভবসংসারের যন্ত্রনা সহ্য করিতে হইবে না, কিন্তু হে মাতঃ! আমি কখন তোমার মাহেশ্বরী মূর্ত্তি দর্শন করি নাই। অতএব যদি কৃপা করিয়া পিতা সম্বোধন করিবার জন্য কন্যারূপে অবতীর্ণা হইয়াছ, তবে সেই একান্ত কৃপা বশতঃ একবার হরমনোমোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া আমাকে চরিতার্থ করুন্। হে বিশ্বেশ্বরি! আমি তোমার ভজন সাধন কিছুই জানি না কেবল মাত্র ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে বার বার তোমার চরণে নমস্কার করি। ১৭।

দেবী, হিমালয়ের মাহেশ্বরী রূপ দর্শনে এতদ্রূপ অনুরাগ দেখিয়া কহিলেন হে পিতঃ! আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি ঐ চক্ষুদ্বারা আমার মাহেশ্বরী রূপ দর্শন কর, এবং অন্তঃকরণের সমুদায় সন্দেহ ছেদন করিয়া আমাকে সর্ব্বদেবময়ী রূপে পরিজ্ঞাত হও। ১৮।

কৈলাসনাথ মহেশ্বর দেবঋষি নারদকে কহিলেন, বৎস শ্রবণ কর, গিরিরাজ তনয়া পার্ব্বতী, হিমালয়কে দিব্য চক্ষু দান করিয়া এবং উত্তম জ্ঞান প্রদান করিয়া পরম রমণীয় মাহেশ্বরী রূপ দর্শন করাইলেন। ১৯।

এককালীন কোটীচন্দ্রের উদয় হইলে যেমন প্রভা বিস্তার হয়, সেই রূপ

প্রোবাচ বচনং মাতা রূপমন্যৎ প্রদর্শয়। ২০।
ততঃ সংহৃত্য তদ্রূপং দর্শয়ামাস তৎক্ষণাৎ।
রূপমন্যৎ মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপা সনাতনী। ২১।
শরচ্চন্দ্র নিভং চারু মুকুটোজ্জ্বল মস্তকং।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হস্তং নেত্র ত্রয়োজ্জ্বলং।
দিব্যমাল্যাম্বর ধরং দিব্য গন্ধানুলেপনং।
যোগীন্দ্র বৃন্দ সংবন্দ্য সুচারু চরণাম্বুজং। ২২।
সর্ব্বতঃ পাণিপাদঞ্চ সর্ব্বতোক্ষি শিরোমুখং।

কিরণ প্রকাশ হইল, ললাটদেশে মনোহর অর্দ্ধচন্দ্র ধারণ করিলেন, ত্রিশূল ও নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র হস্তাদিতে পরিশোভিত হইতে লাগিল এবং শিখর-দেশে লম্বমান জটাভার ধারণ করিয়া এককালে সমস্ত জীবদিগকে স্তম্ভিত করিয়া ঘোরতর ভয়ঙ্কর রূপে গিরিরাজ হিমালয়কে দর্শন দিলেন। অদ্রিরাজ কন্যার এই প্রকার অতি ভয়ানক রূপ দর্শন করিয়া বিস্ময়সহকারে কহিতে লাগিলেন হে মাতঃ! আমি দারুণ ভয়ে ভীত হইয়াছি অতএব আপনি কৃপা করিয়া এ ভয়জনক রূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য রূপ ধারণ করুন্। ২০।

হরিপরায়ণ বৈষ্ণবচূড়ামণি নারদ! শ্রবণ কর, তৎপরে সনাতনী পার্ব্বতী গিরিরাজ পিতাকে নিতান্ত ভয়াভিভূত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই রূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য রূপে অর্থাৎ বিরাটমূর্ত্তি রূপে হিমালয়কে দর্শন দিলেন। ২১।

জগদম্বা তৎকালে শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়া মনোহর মুকুটদ্বারা শিরোদেশ পরিশোভিত করিলেন এবং শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ করিয়া আনন্দে পুলকিত হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার তিন চক্ষু জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল, উত্তম বস্ত্র এবং নানা প্রকার মনোহর মালা ও বিবিধ সুগন্ধি দ্রব্য লেপনে বিভূষিত হইলেন, এবং দেবগণ ও যোগীগণের পরম বন্দনীয় তাঁহার চরণপদ্ম হইতে অবিশ্রান্ত কিরণ সমূহ বিস্তৃত হইতে লাগিল॥ ২২॥

দৃষ্ট্বা তদেতৎ পরমং রূপমৈশ্বর মুত্তমং।
প্রণম্য তনয়াং প্রাহ বিস্ময়োৎফুল্ল মানসঃ। ২৩।

হিমালয় উবাচ।

মাতস্তদেবং পরমং রূপমৈশ্বর মুত্তমং।
বিস্মিতোঽস্মি সমালোক্য রূপমন্যৎ প্রদর্শয়। ২৪।
ত্বং যস্য সত্ত্যশোচ্যোপি ধন্যশ্চ পরমেশ্বরি।
অনুগৃহ্নীষ্ব মাতর্মাং কৃপয়া ত্বাং নমোনমঃ। ২৫।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সা তদাপিত্রা শৈলরাজেন পার্ব্বতী।
তদ্রূপমপি সংহৃত্য দিব্যং রূপং সমাদধে। ২৬।

সেই সময়ে শিবসিমন্তিনীর হস্তপদাদি চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিয়াছিল এবং চতুর্দ্দিকেই তাঁহার মস্তক ও চক্ষু দৃষ্ট হইতে লাগিল, তখন গিরিরাজ চতুর্দ্দিকেই এই ভয়ানক বিরাটমূর্ত্তি দর্শন করিয়া নিতান্ত বিস্ময় ও ভয়াভিভূত হইয়া, সেই ভবভয়হারিণী জগদম্বা কন্যাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন। ২৩।

হিমালয় কহিলেন হে মাতঃ! আমি, তোমার মনোহর অদ্ভুত বিরাটরূপ দর্শন করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি, ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছে অতএব হে বিশ্বজননী জগদম্বে! এই ভয়ানক রূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ অর্থাৎ অভয়প্রদা রূপ ধারণ করুন্। ২৪।

হে পরমেশ্বরি! অধিক কি বলিব, তুমি যাহার প্রতি নিতান্ত অনুকূল হইয়াছ ভূমণ্ডলে সেই ধন্য, এবং সেই ব্যক্তিই সমুদায় শোক তাপ হইতে বিরত হইয়া সর্ব্বদা পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকে। অতএব হে মাতঃ! কৃপা করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন আমি আপনাকে ভক্তি সহকারে নমস্কার করি॥ ২৫॥

তদনন্তর পরম যোগী দেবদেব মহাদেব দেবঋষিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে বৎস নারদ! শ্রবণ কর, এইরূপে নগেন্দ্রনন্দিনী পার্ব্বতী, নগেন্দ্ররাজ

নীলোৎপল দল শ্যামং বনমালা বিভূষিতং।
এবং বিলোক্য তদ্রূপং শৈলানামধিপস্ততঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিত্বা মহা হর্ষেণ সংযুতঃ।
স্তোত্রেণানেন ত্বাং দেবীং তুষ্টাব পরমেশ্বরীং। ২৭ ॥

হিমালয় উবাচ।

মাতঃ সর্ব্বময়ি প্রসীদ পরমে বিশ্বেশি বিশ্বাশ্রয়ে।
ত্বং সর্ব্বং নহি কিঞ্চিদস্তিভুবনে বস্তু ত্বদন্যৎ শিবে।
ত্বং বিষ্ণুর্গিরিশস্ত্বমেব নিতরাং ধাতাসি শক্তিঃপরা।
কিং বর্ণ্যং চরিতং ত্বচিন্ত্য চরিতে ব্রহ্মাদ্যগম্যং ময়া।২৮।
ত্বং স্বাহাখিল দেব তৃপ্তিজনিকা তত্তৎ পিতৃণামপি।

পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া দয়া করিলেন অর্থাৎ ক্রমশঃ সেই ভয়ঙ্কর রূপ পরিত্যাগ করিয়া মনোহর অভয়রূপ ধারণ করিলেন ॥ ২৬ ॥

নগেন্দ্রনন্দিনী দুর্গা তখন নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামরূপ ধারণ করিয়া বনমালা পরিধান করিলেন, গিরিরাজ তনয়ার সেই ত্রিভুবন মোহিনী অপরূপ শ্যামারূপ দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে স্বকীয় কন্যা পরমেশ্বরী পার্ব্বতীকে ভক্তি ভাবে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

হিমালয় কহিলেন হে বিশ্বেশ্বরি জগজ্জননি! তুমি সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া আছ, তুমি বিশ্বেশ্বরের একমাত্র আশ্রয় স্থান, তোমা ব্যতিরেকে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে নিত্যপদার্থ আর কিছুই নাই, তুমিই বিষ্ণু, তুমিই মহাদেব, এবং তুমিই বিধাতা, তুমিই শক্তিরূপে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত জীবদিগকে প্রতিপালন করিতেছ, তুমি অচিন্ত্য, তোমার চরিত্র কেহই বর্ণন করিতে সমর্থ হয়না, ব্রহ্মাদি দেবগণও তোমার মাহাত্ম্য ব্যক্ত করিতে সক্ষম নহেন, অতএব আমি সামান্য ব্যক্তি হইয়া আমার এই সামান্য জ্ঞানে কিরূপে তোমার অদ্ভুত চরিত্র বর্ণন করিব। ২৮।

তৃপ্তেহে তুরসি স্বধা ত্বমেব জননি ত্বং দেবদেবাত্মিকা।
হব্যং কব্যমপি ত্বমেব নিয়মো যজ্ঞস্তদা দক্ষিণা।
ত্বং স্বর্গাদিফলং সমস্ত ফলদে বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ।২৯।
রূপং সুক্ষ্মতমং পরাৎপর তরং যদ্যোগিনো বিদ্যয়া।
শুদ্ধং ব্রহ্মময়ং বদন্তি পরমং শান্তং সুতৃপ্তং তব।
বাচাং দুর্ব্বিষয়ং মনোতিগমপি ত্রৈলোক্যবীজং শিবে।
ভক্ত্যা ত্বাং প্রণমামি দেবিবরদে বিশ্বেশ্বরি ত্রাহিমাং।৩০।
উদ্যৎসূর্য্য সহস্রভাং মমগৃহে জাতাং স্বয়ং লীলয়া।
দেবীমষ্টভুজাং বিশাল নয়নাং বালেন্দু মৌলিং শিবাং।
উদ্যৎকোটিশশাঙ্ককান্তি নয়নাং বালাং ত্রিনেত্রাং শিবাং।

হে জননি! তুমি স্বাহারূপ ধারণ করিয়া দেবতাদিগকে এবং স্বধারূপে পিতৃদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাক। তুমি দেবতাদিগের একমাত্র দেবতা, তুমি হব্য, তুমি কব্য, তুমি নিয়ম, তুমি যজ্ঞ এবং তুমিই দক্ষিণা, তুমিই স্বর্গাদি ভোগের একমাত্র ফল, এবং তুমিই জীবদিগের একমাত্র ফলদাত্রী, অতএব হে বিশ্ব জননি! আমি বার বার তোমাকে নমস্কার করি। ২৯।

হে জননি! তোমার রূপ অতিশয় সুক্ষ্ম এবং সমুদয় শ্রেষ্ঠ পদার্থ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যোগীগণ তোমার রূপকে পরম শুদ্ধ ব্রহ্মময় শান্ত ও সুতৃপ্ত জনক বলিয়া থাকেন, তুমি বাক্য এবং মনের অগোচর, স্তব করিয়া কেহই তোমার অন্ত প্রাপ্ত হন না, তুমি জগতের একমাত্র বীজ স্বরূপা, অতএব আমি ভক্তি পূর্ব্বক তোমাকে প্রণাম করিতেছি হে বরদে! হে বিশ্ব জননি! তুমি আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর। ৩০।

হে মাতঃ! আমি মূঢ় ব্যক্তি হইয়া অধিক আর কি বলিব, সহস্র সূর্য্য এককালে গগনোদিত হইলে যেরূপ কিরণ বিস্তার হয় হে জননি! তোমারও সেই রূপ জ্যোতিঃ প্রকাশিত দেখিতেছি। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে

ভক্ত্যাত্বাং প্রণমামি বিশ্ব জননীং দেবি প্রসীদাম্বিকে।৩১।
রূপন্তে রজতাদ্রিসন্নিভ মলং নাগেন্দ্র ভূষোজ্জ্বলং।
ঘোরং পঞ্চমুখাম্বুজং ত্রিনয়নৈর্ভীমৈঃ সমুদ্ভাষিতং।
চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিত মস্তকং ধৃতজটাজুটং শরণ্যে শিবে।
ভক্ত্যাহং প্রণমামি বিশ্বজননি ত্বং মে প্রসীদাম্বিকে। ৩২।
রূপং শারদচন্দ্র কোটি সদৃশং দিব্যাম্বরং শোভনং।
দিব্যৈরাভরণৈর্ব্বিরাজিত মলং কান্ত্যা জগন্মোহনং।

চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত লীলাছলে আমার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তুমি আট খানি হস্ত ধারণ করিয়া জগতের প্রাণীগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাক, পূর্ণিমার চন্দ্রকে পরাজয় করিয়া তোমার ত্রিনয়ন পরম শোভা ধারণ করিয়াছে, অতএব হে বিশ্ব জননি জগদম্বে! আমি তোমাকে বার বার নমস্কার করিতেছি আমার প্রতি প্রসন্না হও। ৩১।

হে শিবে! যখন তুমি এই বিশ্ব সংসারের বীজ স্বরূপ ভগবান দেব দেব শম্ভু রূপ ধারণকর তখন বোধ হয় তোমার রূপ রজত পর্ব্বতকে পরাজয় করিয়া শোভা ধারণ করিয়াছে, তাহাতে আবার সর্পগণ মস্তক স্থিত মণির কিরণ বিস্তার করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। বিশেষতঃ সেই সময় তোমার পঞ্চ মুখারবিন্দের যে কত আশ্চর্য্য শোভা হয় তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য এবং প্রতি বদনের যে ত্রিনয়ন তাহা যেন প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দীপ্তি পাইতে থাকে। আর তুমি ললাটদেশে অর্দ্ধচন্দ্র ধারণ পূর্ব্বক জটামণ্ডিত হইয়া যে পরম রমণীয় রূপ ধারণ করিয়া থাক তাহার যে কি অদ্ভুত শোভা তাহা বর্ণনাতীত। হে জননি! আমি একাগ্রচিত্তে ভক্তিসহকারে বার বার তোমাকে নমস্কার করিতেছি আমার প্রতি কৃপা কর। ৩২।

হে জগজ্জননি দয়াময়ি! যখন তুমি বিষ্ণুরূপ ধারণ কর অর্থাৎ শরৎ-কালের কোটীচন্দ্র জিনিয়া দিব্য বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি পরিধান কর, এবং বাহু-চতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম প্রভৃতি অস্ত্রধারণ কর, তখন তোমার রূপের

দিব্যৈর্ব্বাহু চতুষ্টয়ৈর্য্ তমহং বন্দে শিবে ভক্তিতঃ।
পাদাব্জং জননি প্রসীদ নিখিল ব্রহ্মাদিদেবস্তুতে। ৩৩।
রূপন্তে নবনীরদ দ্যুতিরুচিং ফুল্লাব্জনেত্রোজ্জ্বলং।
কান্ত্যা বিশ্ব বিমোহনং স্মিতমুখং রত্নাঙ্গদৈর্ভূষিতং।
বিভ্রাজদ্বনমালয়া বিকশিতোরস্কং জগত্তারিণি।
ভক্ত্যাহং প্রণতোস্মি দেবিকৃপয়া দুর্গে প্রসীদাম্বিকে।৩৪।
মাতঃ কঃ পরিবর্ণিতুং তবগুণং রূপঞ্চ বিশ্বাত্মকং।
শক্তো দেবি জগত্রয়ে বহুযুগৈর্দ্দেবোথবা মানুষঃ।
কোহহং স্বল্পমতির্ব্রবীমি করুণাং কৃত্বা স্বকীয়ৈর্গুণৈঃ।

শোভা দেখিয়া জগতের সমস্ত লোক মুগ্ধ হয়, অধিক কি ব্রহ্মাদি দেবগণও তোমার ঐ বিষ্ণুরূপ দর্শন করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করেন, হে ভবগেহিনি! আমি ভক্তি পূর্ব্বক তোমার চরণ বন্দনা করিতেছি আমার প্রতি সদয় হও।৩৩।

হে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরি! যখন তুমি কৃষ্ণরূপ ধারণ কর তখন যে কি অপূর্ব্ব শোভা হয় তাহা পঞ্চানন পঞ্চমুখে বর্ণন করিতে অক্ষম, অর্থাৎ সেই সময় তোমার রূপ নবীন মেঘ অপেক্ষাও সুন্দর হয়, তখন বিকশিত পদ্মও তোমার উজ্জ্বল চক্ষুর অনুকরণ করিতে পারে না, যখন তুমি হস্তে রত্নময় বলয় পরিধান করিয়া মন্দ মন্দ হাস্য করিতে করিতে বংশিবদন হও তখন তোমার রূপের সৌন্দর্য্য দর্শনে সমস্ত জগৎ মুগ্ধ হয়, এমন কি সেই মনোহর মধুর বংশিরব শ্রুতিকুহরে প্রবিষ্ট হইলে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক পশুপক্ষিগণও নীরব হইয়া জন্ম সফল বোধ করিয়া থাকে, আবার বনমালা পরিধান করিলে বক্ষস্থলের যেরূপ শোভা হয় তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য, অতএব হে জগত্তারিণি! হে ব্রহ্মময়ি! আমি ভক্তি পূর্ব্বক তোমাকে প্রণাম করিতেছি আমার প্রতি কৃপাবারি সিঞ্চন কর। ৩৪।

হে মাতঃ! যখন দেবগণ ও মনুষ্যগণ বহু যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া বিশেষ চেষ্টা করিলেও তোমার বিশ্বময় রূপ ও গুণ বর্ণন করিতে সমর্থ হন না, তখন আমি

নোমাং মোহয় মায়য়া পরময়া বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ।৩৫।
অদ্য মে সফলং জন্ম তপশ্চ সফলং মম।
যত্তস্ত্রিজগতাং মাতর্মৎপুত্রীত্বমুপাগতা। ৩৬।
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽস্মি মাতস্ত্বং নিজ লীলয়া।
নিত্যাপি মদ্গৃহে জাতা পুত্রী ভাবেন বৈষতঃ ॥ ৩৭ ॥
কিং ব্রূমো মেনকায়াশ্চ ভাগ্যং জন্ম শতার্জ্জিতং।
যত্তস্ত্রিজগতাং মাতুরপি মাতা ভবত্তব ॥ ৩৮ ॥

নিতান্ত অল্পমতি ও অজ্ঞান হইয়া কিরূপে তোমার রূপ বর্ণন করিব? অতএব হে জগদম্বে! তুমি নিজগুণে কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা কর, মহামায়ায় বশীভূত করিয়া আমায় আর বার বার মুগ্ধ করিও না আমি ভক্তিযোগে তোমাকে নমস্কার করি। ৩৫।

অদ্য আমার জন্ম সার্থক হইল এবং আমি যে কঠোর তপস্যাদি করিয়াছিলাম তাহাও আজ আমার সফল হইল। যখন বিশ্বজননী জগদম্বা কৃপা করিয়া পিতৃসম্বোধন করিবার জন্য আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন আমা অপেক্ষা আর ভাগ্যবান্ কেহই নাই। ৩৬।

হে শিবমনোমোহিনি বিশ্বজননি! আর অধিক কি বলিব এত দিনে আমি ধন্য হইলাম, এতদিনে আমি আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিলাম, যেহেতু বিশ্বজননী ভগবতী ক্ষয়োদয় রহিতা হইয়াও লীলা করিবার নিমিত্ত কন্যারূপে আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ৩৭।

আর মেনকার ভাগ্যের কথা একমুখে ব্যক্ত করা যায় না, তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে শত শত জন্মার্জ্জিত পুণ্য সঞ্চার না থাকিলে কখনই তোমাধনে লাভ করিতে পারিত না। জননি! অধিক কি বলিব, তুমিই ত্রিজগতের মাতা, আবার তুমি যাহাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়াছ তাহার ভাগ্যের সীমা বর্ণন করা কখনই সম্ভবিতে পারে না। ৩৮।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবং গিরীন্দ্র তনয়া গিরিরাজেন সংস্তুতা।
বভূব সহসা চারুরূপিণী পূর্ব্ববন্মুনে ॥ ৩৯ ॥
মেনকাপিবিলোক্যৈবং বিস্মিতা ভক্তিসংযুতা।
জ্ঞাত্বা ব্রহ্মময়ীং পুত্রীং প্রাহ গদ্গদয়া গিরা ॥ ৪০ ॥

মেনকোবাচ।

মাতঃ স্তুতিং নজানামি ভক্তিম্বা জগদম্বিকে।
তথাপ্যহ মনুগ্রাহ্যা ত্বয়া নিজগুণেন হি ॥ ৪১ ॥
ত্বয়া জগৎ কৃতং কর্ম্ম ত্বমেবৈ তৎফলপ্রদা।
সর্ব্বাধার স্বরূপাচ সর্ব্বস্যোপরি তিষ্ঠসি ॥ ৪২ ॥

দেবাদিদেব আশুতোষ পুনর্ব্বার নারদকে কহিলেন, হে তপোধন! শ্রবণ কর, গিরিরাজ হিমালয় এইরূপ নানাবিধরূপে বিস্তর স্তব করিলে নগেন্দ্রনন্দিনী ভগবতী সহসা সেই ভয়ঙ্কর রূপ পরিত্যাগ করিয়া মনোহর রূপে পূর্ব্ববৎ মাতৃক্রোড়ে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ৩৯।

মেনকা এই প্রকার ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া কন্যাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী জানিয়া ভক্তিসহকারে গদ্গদবাক্যে যথাসাধ্য নানা প্রকার স্তব করিতে লাগিলেন। ৪০।

হে মাতর্জ্জগদম্বে! আমি তোমার মাহাত্ম্য কিছুই জ্ঞাত নহি, ভক্তি কাহাকে বলে তাহাও জানি না। তবে এই মাত্র বলিতেছি যে তুমি নিজগুণে যখন আমার গর্ভে আবির্ভূতা হইয়াছ তখন তৎ কৃপাতেই আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর আমি তোমাকে নমস্কার করি। ৪১।

হে জগন্মাতঃ! তুমি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ এবং তুমিই সমস্ত জগতের কর্ম্ম,তুমিই সমস্ত কর্ম্মের শুভাশুভ ফল প্রদান করিয়া থাক, এবং তুমিই সমস্ত বস্তুর আধার স্বরূপা হইয়াও সর্ব্বোপরি বিরাজ করিতেছ। ৪২।

দেব্যুবাচ।

ত্বয়া মাতস্তথা পিত্রা প্যমেনারাধিতা হ্যহং।
মহোগ্র তপসা পুত্রী লব্ধাহং পরমেশ্বরী ॥ ৪৩ ॥
যুবয়োস্তপসস্তস্য ফলদানায় লীলয়া।
নিত্যা লব্ধবতী জন্ম গর্ভে তব হিমালয়াৎ। ৪৪।

শ্রীশিবউবাচ।

ততো গিরিন্দ্র স্তাং দেবীং প্রণিপত্য পুনঃ পুনঃ।
পপ্রচ্ছ ব্রহ্মবিজ্ঞানং প্রাঞ্জলির্মুনি সত্তম ॥ ৪৫ ॥

হিমবানুবাচ।

মাতস্ত্বং বহুভাগ্যেন মমজাতাসি কন্যকা।
ব্রহ্মাদৈর্দুর্ল্লভা যোগি দুর্গমা নিজ লীলয়া ॥ ৪৬ ॥

দেবী, মেনকার এই রূপ স্তব শ্রবণ করিয়া সেই ত্রিজগতের মাতা গিরিরাজ পত্নীকে মাতৃসম্বোধন করিয়া কহিলেন হে মাতঃ! তুমি এবং আমার এই পিতা গিরিরাজ বিস্তর কঠোর তপস্যাচরণ দ্বারা পরমেশ্বরীরূপা যে আমি আমাকে কন্যারূপে লাভ করিবার নিমিত্ত বর গ্রহণ করিয়াছিলে। ৪৩।

এক্ষণে আমি তোমাদিগের সেই উৎকট তপস্যার ফল প্রদান করিবার নিমিত্ত লীলাছলে তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ৪৪।

মহাদেব দেবর্ষি নারদকে কহিলেন বৎস! শ্রবণ কর; এইরূপে গিরিরাজ দেবী ভগবতীকে বার বার নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন হে মাতঃ! ব্রহ্মজ্ঞান কাহাকে বলে আমি বিশেষ অবগত নহি অতএব কৃপা করিয়া আমাকে ইহা বুঝাইয়া দিউন। ৪৫।

পুনর্ব্বার হিমালয় কহিলেন হে জগদম্বে! আমার বহুভাগ্য বশতঃ তুমি স্বয়ং লীলা করিবার মানসে কন্যারূপে আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমি ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং যোগীগণের সুদুর্ল্লভ পদার্থ, অর্থাৎ কি দেবগণ কি

অহং তব পদাম্ভোজং প্রপন্নোঽস্মি মহেশ্বরি।
যথাঞ্জসা তরিস্যামি সংসারা পারবারিধিং।
তস্মাত্বং সাধিমাতর্ম্মাং ব্রহ্মবিজ্ঞানমুত্তমং। ৪৭।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

শৃণু তাত প্রবক্ষ্যামি যোগসারং মহামতে।
যস্য বিজ্ঞান মাত্রেণ দেহী ব্রহ্মময়োভবেৎ। ৪৮।
গৃহীত্বা মম মন্ত্রাণি সদ্গুরোঃ সুসমাহিতঃ।
কায়েন মনসা বাচা মামেবাহর্যাং সমাশ্রয়েৎ। ৪৯।
মচ্চিত্তো মদ্গত প্রাণো মন্নাম জপ তৎপরঃ।
মৎপ্রসঙ্গো মদালাপো মদ্গুণ শ্রবণে রতঃ।

যোগীগণ কেহ ধ্যানেদ্বারাতেও তোমাকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ৪৬।

হে মহেশ্বরি বিশ্বজননি! আমি ব্রহ্মার দুর্ল্লভ তোমার পাদপদ্মে নিতান্ত শরণাপন্ন হইতেছি, যাহাতে আমি অনায়াসে সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারি এরূপ উত্তম ব্রহ্মজ্ঞান আমাকে প্রদান করুন। ৪৭।

হিমালয়ের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া শৈলাত্মজা পার্ব্বতী কহিলেন, হে পিতঃ! যে যোগশাস্ত্রের জ্ঞান প্রাপ্ত মাত্রেই জীবসমূহ ব্রহ্মময় হইয়া অনায়াসে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, আমি আপনার নিকট সেই যোগতত্ত্ব বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। ৪৮।

হে পিতঃ! শ্রবণ কর, প্রথমতঃ উৎকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন বিচক্ষণ গুরুর নিকটে আমার মন্ত্রাদি উপদিষ্ট হইয়া পবিত্ররূপে অতিশয় ভক্তিসংযোগে কায়মনোবাক্যে আমার উপাসনা করিবে। ৪৯।

সাধকগণ আমাতে প্রগাঢ় ভক্তিসংযোগে মন প্রাণ সমস্ত অর্পণ করিবে এবং নিরবচ্ছিন্ন আমার নাম সর্ব্বদা জপ করিবে। অধিক কি নিরন্তর আমার কথা ভিন্ন অন্য কোন বিষয় প্রসঙ্গ করিবে না। আমার নাম উচ্চারণ এবং

ভবেন্মুমুক্ষু রাজেন্দ্র মদ্ভিক্তি পরায়ণঃ।
মদর্চ্চা প্রীতিসংযুক্ত মানসঃ সাধকোত্তমঃ। ৫০।
পূজাযজ্ঞাদিকং কুর্য্যাৎ যথাবিধি বিধানতঃ।
শ্রুতি স্মৃত্যুদিতৈঃ সম্যক্ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতৈঃ।
সর্ব্বজ্ঞস্তপোদানেন মামেবার্হ্যাং সমর্চ্চয়েৎ। ৫১।
জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তির্ভক্তির্জ্ঞানস্য কারণং।
ধর্ম্মাৎ সংজায়তে ভক্তির্ধর্ম্মোযজ্ঞাদিকোমতঃ।
তস্মান্মুমুক্ষুর্ধর্ম্মার্থং মদেদং রূপমাশ্রয়েৎ। ৫২।
সর্ব্বাকারাহমেবৈকা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহা।
মদংশেন পরিচ্ছিন্না দেহাঃ সর্গৌকসাংপিতঃ। ৫৩।

একান্তঃকরণে আমার গুণগান শ্রবণে রত থাকিয়া ভক্তিপূর্ব্বক আমার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিবে, এবং সর্ব্বদা প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে আমার পূজা করিবে। ফলতঃ এইরূপে যাহারা আমার প্রতি দেহ মন ও আত্মা সমর্পণ করিয়া সাধন করে তাহাদিগকে উত্তম সাধক বলিয়া জানিবে। ৫০।

চতুর্ব্বর্ণ ও আশ্রমচতুষ্টয়ের বিহিত কার্য্য বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে যেরূপ বিধি আছে, পণ্ডিতগণ তদনুসারে কেবল আমারই পূজা ও যজ্ঞাদি করিবে এবং অমার প্রসন্নতা লাভার্থ তপস্যা ও দান করিবে আর সর্ব্বদাই কেবল আমাকে স্মরণ করিবে এবং অর্চ্চনা করিতে ক্রটি করিবে না। ৫১।

পিতঃ! অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। জ্ঞান হইতে মুক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ভক্তি জ্ঞানযোগের একটী প্রধান কারণ, ধর্ম্ম হইতে ভক্তির উৎপত্তি হয়, যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম, নিরবচ্ছিন্ন সেই জন্যই মুক্তি ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ ধর্ম্ম উপার্জ্জনের নিমিত্ত কেবল আমাকে এই প্রকারে আশ্রয় করে। ৫২।

হে পিতঃ! আপনি ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে আমি একাকী সকল সময়ে সর্ব্বস্থানে সচ্চিদানন্দরূপে বিরাজ করিয়া থাকি। এবং স্বর্গস্থিত সমস্ত

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

হিমালয় উবাচ।

বিদ্যা বা কীদৃশী মাতর্যতো মুক্তিঃ প্রজায়তে।
অথবা কিং স্বরূপঞ্চ তন্মে ব্রূহি মহেশ্বরি। ১।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

শৃণু তাত প্রবক্ষ্যামি যা সংসার নিবর্ত্তিকা।
বিদ্যা তস্যাঃ স্বরূপং তে সংক্ষেপেণ মহামতে। ২।
বুদ্ধিপ্রাণ মনো দেহাহঙ্কৃত্যেন্দ্রিয়তঃ পৃথক্।
অদ্বিতীয়শ্চিদাত্মাহং শুদ্ধ এবেতি নিশ্চিতং। ৩।
আদির্নিরাময়ঃ শুদ্ধো জন্ম মৃত্যু বিবর্জ্জিতঃ।

হিমালয় কহিলেন হে মাতঃ! কাহার নাম বিদ্যা, যে বিদ্যা হইতে মুক্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে সেই বিদ্যার আকারই বা কিরূপ, হে মহেশ্বরি জগদম্বে! আমার নিকট তাহা বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিয়া আমার শ্রবণ পিপাসা বিদূরিত করুন্ তাহাতে আমি কৃতার্থ হইব সন্দেহ নাই। ১।

জগন্মাতা পার্ব্বতী হিমালয়ের এই প্রকার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে তাত! যিনি সংসার হইতে নিস্তার করেন তাঁহার নাম বিদ্যা। হে মহামতি গিরিরাজ! আমি সংক্ষেপে সেই বিদ্যার রূপ আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুণ। ২।

আমি বুদ্ধি, প্রাণ, মন, দেহ, এবং অহঙ্কার প্রভৃতি হইতে পৃথক হইয়া অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ রূপে বিরাজ করিতেছি। অতএব যে জ্ঞান দ্বারা আমাকে

বুদ্ধ্যাদ্যুপাধি রহিতশ্চিদানন্দাত্ম কোমতঃ। ৪।
অনন্তঃ সুপ্রভঃ পূর্ণঃ সত্ত্বজ্ঞানাদি লক্ষণঃ।
একমেবাদ্বিতীয়শ্চ সর্ব্বদেহে গতঃ পরং। ৫।
সুপ্রকাশেন দেহেস্মিন্ কাসয়ন্ স্বয়মাস্থিতঃ।
ইত্যাত্মনঃ স্বরূপং তে গিরিরাজ ময়োদিতং। ৬।
এবং বিচিন্তয়েন্নিত্য মাত্মানং সু সমাহিতঃ।
অনাত্মনি শরীরাদাবাত্ম বুদ্ধিং বিবর্জ্জয়েৎ। ৭।
রাগদ্বেষাদি দোষাণাং হেতুভূতা হি সাযতঃ।
রাগদ্বেষাদি দোষেভ্যঃ স দোষং কর্ম্মসংভবেৎ।

এই রূপ জ্ঞাত হইয়া মনুষ্যগণ শুদ্ধ রূপে দিন যামিনী অতিবাহিত করিতে পারে, সেই জ্ঞানের নাম বিদ্যা। ৩।

মহারাজ! আরও বলিতেছি শ্রবণ করুন্। যিনি সকলের আদি, যাঁহার শরীরে রোগাদি স্পর্শ করিতে পারেনা, যিনি জন্ম মৃত্যু হইতে বিবর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধ রূপে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি বুদ্ধি, প্রাণ, এবং অহঙ্কারাদি ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক হইয়া সর্ব্বদা আনন্দময় রূপে প্রকাশ হইয়া থাকেন তাঁহার নাম বিদ্যা। ৪।

আরও যিনি নিরাকার, জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ, যিনি সর্ব্বদা পূর্ণরূপী, যিনি সত্ত্ব জ্ঞানাদি লক্ষণ বিশিষ্ট এবং যিনি অদ্বিতীয় রূপে সকলের দেহে সর্ব্ব সময়ে সমভাবে বাস করিয়া থাকেন তাঁহার নাম বিদ্যা। ৫।

আর যিনি এই দেহে স্বয়ং বিরাজমান থাকিয়া সর্ব্বদা দেহকে সুন্দর রূপে প্রকাশ করান তাঁহার নাম আত্মা, অতএব হে পিতঃ! আমি আত্মার রূপ বিশেষ রূপে আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি আপনি শ্রবণ করুণ। ৬।

জীবগণ সংযত হইয়া একান্তঃকরণে সর্ব্বদা সেই আত্মাকে চিন্তা করিবে, এবং যে দেহের নাশ হইয়া থাকে এরূপ নশ্বর দেহের প্রতি আত্ম বুদ্ধি অর্থাৎ আমার বলিয়া কদাচ সম্বোধন বা অতিশয় স্নেহ করিবেনা। ৭।

২০, ২১।

ততঃ পুনঃ সংস্মৃতিশ্চ তথা ত্বাং পরিবর্জ্জয়েৎ। ৮।

গিরিরুবাচ।

অশুভা দৃষ্ট জনকা রাগদ্বেষাদয়ঃ শিবে।
কথং জনৈঃ পরিত্যজ্যা স্তম্মে ত্বং বক্তুমর্হসি। ৯।
কুর্ব্বন্তি চাপকারাংশ্চ কথং তান্ সহতে জনঃ।
তেষু রাগশ্চ বিদ্বেষঃ কথংবা ন ভবেত্তয়োঃ। ১০।

কারণ আত্মবুদ্ধি, রাগ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি দোষের মূলীভূত কারণ, মনুষ্যের অহং বুদ্ধি উপস্থিত হইলেই হিংসাদি রিপুগণ উপযাচক হইয়া তাহার নিকট আগমন করিয়া সতত অনুবৃত্তি করিতে থাকে, ক্রমে ঐ রাগ, দ্বেষাদি দোষ হইতে নানা প্রকার পাপ কর্ম্মের উৎপত্তি হয়, সেই পাপ কর্ম্ম হইতে মনুষ্যগণ নানা প্রকার দুঃখভোগ করিতে থাকে, অতএব ঐ অহং বুদ্ধি যেরূপ প্রকারে হয় যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। ৮।

হিমালয় পার্ব্বতীর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন হে হরমনোমোহিনী শিবে! রাগ, দ্বেষ, হিংসাদি রিপু সকল সর্ব্বদা অশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে, সুতরাং মনুষ্যগণ ঐ সমস্ত রিপুবর্গকে পরিত্যাগ করিবে। অতএব হে জগজ্জননি! কোন্ উপায়ে মানবগণ ঐ সকল অনর্থের মূলীভূত রাগ দ্বেষাদি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে তাহা কৃপা করিয়া আমার নিকট বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন্। ৯।

হে মাতঃ! আমি কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক আপনার নিকট আরও কিছু প্রশ্ন করিতেছি যে যদি রাগ দ্বেষাদি রিপুগণ সর্ব্বদা মনুষ্যদিগের অপকার করিয়া থাকে, তবে মানবগণ কি নিমিত্ত আপন আপন দেহে উক্ত রিপুগণকে স্থান দান করিয়া তাহাদিগের উপদ্রব সহ্য করে? এবং সেই রাগ ও বিদ্বেষ প্রভৃতির উপর মনুষ্যের রাগ দ্বেষ উৎপত্তি হয়না কেন? ইহা বিশেষ রূপে আমাকে বুঝাইয়া দিয়া চরিতার্থ করুন্। ১০।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কোঽপকারঃ কৃতী কস্য তদেবাশু বিচারয়েৎ।
বিচার্য্যমাণে তস্মিংস্তুদ্বেষ এব ন জায়তে। ১১।
পঞ্চভূতাত্মকো দেহো মুক্তো জীবো যতঃ স্বয়ং।
বহ্নিনা দহ্যতে বাপি শিবাদ্যৈর্ভক্ষ্যতেঽপিবা।
তথাপি যো ন জানাতি কোঽপকারোঽস্তি তস্যবৈ। ১২।
আত্মাশুদ্ধঃ স্বয়ং পূর্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
ন জায়তে ন ম্রিয়তে নির্লেপো নচ দুঃখভাক্।
বিচ্ছিদ্যমানে দেহেঽপি নাপকারোঽন্য জায়তে। ১৩।

শৈলনন্দিনী ভগবতী, হিমালয়ের এইরূপ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন্, মনুষ্যগণ অহং বুদ্ধি শূন্য হইলেই, দেহাভিমান অন্তর্হিত হইয়া যায়, দেহাভিমান নাথাকিলেই মানবগণ বুঝিতে পারে যে কে কাহার প্রতি অপকার করিয়া থাকে। এই বিষয়ের বিচার, যখন মনুষ্যগণ স্বয়ং করিতে সমর্থ হয়, তখনই তাহার আর রাগ দ্বেষ প্রভৃতি কিছুই উপস্থিত হয়না সুতরাং কৃতকার্য্য হইতে পাবে। ১১।

ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্বোম, অর্থাৎ ক্ষিতি, জল তেজ, বায়ু এবং আকাশ এই পাঁচ পদার্থ একত্র হইয়া দেহ উপস্থিত হয়, সেই দেহে আত্মা জীবন রূপে বাস করিয়া দেহের সঞ্চালনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে, যখন সেই আত্মা দেহ হইতে অন্তর্হিত হয়, তখন সেই দেহ অগ্নিদ্বারা দাহ বা মৃত্তিকায় প্রোথিত হউক, অথবা শৃগাল কুকুরে খণ্ড ২ করিয়া ভক্ষণই করুক্ আত্মা তাহার কিছু-মাত্র জানিতে পারেনা, এই রূপ দেহ তত্ত্বের বিষয় যে ব্যক্তি বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইতে পারে, সে কখনই অপকার দেখিতে পায়না। ১২।

আত্মা সর্ব্বদা স্বয়ং শুদ্ধ ও পূর্ণরূপে অবস্থিতি করিতেছে আত্মার জন্ম, মৃত্যু, শোক, তাপ কিছুই নাই,আত্মা কোন কালেই দুঃখভোগ করে না, দেহ নষ্ট হইলেও আত্মার কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভবনা নাই। ১৩।

যথা গৃহান্তরস্থস্য নভসঃ ক্বাপি লক্ষতে।
গৃহেষু দহ্যমানেষু গিরিরাজ তথৈবহি। ১৪।
আত্মা চেন্মন্যতে হন্তা হতশ্চেন্মন্যতে হতঃ।
তাবুভৌ ভ্রান্ত হৃদয়ৌ নায়ং হন্তি ন হন্যতে।
স্ব স্ব রূপং বিদিত্বৈবং দ্বেষং ত্যক্ত্বা সুখীভবেৎ। ১৫।
দ্বেষমূলং মনস্তাপো দ্বেষঃসংসার বন্ধনং।
মোক্ষ বিঘ্নকরো দ্বেষস্তং যত্নাৎ পরিবর্জ্জয়েৎ। ১৬।

শৈলসুতা ভগবতী পুনরায় কহিলেন হে গিরিরাজ! যেমন গৃহমধ্যে আকাশ সর্ব্বদা বিরাজমান থাকিতে গৃহদগ্ধ বা ভগ্ন হইলে আকাশের কোন অনিষ্ট হয়না, সর্ব্বদা সেই স্থানে সমান আকারে বর্ত্তমান্ থাকে, তদ্রূপ দেহ নষ্ট হইলেও আত্মার কোন অনিষ্ট হয়না আকাশের ন্যায় সমভাবে সর্ব্বদাই বিরাজ করিয়া থাকে। ১৪।

আত্মাকে কেহ নষ্ট করিতে পারেনা, আত্মার মৃত্যু নাই, মনুষ্যগণ মৃত্যু-মুখে পতিত হইলে আত্মা হত হয়না, যাঁহারা মনে করেন যে মনে করিলেই আত্মাকে নষ্ট করা যায়, অথবা দেহাবসানে আত্মার ক্ষয় হয় তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্তচিত্ত। ফলতঃ আত্মা নিজে নাশ হয়না, কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক নষ্ট করিতে পারেনা, যে ব্যক্তি আত্মার এই প্রকার রূপ পরিজ্ঞাত হইতে পরে সে অনা-য়াসে হিংসা দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া পরম সুখী হয় সন্দেহ মাত্র নাই। ১৫।

হে গিরিরাজ পিতঃ! আপনি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন্ যে রাগ ও দ্বেষাদি হইতে নানা প্রকার মনস্তাপ উৎপত্তি হইয়া থাকে, আবার ঐ দ্বেষাদি সংসারে দৃঢ় রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখে, বিশেষতঃ হিংসা দ্বেষাদি রিপুগণ পুণ্যকর্ম্মের সর্ব্বদাই ব্যাঘাত করে এবং মোক্ষাভিলাষের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব হে মহারাজ! বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক উহাদিগকে যে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য তাহার আর অণুমাত্র সংশয় নাই। ১৬।

হিমালয় উবাচ।

দেহস্যাপি নচেদ্দেবি জাতস্য পরমাত্মনঃ।
নাপকারো বিদ্যতেঽত্র নৈতৌ দুঃখস্য ভাগিনৌ।
তৎকথং জায়তে দুঃখং যৎ সাক্ষাদনুভূয়তে। ১৭।
অন্যো বা কোঽস্তি দেহেস্মিন্ দুঃখভোক্তা মহেশ্বরি।
এতন্মে ব্রূহি তত্ত্বেন মন্নিতে যদ্যনুগ্রহঃ। ১৮।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

নৈব দুঃখং হি দেহস্য নাত্মনোঽপি পরাত্মনঃ।
তথাপি জীবো নির্লেপো মোহিতো মম মায়য়া।
অহং সুখীচ দুঃখীচ স্বয়মেবাভি মন্যতে। ১৯।

হিমালয় দেবীর এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন হে মাতঃ! যদি জীবের এবং দেহের কোন অপকার না হয়, তাহা হইলে ইহাদিগকে কখনই দুঃখ ভোগ করিতে হয়না, তবে যে দুঃখ সর্ব্বদা সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে জীবগণ সর্ব্বদা সেই দুঃখে কাতর হইয়া কি নিমিত্ত রোদন করে?। ১৭।

হে মহেশ্বরি! তবে এই দেহে কে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, ইহা আমি কোন প্রকারে বুঝিতে পারিতেছি না। অতএব যদি একান্ত আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহা হইলে যথার্থ রূপে এতদ্বিষয় ব্যক্ত করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন্। ১৮।

নগেন্দ্রনন্দিনী পিতার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ! শ্রবণ কর, দেহ, আত্মা, ও পরমাত্মা কেহই দুঃখ ভোগ করে না, নিরবচ্ছিন্ন জীবগণ আমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, অহং ইত্যাকার জ্ঞানে একেবারে উন্মত্ত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ আমি সুখী আমি দুঃখী আমার পুত্র আমার কন্যা, আমার পত্নী আমার ঐশ্বর্য্য আমার বাড়ী আমার বাগান আমার

অনাদ্যবিদ্যা সা মায়া জগন্মোহন কারিণী।
জাতমাত্রং হি সম্বন্ধ স্তয়া সংজায়তে পিতঃ।
সংসারো জায়তে তেন রাগদ্বেষাদি সংকুলঃ। ২০।
আত্মা স্বলিঙ্গস্তু মনঃ পরিগৃহ্য মহামতে।
তৎকৃতাংস্তু শতান্ কামান্ সংসারে বর্ত্ততেঽবশঃ। ২১।
বিশুদ্ধঃ স্ফটিকো যদ্বদ্রক্ত পুষ্প সমীপতঃ।
তত্তদ্বর্ণযুতো ভাতি বস্তুতো নাতি রঞ্জনা।
বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি সামীপ্যা দাত্মনোঽপিতথা গতিঃ। ২২।

গৌরব আমার সুখ্যাতি আমার বাহুবল ইত্যাদি নানা প্রকার অভিমান সর্ব্বদা করিয়া থাকে। ১৯।

হে পিতঃ! অনাদি অবিদ্যা সেই মায়া মোহ জালে আবদ্ধ করিয়া সমস্ত জগৎ একেবারে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, জীবগণ জন্ম গ্রহণ করিবা মাত্রেই ঐ মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তখন কোন বাধা না মানিয়া সেই মায়া হইতে ক্রমশঃ এই বিশ্ব সংসার রাগ দ্বেষাদিতে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে সুতরাং হিতাহিত জ্ঞান রহিত হইয়া পড়ে। কি কর্ম্ম করিলে মঙ্গল হইবে কি কর্ম্ম করিলে অমঙ্গল হইবে তাহা একবার ভ্রমেও চিন্তাপথে উদিত হয় না, এমন যে দুর্ল্লভ মানবজন্ম তাহার যথার্থ কার্য্যে অনায়াসে জলাঞ্জলি দেয় এবং দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি রিপুপরতন্ত্র হইয়া তাহাদিগের দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া অমূল্য সময় অনর্থক অতিবাহিত করে। ২০।

আত্মা প্রথমতঃ অন্তঃকরণকে আশ্রয় করে, জীবাত্মার আশ্রয়ে মন উত্তেজিত হইয়া সর্ব্বদা শত শত কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, সুতরাং দেহীগণ এই রূপে একেবারে অধৈর্য্য হইয়া সংসারে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ২১।

যেমন বিশুদ্ধ শুভ্রবর্ণ স্ফটিক মণি কোন রক্তবর্ণ পুষ্পের নিকটে রাখিলে তাহার আভা দ্বারা ঐ শ্বেতবর্ণ মণি পর্য্যন্ত রক্তবর্ণ দেখায়, আত্মাও সেই রূপ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির দোষে অশুভ ফল প্রসব করিয়া থাকে। ২২।

মনোবুদ্ধি রহঙ্কারো জীবস্য সহকারিণঃ।
সকর্ম্ম বশতস্তাত ফলভোক্তার এব তে। ২৩।
সর্ব্বং বৈষয়িকং তাত সুখঞ্চ দুঃখ মেব বা।
সএব ভুঞ্জতে নাত্মা নির্লেপঃ প্রভুরব্যয়ঃ। ২৪।
সৃষ্টিকালে পুনঃ পূর্ব্ব বাসনা মানসৈঃ সহ।
জায়তে জীব এবং হি যাবদাহূত সংপ্লবঃ। ২৫।
ততো জ্ঞান বিচারেণ মোহংত্যক্ত্বা বিচক্ষণঃ।
সুখী ভবেন্মহারাজ ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু। ২৬।
দেহমুলো মনস্তাপো দেহঃ সংসার কারণং।
দেহঃ কর্ম্ম সমুৎপন্নঃ কর্ম্ম চ দ্বিবিধং মতং। ২৭।

মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি রিপুগণ সর্ব্বদা জীবের সহকারী হইয়া নিকটে অবস্থিতি করে তাহারা নিরন্তর নানা প্রকার ক্ষণভঙ্গুর সন্তোষ জনক কার্য্য দ্বারা জীবকে প্রলোভন দেখায়, এই রূপে জীবগণ আপন আপন কার্য্যানুসারে ফলভোগ করিয়া দিন যামিণী অতিবাহিত করিয়া থাকে। ২৩।

হে পিতঃ! মনঃ বুদ্ধি অহংকার,অভিমান প্রভৃতি,সকল বিষয়েরই সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু আত্মা কোন বিষয়েতেই লিপ্ত নাথাকিয়া সর্ব্বদা অক্ষয় রূপে বিরাজ করিয়া থাকেন। ২৪।

সৃষ্টিকালে জীবাত্ম' পূর্ব্বের অভিলষিত বাসনার সহিত পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করে এই প্রকার সৃষ্টি হইতে প্রলয় কাল পর্য্যন্ত জীবাত্মা বার বার দেহ আশ্রয় পূর্ব্বক সংসারে জন্ম মৃত্যুর বশীভূত হইয়া গতায়াত করিয়া থাকে। ২৫।

হে শৈল ভূপতি! বিজ্ঞতম পণ্ডিতগণ পর্য্যালোচনা দ্বারা প্রথমে মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদসৎ বিবেচনা করিবে, পরে সৎপথ অবলম্বন করিলেই সাধু সঙ্গ দ্বারা অনায়াসেই যথার্থ সুখী হইতে পারিবে সন্দেহ নাই। ২৬।

বিশেষতঃ নানা প্রকার দুঃখ ও মনস্তাপ যে জন্মায় তৎসম্বন্ধে দেহই

পাপং পুণ্যঞ্চ রাজেন্দ্র তয়োরংশানু সারতঃ।
দেহিনঃ সুখ দুঃখং স্যাদনুক্রমাৎ দিনরাত্রিবৎ। ২৮।
স্বর্গাদিকামঃ কৃত্বাপি পুণ্যকর্ম্ম বিধানতঃ।
প্রাপ্য স্বর্গং পতত্যাশু ভুয়ঃ কর্ম্ম প্রচোদিতং। ২৯।
তস্মাৎ তৎসঙ্গতং কৃত্বা বিদ্যাভ্যাস পরায়ণঃ।

প্রধান কারণ, দেহ দ্বারা সংসার রক্ষা হয় এবং দেহ হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়, আবার ঐ কর্ম্ম দুইভাগে বিভক্ত হইয়া ফল ভোগ করিয়া থাকে। ২৭।

হে রাজেন্দ্র! ঐ কর্ম্ম দ্বয়ের অংশানুসারে পাপ পুণ্য উৎপত্তি হয়, ঐ পাপ পুণ্য দ্বারা জীবগণ নিয়ত সুখ দুঃখ সম্ভোগ করিয়া থাকে, দিবা ও রাত্রি যেমন পর্য্যায় ক্রমে গমনাগমন করিতেছে, মনুষ্যগণও সেই রূপ পর্য্যায়-ক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ পূর্ব্বক সমস্ত সময় যাপন করিয়া থাকে। ২৮।

অনেক মানবগণ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন যে অধিক পুণ্য কার্য্য করিলেই আর গর্ভযন্ত্রনা পাইতে হইবে না অনায়াসে অনন্তকাল স্বর্গ ভোগ করিয়া দিন যামিনী অতিবাহিত করিব, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয় জীবগণ যে পুণ্য কার্য্য করিলেই সংসার যন্ত্রণা এড়াইতে সমর্থ হন; তাহা কখনই মনে করিবেন না। পুণ্য কর্ম্ম ফলে স্বর্গাদি প্রাপ্ত হইয়া কিছু দিন মাত্র স্বর্গ ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার কর্ম্মবশে সংসারে পতিত হয়। অতএব হে গিরিরাজ! দেহীগণ এই প্রকারে বার বার সংসারে গতায়াত করিয়া নিজ নিজ কর্ম্ম ফলে সুখ দুঃখ ভোগ করত চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া থাকে। ২৯।

সেই হেতু পণ্ডিতগণ বিদ্যাভ্যাসে রত থাকিয়া জ্ঞান লাভ করে, জ্ঞান লাভ হইলেই ক্রমে সাধু সঙ্গ হয়, সৎসঙ্গ হইলেই ভগবানের প্রতি ভক্তি আপনা হইতেই উপস্থিত হইতে থাকে, যথার্থ হরিভক্তি জন্মাইলে আর তাঁহার দেহকে পাপস্পর্শ করিতে পারেনা। কারণ তাঁহার মনঃপ্রাণ সমস্তই পরব্রহ্ম হরিতে অর্পিত হয়। অহর্নিশি হরিনাম শ্রবণ হরিগুণ কীর্ত্তন ব্যতিরেকে অন্য কোন দিকে তাঁহার অন্তঃকরণ ধাবিত হয় না। সুতরাং তিনি আর কোন

বিমুক্ত সঙ্গঃ পরমং সুখমিচ্ছেদ্বিচক্ষণঃ। ৩০।

ইতি শ্রীমহাভাগবতে শ্রীভগবতী গীতা সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীভগবতী গীতায়াং দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

রূপেই সংসার বন্ধনে যন্ত্রণা ভোগ করেন না, অনায়াসে দয়াময় হরির [দা]সত্ব করিতে সমর্থ হয়েন। ফলতঃ সাধুগণ এই প্রকারে সৎসঙ্গে কৃত কার্য্য [হ]ইয়া যে নিত্যানন্দে বৈকুণ্ঠ বাসী হয়েন ও অনন্ত সুখ ভোগ করিতে থাকেন [ত]াহার আর সন্দেহ মাত্র নাই। ৩০।

ইতি শ্রীমহাভাগবতে ভগবতী গীতা সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাধুভাষার্থ সম্পূর্ণ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

হিমালয় উবাচ।

দুঃখস্য কারণং দেহঃ পঞ্চভূতাত্মকঃ শিবে।
ততস্তদ্বিরহে দেহী ন দুঃখং পরিভূয়তে। ১ ॥
সোঽয়ং সংজায়তে মাতঃ কথং দেহো মহেশ্বরি।
ক্ষীণ পুণ্যঃ কথং জীবো জায়তে চ পুনর্ভুবি। ২।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ক্ষিতির্জ্জলং তথা তেজো বায়ু রাকাশ মে বচ।
এতৈঃ পঞ্চভিরাবদ্ধো দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ। ৩।

হিমালয় স্বীয়াত্মজা পার্ব্বতীর মুখে জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিষয় শ্রব করিয়া কহিলেন হে শিবে! আপনার বাক্যানুসারে ইহাই প্রতীত হইল যে পঞ্চভূতাত্মক দেহ কেবল দুঃখের কারণ। অতএব পর্য্যালোচনা করিয় দেখিলে বোধ হয় যে, যে বস্তু দুঃখের মূলীভূত কারণ হয় তাহার প্রতি স্নেহ বা তদ্বিয়োগে কষ্টানুভব হওয়া সম্ভবিতে পারেনা। সুতরাং দুঃখজনক দেহে নিমিত্ত মানবগণের কাতর হওয়া উচিত নয়। তবে দেহীগণ সেই ক্ষণভঙ্গু দেহের বিরহে দুঃখ অনুভব করে ইহার কারণ কি? । ১। ২০, ২১।.

আর জীবগণ অল্প পরিমাণে পুণ্য কার্য্য করিয়া পুনর্ব্বার ধরাধামে বি কারণ বশতঃ জন্মগ্রহণ করে। হে জগদম্বে! যদি আমার প্রতি একান্ত কৃপ করিয়া থাকেন, তবে এই সমস্ত বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বর্ণন করিয় আমার অন্তঃকরণের সন্দিগ্ধ দূরীভূত করুন্। ২।

পার্ব্বতী হিমালয়ের এই প্রকার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিলেন হে পিতঃ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর, আমি আপনার সমস্ত সন্দেহ দুর করিতেছি

প্রধানা পৃথিবী তত্র শেষাণাং সহকারিতা।
উক্তশ্চতুর্ব্বিধঃ সোঽয়ং গিরিরাজ নিবোধ মে।
অণ্ডজঃ স্বেদজশ্চৈব উদ্ভিজ্জশ্চ জরায়ুজঃ। ৪।
অণ্ডজঃ পক্ষি সর্পাদ্যাঃ স্বেদজাঃ মশকাদয়ঃ।
বৃক্ষ গুল্ম প্রভৃতয় শ্চোদ্ভিজ্জাহি বিচেতনা। ৫।
জরায়ুজা মহারাজ মানবা পশবস্তথা।
শুক্র শোণিত সম্ভূতো দেহোজ্জেয়ো জরায়ুজঃ। ৬।

জীবগণের দেহ নিরবচ্ছিন্ন ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম এই পঞ্চভূত দ্বারা প্রস্তত অর্থাৎ মৃত্তিকা, জল, তেজঃ,বায়ু এবং আকাশ এই পাঁচ পদার্থ একত্র সংযুক্ত হইয়া এই দেহ উৎপন্ন হয় এইকারণেই বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ দেহকে পাঞ্চ-ভৌতিক আখ্যায় বিখ্যাত করিয়াছেন। ৩।

এই পঞ্চভূতের মধ্যে পৃথিবী অর্থাৎ মৃত্তিকা অন্যান্য ভূতগণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া দেহ উৎপাদন করিয়া থাকে, এই কারণেই পঞ্চভূতের মধ্যে মৃত্তিকাই প্রধান, অতএব হে গিরিরাজ পিতঃ! আমি ঐ দেহের বিষয় বিস্তার করিয়া বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন,এতদ্বিষয় বিবেচনা করিলে সামান্য আশ্চর্য্যের ব্যাপাব নহে, অর্থাৎ ঐ দেহ চারিভাগে বিভক্ত হইয়া উহাতে চারিপ্রকার আকারে জীবেব উৎপত্তি হইয়া থাকে, যথা অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজঃ। ৪।

পক্ষী এবং সর্প প্রভৃতি জীব অণ্ড অর্থাৎ ডিম হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে অণ্ডজ বলে। মশক ও মক্ষিকাদি স্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে স্বেদজ বলে। বৃক্ষ ও গুল্ম লতা প্রভৃতি উর্দ্ধভেদ করিয়া উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহাদিগকে উদ্ভিদ কহে। এই উদ্ভিদ পদার্থ-দিগের জীবন আছে বটে কিন্তু চেতনা শক্তি নাই সুতরাং ইহারা চেতন পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে নাই। ৫।

হে মহারাজ! ইহাব পব জবায়ুজেব আশ্চর্য্য বিবরণ শ্রবণ করুন্। মনুষ্য

ভূয়ঃ স ত্রিবিধো জ্ঞেয়ঃ পুংস্ত্রীক্লীব বিভেদতঃ।
শুক্রাধিক্যেচ পুরুষো ভবেৎ পৃথ্বীধরাধিপ।
রক্তাধিক্যে ভবেন্নারী তয়োঃ সাম্যে নপুংসকঃ। ৭।
স্বধর্ম্ম বশতো জীবো নীহার কণয়া যুতঃ।
পতিতো ধরণী পৃষ্ঠে ব্রীহিমধ্যে গতো ভবেৎ। ৮।
স্থিত্বা তত্র চিরং ভুক্ত্বা ভুজ্যতে পুরুষৈস্ততঃ।
ততঃ প্রবিষ্টং তদন্ন্যং পুংসোদেহে প্রজায়তে।
রেতস্তেন সজীবোঽপি ভবেদ্দেহ গতস্তদা। ৯।
ততঃ স্ত্রিয়াভি যোগেন ঋতুকালে মহামতে।

ও পশু প্রভৃতি জীবগণকে জরায়ুজ বলে, ইহারা জরায়ুঃ অর্থাৎ গর্ভাশয় (গর্ভ-বেষ্টন চর্ম্ম) হইতে উৎপন্ন হয়। ফলতঃ শুক্র এবং শোণিত সংযোগে যে সকল জীবের উৎপত্তি হয় তাহারাই জরায়ুজঃ। ৬।

হে রাজন! শ্রবণ কর, এই জরায়ুজ দেহ এক প্রকার নহে, ইহা আবার তিন ভাগে বিভক্ত; পুরুষ, স্ত্রী এবং ক্লীব। শুক্রের আধিক্য হইলে তাহাতে পুরুষ উৎপত্তি হয়, এবং শোণিতের ভাগ অধিক হইলে তাহাতে কন্যা উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর শুক্র ও শোণিত সমভাগ হইলে তাহাতে ক্লীব অর্থাৎ নপুংসক উৎপন্ন হয়। ৭।

হে শৈল রাজ! জরায়ুজ জীবের উৎপত্তি বিষয়ে যে অদ্ভুত ব্যাপার তাহা আপনার নিকট বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন্। জীবগণ স্বধর্ম্ম বশে বশীভূত হইয়া নীহার কণায় মিশ্রিত হয়, সেই নীহার কণা পৃথিবীর উপর পতিত হওয়াতে জীব পরমাণু রূপে শস্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করে। ৮।

অনন্তর পুরুষগণ ঐ শস্যাদি ভোজন করাতে উহা উদরস্থ হইয়া ঐ ভুক্ত শস্যাদি হইতে জীব পৃথক হয় এবং শুক্রের সহিত একত্র রূপে পুরুষের দেহ মধ্যে অবস্থিতি করিতে থাকে। ৯।

রেতসা সহিতঃ সোঽপি মাতৃগর্ভে প্রযাতিহি। ১০।
ঋতুস্নাতা ভবেন্নারী চতুর্থেঽহনি তদ্দিনাৎ।
আষোড়শ দিনাদ্রাজন্নৃতুকাল উদীরিতঃ। ১১।
জায়তে চ পুমাং স্তত্র যুগ্মকে দিবসে পিতঃ।
অযুগ্ম দিবসে নারী জায়তে পুরুষর্ষভ। ১২।
ঋতুস্নাতাতু কামার্ত্তা মুখং যস্য সমীক্ষ্যতে।
তদাকৃতিঃ সন্ততিঃ স্যাত্তৎ পশ্যেদ্ভর্ত্তুরাননং। ১৩।
তদ্রেতো যোনিরক্তেন যুক্তং ভর্ত্তুর্মহামতে।
দিনেনৈকেন কললং জরায়ু পরিবেষ্টিতম্।

হে মহারাজ! তৎপরে ঋতু কাল হইতে যথা সময়ে স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সহযোগ হইলে ঐ সময়ে শুক্র যদি স্ত্রীগর্ভে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা অর্থাৎ ঐ শুক্রের সহিত জীব গর্ভ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাস করিতে থাকে। ১০।

হে রাজন্! নারীগণ ঋতুকাল হইতে চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া শুচি হইয়া থাকে, এবং তদবধি ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত ঋতুমতী থাকে ঐ ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের সন্তানোৎ পত্তির সময় অর্থাৎ ঋতুকাল হইতে ষোড়শ দিবস মধ্যে স্ত্রী পুরুষ সহযোগ দ্বারা স্ত্রীগর্ভে শুক্র পতন হইলে সন্তান উৎপত্তি হইবেই হইবে। ১১।

হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ পিতঃ! শ্রবণ কর, উক্ত ষোড়শ দিবস মধ্যে সন্তান উৎপন্নের সময়, তন্মধ্যে বিশেষ এই যে যুগ্ম দিবসে স্ত্রীগর্ভে শুক্র পতন হইলে তদ্দ্বারা পুত্র জন্মিয়া থাকে। এবং অযুগ্ম দিবসে স্ত্রীগর্ভে রেতঃ পতন হইলে তাহাতে নিশ্চয় কন্যার উৎপত্তি হইবে। ১২।

নারীগণ কামার্ত্তা হইয়া ঋতু স্নানানন্তর যাহার মুখাবলোকন করে, তাহার ন্যায় সন্তান জন্মায়, এই কারণেই বিশেষ ব্যবহার আছে যে স্ত্রীলোকেরা ঋতু স্নান করিয়া অগ্রে স্বামীর মুখাবলোকন করিয়া থাকে। ১৩।

এই রূপে স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সহবাস দ্বারা স্বামীর শুক্র যখন পত্নীর গর্ভে

ততঃ পঞ্চদিনে নৈব বুদ্বুদাকারতামিয়াৎ। ১৪।
যাতু চর্ম্মাকৃতিঃ সূক্ষ্ম জরায়ুঃ সনিপদ্যতে।
শুক্র শোণিতয়োর্যোগ স্তস্মিন্ সংজায়তে ততঃ।
তত্র গর্ভে ভবেদ্যস্মাত্তেন প্রোক্তো জরায়ুজঃ। ১৫।
ততস্তৎ সপ্তরাত্রেণ মাংসপেশী ত্বমাপ্নুয়াৎ।
পক্ষমাত্রেণ সা পেশী তচ্ছোণিত পরিপ্লুতা। ১৬।
ততশ্চাঙ্কুর উৎপন্নঃ পঞ্চবিংশতি রাত্রিষু।
স্কন্ধ গ্রীবা শিরঃ পৃষ্ঠোদরানি চ মহামতে।
পঞ্চধাঙ্গানি জায়ন্তে এবং মাসেন চক্রমাৎ। ১৭।

প্রবেশ করে তখনই ঐ শুক্র স্ত্রী শোণিতে মিলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কলল অর্থাৎ গর্ভাবরণ চর্ম্ম দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। ফলতঃ প্রথম দিবসেই উহা জরায়ু বদ্ধ হয় পরে পাঁচদিন এই রূপে থাকিয়া বুদ্বুদাকার অর্থাৎ তখন প্রকৃত জলবিম্বের ন্যায় উহার আকার হইয়া থাকে। ১৪।

জরায়ুর আকৃতি অতিসূক্ষ্ম চর্ম্মের ন্যায়, ঐ চর্ম্ম শুক্র এবং শোণিতকে বেষ্টন করিয়া গর্ভ মধ্যে অবস্থিতি করে। ঐ শুক্র এবং শোণিত জরায়ুর মধ্যস্থিত থাকিয়া ক্রমশঃ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সমস্ত কারণেই মনুষ্য ও পশ্বাদিকে জরায়ুজ কহে। ১৫।

সাত দিবস এই রূপে বুদ্বুদাকার থাকিয়া অনন্তর ঐ শুক্র শোণিত মাংস পেশীরূপে পরিণত হয়। তৎপরে ক্রমাগত পনের দিবস এই রূপে শোণিত দ্বারা আবৃত হইয়া মাংস পেশী ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৬।

হে মহামতি শৈলেন্দ্র! জরায়ুজ জীব উৎপত্তির কি আশ্চর্য্য নিয়ম দেখুন, পঞ্চবিংশতি দিবসে উহার অঙ্কুর অর্থাৎ মনুষ্য আকারের উৎপত্তি হয়, পরে এক মাসানন্তর কোন কোন অঙ্গের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ স্কন্ধ, গলদেশ, মস্তক, পৃষ্ঠ এবং উদর এই পাঁচটী অঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৭।

দ্বিতীয়ে মাসি জায়ন্তে পাণিপাদা দয়স্তথা।
অঙ্গানাং সন্ধয়ঃ সর্ব্বে তৃতীয়ে সম্ভবন্তিহি। ১৮।
অঙ্গুল্যশ্চাপি জায়ন্তে চতুর্থেমাসি সর্ব্বতঃ।
রক্তব্যাপ্তিশ্চ জীবস্য তস্মিন্নেব হি জায়তে। ১৯।
ততশ্চলন্তি গর্ভোঽপি জনন্যা জঠরেস্থিতঃ।
নেত্রং কর্ণস্তথা নাসা জায়ন্তে মাসি পঞ্চমে।
তথাপি তন্মুখং শ্রোণী গুহ্যং তস্মিন্নজায়তে। ২০।
পায়ুর্ম্মেঢ্রমুপস্থঞ্চ কর্ণছিদ্র দ্বয়স্তথা।
জায়তে মাসি ষষ্ঠেতু নাভিশ্চাপি ভবেৎনৃণাং। ২১।
সপ্তমে কেশরোমাদ্যা জায়ন্তে চ তথাষ্টমে।
বিভক্তা বয়বত্বঞ্চ জায়তে গর্ভমধ্যতঃ। ২২।
বিহায় শ্মশ্রু দন্তাদীন্ জন্মান্তর সমুদ্ভবান্।

দ্বিতীয় মাসে হস্ত পদাদি অঙ্গ সমুদায়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এবং তৃতীয় মাস উপস্থিত হইলে ঐ হস্ত পদাদির সন্ধি সকল পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য্যোপযুক্ত হয়। ১৮।

চতুর্থ মাস গর্ভাবস্থার পরিমাণ হইলে হস্ত পদাদির অঙ্গুলি সকল পরস্পর যোজনা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রক্তের সঞ্চারাদি হইতে থাকে। ১৯।

অনন্তর পাঁচ মাস গর্ভ হইলে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, নিতম্বদেশ এবং গুহ্য জন্মিয়া তখন প্রায় প্রকৃত মানবাকার হইয়া উঠে। এই রূপে জীব, জননীর গর্ভ মধ্যে থাকিয়া দিন দিন বৃদ্ধিপাইতে থাকে। ২০।

অতঃপর গর্ভের ছয়মাস পূর্ণ হইলে গুহ্য ও তাহার ছিদ্রাদি এবং স্ত্রী পুরুষ চিহ্ন, কর্ণের ছিদ্রদ্বয়, ও নাভি চিহ্নাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ২১।

সপ্তম মাসে পতিত হইলে কেশ, লোম প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে, এবং অষ্টম মাসে সন্তানের গর্ভ মধ্যে সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি পৃথক হইয়া সম্পূর্ণ

সমস্তাবয়বাস্তত্র জায়ন্তে ক্রমশঃ পিতঃ। ২৩।
নবমে মাসি জীবস্তু চৈতন্যং সর্ব্বতো লভেৎ।
মাতৃভুক্তানুসারেণ বর্দ্ধতে জঠরে স্থিতঃ। ২৪।
প্রাপ্যাপি যাতনাং ঘোরাং ন হৃষ্যতি স্বকর্ম্মতঃ।
স্মৃত্বা প্রাক্তন দেহোত্থ কর্ম্মাণি বহু দুঃখতঃ। ২৫।
মনসা বচনং ব্রূতে বিচার্য্য স্বয়মেব হি।
এবং দুঃখ মনুপ্রাপ্য ভূয়োজন্ম লভেৎক্ষিতৌ। ২৬।
অন্যায়েনার্জ্জনং বিত্তং কুটুম্ব ভরণং কৃতং।
নারাধিতা ভগবতী দুর্গা দুর্গতি হারিণী ২৭।

মনুষ্যাকারে পরিণত হয়,তখন আর কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য বোধ হয় না। ২২।

হে পিতঃ কেবল শ্মশ্রু, গোঁফ, ও দন্ত, গর্ভ মধ্যে প্রকাশিত হয়না, বয়সানুসারে এই সকল ক্রমশঃ উৎপত্তি হয়, এই রূপে অন্যান্য সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ভিন্ন ভিন্ন আকারে অষ্টম মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ২৩।

তদনন্তর নবম মাস গর্ভ উপস্থিত হইলে জীব সর্ব্বতোভাবে চৈতন্য লাভ করে এবং আহার করিবার অভিলাষ জন্মায়, তখন মাতার ভোজনানুসারে তাহার রসাস্বাদনপূর্ব্বক গর্ভ মধ্যে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ২৪।

গর্ভস্থ জীব এই রূপে যদিও চৈতন্য লাভ করিয়া মাতার আহারের রসাস্বাদন করে তথাপি তাহাতে সুখী নয় ঘোরতর গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া নিজ কর্ম্ম বশতঃ কিছুমাত্র আনন্দ উপলব্ধি করেনা, প্রত্যুত পূর্ব্বজন্মের দেহ সম্বন্ধীয় নানাবিধ কর্ম্মাদি স্মরণ করিয়া বহু দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। ২৫।

এবং গর্ভস্থ জীব স্বয়ং মনে মনে এই সকল বিষয় বিচার করিয়া এইরূপ বলিতে থাকে, যে আমি এইরূপ কার্য্য করিয়াছি তন্নিমিত্তই দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতেছি। ২৬।

আমি পূর্ব্ব জন্মে যে কত দুষ্কৃতির কার্য্য করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য, বোধ হয় নিশ্চয়ই অন্যায়াচরণ পূর্ব্বক অনেক অর্থ উপার্জ্জন দ্বারা

যদ্যস্মান্নিষ্কৃতির্মে স্যাৎ গর্ভ দুঃখাত্তদা পুনঃ।
বিষয়ান্না সুসেবিষ্যে বিনা দুর্গাং মহেশ্বরিং।
নিত্যাং তামেব ভক্ত্যাহং পূজয়েৎ যত্নমানসঃ। ২৮।
বৃথা পুত্র কলত্রাদি বাসনা বসতোহ্‌সকৃৎ।
নিবিষ্টঃ সংস্মর ন্নিত্যং কৃতবানাত্ম মায়য়া। ২৯।
তস্যেদানীং ফলং ভুঞ্জে গর্ভ দুঃখং দুরাসদং।
তন্নভূয়ঃ করিষ্যামি বৃথা সংসার সেবনং। ৩০।

স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারদিগের ভরণ পোষণ করিয়াছি, অধিক কি অর্থসাধন জন্য যে সকল কার্য্য করিয়াছি তাহার সদসৎ বিবেচনা না করিয়া কতশত ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি এবং তদ্দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া যাহাতে পুত্র কলত্রাদি সুখে অবস্থান করে তাহাতেই দিবানিশি ভ্রমণ করিতে ত্রুটি করি নাই। ফলতঃ নিরবচ্ছিন্ন অর্থের দাসত্ব করিয়া সময় যাপন করিয়াছি। কিন্তু একবার ভ্রমেও সেই দুর্গতিনাশিনী ভগবতী দুর্গাকে ভক্তিযোগে আরাধনা করিনাই, সেই কর্ম্মফলে এই ঘোর যন্ত্রণা উপভোগ করিতেছি। ২৭।

আমি যদ্যপি এইবার এই ভয়ানক গর্ভযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাই, তাহা হইলে একান্ত ভক্তিসহকারে দুর্গতিনাশিনী মহামায়া দুর্গার পূজা ও বিবিধ রূপে আরাধনা না করিয়া আর কদাচ বিষয় ভোগে রত থাকিব না, আমি রিপুপরতন্ত্র না হইয়া কেবল সেই ত্রিকাল স্থায়িনী মহামায়া জগদম্বাকে ভক্তি পূর্ব্বক যত্নসহকারে হৃদয়মন্দিরে উপবেশন করাইয়া প্রতিদিন অর্চ্চনা করিব এবং পূর্ব্বের দুষ্কৃতির জন্য অনুতাপ করিতে ত্রুটি করিব না। ২৮।

এক্ষণে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে নিরন্তর স্ত্রী পুত্রদিগের পরামর্শের বশীভূত হইয়া কেবল তাহাদের অনুবৃত্তি করিয়াছি, এবং তাহাতে একান্ত নিবিষ্টচিত্ত হইয়া যে কেবল তাহাদেরই বিষয় চিন্তা করিয়া আপনার অহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, নিরবচ্ছিন্ন সেই কারণেই আমার এইরূপ গর্ব্ভযন্ত্রণা ভোগ হইতেছে সন্দেহ মাত্র নাই। ২৯।

ইত্যেবং বহুধা দুঃখ মনুভূয়ঃ স্বকর্ম্মতঃ।
আন্তেযন্ত্র বিনিষ্পিষ্টঃ পতিতঃ কুক্ষিবর্ত্মনা। ৩১।
সূতিবাত বশাদেব নরকাদিব পাতকী।
মেধোসৃক্‌প্লুত সর্ব্বাঙ্গো জরায়ু পরিবেষ্টিতঃ। ৩২।
ততো মম্মায়য়া মুগ্ধ স্তানি দুঃখানি বিস্মৃতঃ।
অকিঞ্চিৎকরতাং প্রাপ্য মাংসপিণ্ডেহ্যবস্থিতঃ। ৩৩।
সুষুম্না পিহিতা নাড়ী শ্লেষ্মা চ যাবদেব হি।
সুব্যক্তং বচনং তাবদ্বক্তুং বালো ন শক্যতে। ৩৪।

সেই কারণেই হউক বা নানা বিধ অহিতাচরিত কার্য্যদোষেই হউক এই ভয়ঙ্কর গর্ত্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, কিন্তু এবারে বিলক্ষণ সতর্ক হইয়া আর পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিব না আর আমি সংসারে আবদ্ধ থাকিয়া বিষয়ভোগ লালসায় বৃথা সময় কদাচ নষ্ট করিব না। ৩০।

এই রূপে জীব গর্ভ মধ্যে পূর্ব্বজন্মের যাবদীয় নিজকর্ম্মের ফল বিবেচনা করিয়া বিস্তর অনুতাপ পূর্ব্বক গর্ত্তস্থ জীব গর্ভ মধ্যস্থ যন্ত্র দ্বারা চালিত হইয়া পরিশেষে কুক্ষিমার্গে গমন করে। ৩১।

পরে দশ মাস উপস্থিত হইলে যথা সময়ে পাতকী ব্যক্তি যেমন নরক হইতে উদ্ধার হইয়া থাকে, জীবগণও সেই রূপ সূতিবায়ু বশে চর্ব্বি, লালা ও রক্তাদিতে পরিপ্লুত ও সর্ব্বাঙ্গে জরায়ু বেষ্টিত হইয়া মহাপাপীর ন্যায় ভূতলে জন্ম গ্রহণ করে অর্থাৎ জীব গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। ৩২।

অনন্তর আশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণ কর, জীবগণ ভূতলে পতিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ আমার মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া সমুদয় গর্ভযন্ত্রণা ও পূর্ব্বের অনুতাপাদি এবং জন্মান্তরীয় সদসৎ কার্য্যাদি এককালে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া যায়। এবং এই পৃথিবীতে মাংস পিণ্ডাকৃতি রূপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ৩৩।

এই প্রকারে ভূমিষ্ঠ বালক কতক দিবস ঐ অবস্থায় যাপন করে কোন রূপে আত্ম অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারে না অর্থাৎ যতদিন সুষুম্না (মেরুদণ্ডের

স গন্তুং নাপি শক্নোতি বন্ধুভিঃ পরিরক্ষিতঃ।
যথেষ্টং ভাষতে বাক্যং গচ্ছতোঽপি সুদূরতঃ। ৩৫॥
ততশ্চ যৌবনোদ্রিক্তঃ কাম ক্রোধাদি সংযুতঃ।
কুরুতে বিবিধং কর্ম্ম পাপপুণ্যাত্মকং পিতঃ। ৩৬।
কুরুতে কর্ম্ম তন্ত্রাণি দেহ ভোগার্থমেব হি।
সদেহঃ পুরুষো ভিন্নঃ পুরুষঃ কিং সমশ্নুতে। ৩৭।
প্রতিক্ষণং ক্ষয়ত্যায়ুশ্চলং পদ্মাম্বু তোয়বৎ।
স্বপ্নোপমং মহারাজ সর্ব্বং বৈষয়িকং সুখং। ৩৮।

বাহ্যে ইড়া পিঙ্গলা নড়ী মধ্যস্থ নাড়ী বিশেষ) নামক নাড়ীশ্লেষ্মা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, ততদিন সেই বালক সুস্পষ্ট বাক্যাদি বলিতে সমর্থ হয়না। ৩৪।

তৎকালে সর্ব্বদা আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণ নিকটে থাকিয়া উঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকে তখন তাহার গমনাগমনের শক্তি হয়না। অনন্তর সেই বালক যথেচ্ছা ক্রমে নিরর্থক অস্পষ্ট বাক্যাদি প্রয়োগ করিতে থাকে, ও হস্ত পদাদি সংযোগে গতায়াত করিতে শিক্ষা করে। ৩৫।

হে পিতঃ এই রূপে জীবগণ বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যখন যৌবন কালে পদার্পণ করে, তখন ক্রমশ: কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, এই ছয় রিপু আসিয়া উঁহাদিগকে আশ্রয় করে, তৎসময় হইতে জীবগণ নানা প্রকার সৎ ও অসৎ অর্থাৎ পাপ পুণ্য জনক কার্য্য করিতে থাকে কিন্তু উক্ত রিপুগণের বশীভূত হইয়া তদনুযায়ি কার্য্যই অধিকাংশ নির্ব্বাহ করে, সুতরাং ক্রমে পাপকর্ম্মানুষ্ঠানে অনুরক্ত হইয়া দিনযামিনী অতিবাহিত করিয়া এমন দুর্লভ জন্ম বিফলে ক্ষেপণ পূর্ব্বক মানবলীলা সম্বরণ করে। ৩৬।

ফলতঃ জীবগণ যৌবন মদে মত্ত হইয়া দেহের ভোগের নিমিত্ত নানা প্রকার কুকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু সেই দেহ যে পুরুষ হইতে ভিন্ন ইহা একবারও মনে করেনা। বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধগম্য হইবে যে দেহের ভোগ হইলে পুরুষ তাহার কিছুমাত্র উপভোগ করেনা। ৩৭।

তথাপি ন ভবেদ্বাপি রতিমানস্য দেহিনঃ।
নচেত্ত্যদ্বীক্ষ্যতে দেহী মোহিতো মম মায়য়া। ৩৯।
বীক্ষন্তে কেবলং ভোগং তত্র শাশ্বত জীবিনং।
অকস্মাৎ গ্রসতে কালঃ পূর্ণেচায়ুষি ভূধরঃ। ৪০।
যথা ব্যালোঽন্তিকং প্রাপ্তং মণ্ডূকং গ্রসতেক্ষণাৎ।
হা হন্ত জন্মৈস্তদপি বিফলং জাত মেব হি॥ ৪১॥

হে মহারাজ! পত্রের উপরি ভাগে যাদৃশ জলবিন্দু পতিত হইলে অতি অল্পক্ষণ মাত্র স্থিতি করে, তাদৃশ পরমায়ুও জীবদেহে অল্প কাল মাত্র স্থিতি করে অর্থাৎ দিন দিন ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব হে গিরিরাজ! বিলক্ষণ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বৈষয়িক সমুদয় সুখ সম্ভোগাদি যে স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইবে তাহার আর সংশয় মাত্র নাই। ৩৮।

তবে যে জীব সমূহ অল্পকালের জন্য বিষয় সুখে মত্ত হইয়া কালযাপন করে ইহার কারণ এই যে দেহীগণ আমার মায়ায় আবদ্ধ হইয়া এই সংসারের যাবদীয় বিষয় সুখ যে ক্ষণস্থায়ী ইহা একবার ভ্রমেও মনে করেনা, এবং অহংকারাদি রিপুগণের বশীভূত হইয়া হিতাহিত কিছুই লক্ষ্য করেনা। ৩৯।

হে পিতঃ! এতদ্রূপে জীবগণ নিরন্তর সুখ ভোগ বাসনাদিতে মত্ত থাকে, এবং অহঙ্কার ও দম্ভাদিতে প্রমত্ত থাকিতে থাকিতে ক্রমে অকালেও আয়ুঃ-শেষ হয় তখন অকস্মাৎ সকল আসার বিচ্ছেদকারি মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্বীয় ভয়ঙ্কর কবলে কবলিত করে। ৪০।

যে রূপ কাল সর্প, নিকটে ভেক প্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ গ্রাস করে, তদ্রূপ সেই মৃত্যু আসিয়া ভেক রূপ জীবকে অনায়াসে গ্রাস করে, দেহীগণ দেহত্যাগ করিবার সময়ে সেই ভয়ানক কালরূপ দর্শন করিয়া বলিতে থাকে হায়! আমি কি করিলাম আমার জন্ম বিফলে গেল, কেবল যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য কি আমি এমন দুর্ল্লভ মানব দেহ ধারণ করিয়াছিলাম, হায়! আমায় ধিক্, বহু তপস্যার্জ্জিত মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া ভববন্ধন মোচনের একমাত্র উপায় যে হরিনাম তাহা না করিয়া অনর্থক বৃথা বাক্য নিঃসারণ পূর্ব্বক অকালে

এবং জন্মান্তরমপি বিফলং জায়তে তথা।
নিষ্কৃতির্ব্বিদ্যতে নৈব বিষয়ানন্দ সেবিনাং। ৪২॥
তস্মাৎ জ্ঞান বিচারেণ ত্যক্তা বৈষয়িকং সুখং।
শাশ্বতৈশ্বর্য্য মিচ্ছন্ হি মদর্চ্চন পরোভবেৎ।
তদৈব জায়তে ভক্তিরিয়ং ব্রহ্মাণি নিশ্চলা। ৪৩।
দেহাদিভ্যঃপৃথক্তেন নিশ্চিত্যাত্মানমাত্মনা।
দেহাদি মমতাং মিথ্যা জ্ঞানজাং পরিসংত্যজেৎ॥ ৪৪।

কালগ্রাসে পতিত হইলাম। ইত্যাদি নানা প্রকার অনুতাপ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ৪১।

এই প্রকারে জীব পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া পুনশ্চ বিষয় ভোগে লিপ্ত থাকিয়া আবার মৃত্যুকালে নানা প্রকার অনুতাপ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, তথাপি জীবগণ ইহা হইতে কোন মতেই নিষ্কৃতি লাভ করিতে চেষ্টা করেনা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গণের দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া ক্রমাগত পাপকার্য্যে রত থাকে, জঠর যন্ত্রণার মোচন কারী যে পরাৎপর পরব্রহ্ম হরি তাঁহাকে দিনান্তেও একবার ডাকেনা ও আমাকেও উপাসনা করেনা এবং পাপাচরণ করিতে কিছু মাত্র ও ভীত হয়না, সুতরাং কেবল জন্ম মৃত্যুর বশীভূত হইয়া এই দুঃখের আকর সংসারে বার বার গতায়াত করিতে থাকে। ৪২।

সেই জন্য বলিতেছি মহারাজ, জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরা বিলক্ষণ পর্য্যালোচনা করিয়া ক্ষণভঙ্গুর বিষয় ভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিবে, এবং চিরস্থায়ী ঐশ্বর্য্য পাইবার বাঞ্ছা (যে ঐশ্বর্য্যের কখন হ্রাস হয়না) করিয়া আমাব পূজা ও আরাধনা করিতে তৎপর হইবে। তাহা হইলে সেই অর্চ্চনাদি হইতে আমার প্রতি নিশ্চলা ভক্তির উদয় হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার প্রতি যে নিশ্চলা ভক্তি. কেবল আমার পূজা ও আমার সেবায় নিয়ত নিযুক্ত নাথাকিলে কদাচ সেই ভক্তির উৎপত্তি হয়না। ৪৩।

আপনি আপনার দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক করিতে হইলে প্রথমে

পিতস্তং যদি সংসার দুঃখান্নিবৃতি মিচ্ছসি।
তদারাধয় মাং ভক্ত্যা ব্রহ্মরূপং সমাশ্রিতঃ। ৪৫।

ইতিশ্রীমহাভাগবতে শ্রীভগবতী গীতা সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীভগবতী গীতায়াং তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

বুদ্ধির স্থিরতা আবশুক, পরে তদনুযায়ি কার্য্য করিয়া ঐ বুদ্ধির স্থির হইলে জীব আপনা হইতেই দেহের মমতা ত্যাগ করিতেপাবে, এবং এই দেহকে অসার ও মিথ্যা জ্ঞান করিতে সক্ষম হয়। ৪৪।

হে পিতঃ যদি তুমি সংসারদুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে পবিত্র রূপে ভক্তি পূর্ব্বক ব্রহ্মরূপ চিন্তা করিয়া আমার আরাধনা কর, যথার্থ রূপে আমার উপাসনা করিতে পারিলেই নিশ্চয় সংসার হইতে নিস্তার পাইবে সন্দেহ মাত্র নাই। ৪৫।

ইতি শ্রীমহাভাগবতে ভগবতী গীতা সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে ষোড়শ অধ্যায়ের সাধুভাষার্থ সম্পূর্ণ।

ইতি শ্রীভগবতী গীতাব তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

হিমালয় উবাচ।

অনাশ্রিতানাং ত্বাং দেবীং মুক্তিশ্চৈবৈবিদ্যতে।
কথং সমাশ্রয়েৎ ত্বাং তৎ কৃপয়া ব্রূহি মে তদা॥ ১॥
সংধ্যেয়ং কিদৃশং রূপং মাতস্তব মুমুক্ষুভিঃ।
ত্বয়ি ভক্তিঃ পরা কার্য্যা দেহ বন্ধ বিমুক্তয়ে॥ ২॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
তেষামপি সহস্রেষু কোপি মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ। ৩।

হিমালয়, পার্ব্বতীর মুখে জীবগণের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন হেমাতঃ আপনার উপদেশ শ্রবণগোচর করিয়া প্রতীতি হইল যে ত্রিসংসার-মধ্যে আপনিই সার পদার্থ, আপনার ধ্যান, আপনার পূজা প্রভৃতি আরাধনা ব্যতিরেকে জীবের আর গত্যন্তর নাই এবং দুর্লভ মানবদেহ ধারণ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি তোমাকে আশ্রয় না করিয়া বিষয়মদে মত্ত থাকে, সেই ব্যক্তির পক্ষে মুক্তি পথের পথিক হইয়া কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। অতএব হে শৈলসুতে! কি নিয়মে তোমাকে আশ্রয় করিতে হয়, তাহা আমি বিশেষ অবগত নহি, অতএব যে উপায়ে তোমাকে আশ্রয় করিলে ভববন্ধন মোচন হয়, কৃপা করিয়া তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। ১।

হে জগৎজননি! যোগীগণ মুক্তিইচ্ছা করিয়া দেহরূপ বন্ধন হইতে নিস্তার পাইবার জন্য তোমার কোন্ রূপ ধ্যান করিয়া থাকে ইহা শ্রবণ করিতে আমার যারপর নাই অভিলাষ হইয়াছে, অতএব কৃপা পূর্ব্বক তাহার আদ্যোপান্ত আমার নিকট বর্ণন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। ২।

রূপং মে নিষ্কলং সূক্ষ্মং বাচাতীতং সুনির্ম্মলং।
নির্গুণং পরমং জ্যোতিঃ সর্ব্ব ব্যাপ্যেক কারণং ॥ ৪ ॥
নির্ব্বিকল্পং নিরারম্ভং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং।
ধ্যেয়ং মুমুক্ষুভিস্তাত দেহবন্ধ বিমুক্তয়ে ॥ ৫ ॥
অহং মতি মতাং তাত সুমতিঃ পর্ব্বতাধিপ।
পৃথিব্যাঃ পুণ্যগন্ধোঽহং রসোঽপ্সু শশনি প্রভা ॥ ৬ ॥

পার্ব্বতী, হিমালয়ের এই প্রকার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিলেন হে পিতঃ! আপনি জ্ঞাপনেচ্ছু হইয়া যদ্বিষয় ব্যক্ত করিতে কহিলেন, তাহা অতিশয় দুরূহ। ফলতঃ আমার আরাধনা করা সহজ ব্যাপার নহে। যে সমস্ত মানবগণ বিষয়সুখে জলাঞ্জলি দিয়া আমার আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সহস্র ব্যক্তির মধ্যে একজন মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্ত আমাকে বিশেষ যত্নসহকারে উপাসনা করিয়া থাকে। আবার সেই বিশেষ যত্নকারি উপাসকগণে রসহস্রের মধ্যে কোন ব্যক্তি যথার্থরূপে আমাকে জানিতে পারে। ৩।

হে পিতঃ! আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমার কোন্ রূপ ধ্যান করিলে ভববন্ধন মোচন হয়, অতএব তদ্বিষয় কিয়দংশ বলিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। আমার সেই রূপ অতি সূক্ষ্ম ও কলঙ্করহিত, বাক্যাতীত, নির্ম্মল, নির্গুণ, সর্ব্বব্যাপী এবং জগতের একমাত্র কারণ তেজোময় পদার্থ।৪।

হে শৈলরাজ! আমার রূপের হ্রাস বৃদ্ধি নাই, আমার রূপের আদি অন্ত নাই, আমি সর্ব্বত্র সমভাবে নিত্যানন্দময় রূপে বিরাজ করিয়া থাকি, মুক্তি-ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ দেহরূপ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত যে আমার সেই তেজোময় রূপ সতত ভক্তিসহকারে চিন্তা করিয়া থাকে তাহাদের পক্ষে ভব-বন্ধন মোচন অনায়াস সাধ্য বলিয়া জানিবে। ৫।

হে পিতঃ! আপনাকে আর অধিক কি বলিব, আমি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-দিগের বুদ্ধি এবং এই সমস্ত পৃথিবীর পুণ্যরূপ গন্ধও আমি, আমি জলের রস এবং চন্দ্রের কিরণও আমা ভিন্ন কিছুই নয়। অতএব আমাকে সর্ব্ব-প্রধানা বলিয়া জানিবেন। বস্তুতঃ ত্রিজগৎ সংসার মধ্যে আমা হইতে শ্রেষ্ঠ

তপস্বিনাং তপশ্চাস্মি তেজশ্চাস্মি বিভাবসোঃ।
কাম রাগাদি রহিতং বলিনাং বলমস্ম্যহং ॥ ৭ ॥
সর্ব্ব কর্ম্মসু রাজেন্দ্র কর্ম্ম পুণ্যাত্মকং তথা।
ছন্দসামপি গায়ত্রী বীজানাং প্রণবোস্ম্যহং।
বিরুদ্ধোঽধর্ম্মৈঃ কামোস্মি সর্ব্বভূতেষু ভূধর ॥ ৮ ॥
এবমন্যেপি যে ভাবাঃ সাত্ত্বিকা রাজসা স্তথা।
তামসা মত্ত উৎপন্না মদধীনাশ্চ তে ময়ি ॥ ৯ ॥
নাহং তেষামধীনাস্মি কদাচিৎ পর্ব্বতর্ষভ।
এবং সর্ব্বগতং রূপ মদ্বৈতং পরমব্যয়ং ॥ ১০ ॥
ন জানন্তি মহারাজ মোহিতা মম মায়য়া।

পদার্থ এবং আমার অরাধনা ভিন্ন জীবের পরম গতি কিছুই নাই। ৬।

যে সকল মহাত্মা ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব সুখের জন্য ব্যতিব্যাস্ত না হইয়া অনন্ত সুখের প্রত্যাশায় নিরবচ্ছিন্ন আমারই তপস্যায় দিনযামিনী অতিবাহিত করে আমি সেই সমস্ত তপস্বীদিগের তপস্যা, আমি প্রচণ্ড সূর্য্যের কিরণ, এবং বলবান্ ব্যক্তিদিগের কাম ক্রোধ রহিত পবিত্র বলই আমি। ৭।

হে রাজেন্দ্র! আমি সমস্ত ক্রিয়া কলাপের পুণ্য এবং আমিই সমস্ত ছন্দের মধ্যে গায়ত্রীচ্ছন্দ, এবং আমি সমস্ত বীজের মধ্যে প্রণব অর্থাৎ ওঁকার,। হে পিতঃ! আমি প্রাণীগণের হৃদয়ে অধর্ম্ম রহিত কামনারূপে স্থিতি করিয়া থাকি অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি কেবল আমার অরাধনায় কাল-যাপন করে, আমি তাহাদিগের হৃদয়সিংহাসনে অবস্থান পূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্ম পথেই পরিচালনা করিতে ক্রটি করি না। ৮।

এতদ্ভিন্ন সত্ব, রজ এবং তম এই সমস্ত গুণই আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ঐ সকল গুণও আমার অধীন বলিয়া জানিবে। ৯।

হে গিরিরাজ! আপনি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন যে জগৎসংসার মধ্যে সত্ব রজ তম এই ত্রিগুণ মধ্যে কোন গুণের অধীন নয় এমন ব্যক্তির

যে ভজন্তি চ মাং ভক্ত্যা মায়ামেতাং তরন্তিতে ॥ ১১ ॥
সৃষ্ট্যর্থ মাত্মনো রূপং ময়ৈব স্বেচ্ছয়ার্পিতং।
ভূতং দ্বিধা নগশ্রেষ্ঠ পুমান্ স্ত্রী চ বিভেদতঃ ॥ ১২ ॥
শিবঃ প্রধানঃ পুরুষঃ শক্তিশ্চ পরমা শিবা।
শিব শক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম যোগিনস্তত্ত্ব দর্শিনঃ।
বদন্তি মাং মহারাজ তত্ত্ববিত্তু পরাৎপরং ॥ ১৩ ॥
সৃজামি ব্রহ্মরূপেণ জগদেতচ্চরাচরং।
সংহরামি মহারুদ্র রূপে নান্তে নিজেচ্ছয়া ॥ ১৪ ॥

স্বভাব, কিন্তু আমি কদাচ তাহাদের অধীনা নহি, আমি সর্ব্বদা সকল প্রাণীগণের হৃদয়ে অদ্বিতীয় ও অক্ষয় রূপে বাস করিয়া থাকি। ১০।

হে মহারাজ! যদিও জীবগণের হৃদয়ে আমি সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া থাকি বটে তথাপি তাহারা আমার মায়ায় আবদ্ধ হইয়া কোন রূপে আমাকে জানিতে পারে না। কিন্তু যাহারা কায়মনো বাক্যে ভক্তি পূর্ব্বক কেবল আমার উপাসনা করে তাহারা অনায়াসে সেই মায়া হইতে নিস্তার পাইয়া ক্রমে আমাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়, সুতরাং সেই সকল ব্যক্তি পরিণামে যে মুক্তি লাভ করে তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই। ১১।

হে গিরিশ্রেষ্ঠ! আমি সৃষ্টি রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার রূপ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি, তাহার মধ্যে এক ভাগে পুরুষ ও অপর ভাগে নারীর উৎপত্তি হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ক্রমে সৃষ্টির বৃদ্ধি হইতেছে। ১২।

দেবাদিদেব মহাদেব তিনিই পরম পুরুষ এবং তৎপত্নী ভবানী আমিই শ্রেষ্ঠা শক্তি রূপা। সেই কারণে তত্ব দর্শী পরম যোগী পণ্ডিতগণ, পরম পুরুষ রূপী মহাদেবকে এবং শক্তি রূপা আমাকে ব্রহ্ম রূপে ধ্যান করিয়া থাকে। হে পিতঃ কেবল এই কারণেই কৃতবিদ্য বিচক্ষণ মহোদয়গণ আমাকে পরাৎপর পরমেশ্বরী অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ রূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। ১৩।

হে গিরীন্দ্র পিতঃ! আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে আমি ব্রহ্মারূপে এই

দুর্ব্বৃত্ত শমনার্থায় বিষ্ণুঃ পরম পুরুষঃ।
ভূত্বো জগদিদং কৃৎস্নং পালয়ামি মহামতে॥ ১৫ ॥
অবতীর্য্য ক্ষিতৌ ভূয়ো ভূয়ো রামাদিরূপতঃ।
নিহত্য দানবান্ পৃথ্বীং পালয়ামি মহামতে॥ ১৬ ॥
রূপং শক্ত্যাত্মকং তাত প্রধানং যত্র চ স্মৃতিঃ।
যতস্তয়া বিনা পুংসঃ কার্য্যং দেহাত্মনাস্থিতং। ১৭।
রূপেণৈতানি রাজেন্দ্র তথা কন্যাদিকানি চ।
স্থূলানি বিদ্ধি সূক্ষ্মমন্তে পূর্ব্বমুক্তং তবালয়ে। ১৮।

চরাচর স্থাবর জঙ্গম বিশিষ্ট ভূমণ্ডল রজোগুণে সৃজন করিয়াছি এবং প্রলয় কালে মহারুদ্র রূপে এই সমস্তই ইচ্ছানুক্রমে ধ্বংস করিয়া থাকি। ফলতঃ এই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কার্য্য আমিই করিয়া থাকি এবং ইহার যথা সময়ে মহাপ্রলয় অর্থাৎ সর্ব্বধ্বংস আমি ভিন্ন আর কেহই করে না। ১৪।

হে মহামতি গিরিরাজ! আমি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের রক্ষা করিবার নিমিত্ত পরম পুরুষ সেই বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়া এই সমস্ত চরাচর ব্রহ্মাণ্ড বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক পালন করিয়া থাকি। ১৫।

হে পিতঃ! আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন যে আমিই ত্রেতাযুগে নবদূর্ব্বা-দলশ্যাম রামরূপে এবং দ্বাপর যুগে ত্রিভুবন মনোমোহন দ্বিভুজ মুরলী ধর শ্যাম সুন্দর কৃষ্ণরূপ প্রভৃতি নানা প্রকার অবতার হইয়া বারংবার পৃথিবীতলে আগমন পূর্ব্বক দুর্বৃত্ত দানব ও রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া পৃথিবী প্রতি পালন করি ও ভক্তগণের মনোরথ পূর্ণ কবিয়া থাকি। ১৬।

হে পিতঃ! আমি শক্তি রূপা, মনুষ্যের স্মরণ শক্তি আমা ব্যতিরেকে কখনই উদয় হয় না, পণ্ডিতেরা আমার ঐ শক্তি রূপকে সর্ব্ব প্রধানা বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন, আপনি বিলক্ষণ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন যে মনুষ্য-গণ ঐ শক্তি ব্যতিরেকে কোন কর্ম্মেইসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ১৭।

হে রাজেন্দ্র! কন্যা পুত্র প্রভৃতি এই সকল আমার স্থূল রূপ জানিবে,

অনভিধ্যায় রূপস্তু স্থূলং পর্ব্বত পুঙ্গব।
অগম্যং সূক্ষ্মরূপং মে যদ্দৃষ্টা মোক্ষভাগ্‌ভবেৎ। ১৯।
তস্মাৎ স্থূলং হি মে রূপং মুমুক্ষুঃ পূর্ব্বমাশ্রয়েৎ।
ক্রিয়া যোগেন তান্যেব সমভ্যর্চ্চ বিধানতঃ।
স্বল্পমালোচয়েৎ সূক্ষ্মরূপং মে পরমব্যয়ং। ২০।

হিমালয় উবাচ।

মাতর্ব্বহুবিধং রূপং স্থূলং তব মহেশ্বরি।
তেষু কিং রূপমাশ্রিত্য সহসা মোক্ষভাগ্‌ভবেৎ।
তন্মে ব্রূহি মহাদেবি যদি তে ময্যনুগ্রহঃ।২১।

আর তোমার আলয়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইতিপূর্ব্বে যে সকল আমার রূপ বর্ণন করিয়াছি তাহাই আমার সূক্ষ্ম রূপ বলিয়া জানিবে। ১৮।

হে পর্ব্বত রাজ! অগ্রে আমার স্থূল রূপ না জানিয়া সূক্ষ্ম রূপ জ্ঞাত হইবার প্রত্যাশা করিলে তাহাতে কোন রূপে কেহই কৃত কার্য্য হইতে পারেনা। বরং সর্ব্বতোভাবে মনস্তাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব ভারতবর্ষে মানব জন্ম পরিগ্রহ করিয়া জ্ঞানোপার্জনানন্তর অগ্রে আমার স্থূল রূপ জানিতে চেষ্টা করা অতীব কর্ত্তব্য। আমার সূক্ষ্ম রূপ বুদ্ধির অগম্য, যোগীগণ কঠোর তপস্যাদি দ্বারা যে রূপ জানিতে পারিয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারে সেই রূপই আমার সূক্ষ্মরূপ। ১৯।

নিরবচ্ছিন্ন সেই কারণে মুক্তি ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ পূর্ব্বে আমার স্থূল রূপ আশ্রয় করিবে, এবং ভক্তি সহকারে ক্রিয়াযোগ দ্বারা ঐ স্থূল রূপের বিধি পূর্ব্বক অর্চ্চনাদি করিবে। তদনন্তর আমার সেই স্থূল রূপের প্রতি যখন প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিবে তখনই ক্রমে ক্রমে আমার সেই অক্ষয় সূক্ষ্ম রূপের আলোচনা করিতে সক্ষম হইবে। এই রূপে মানবগণ বিশেষ ভক্তি সহকারে আমার সূক্ষ্ম রূপ ধ্যান করিলে মনোরথ পূর্ণ হইবে অর্থাৎ অনায়াসে আমাকে লাভ করিতে পারিবে সংশয় মাত্র নাই। ২০।

দেব্যুবাচ।

ময়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং স্থূলরূপেণ ভূধর।
তত্রারাধ্য তমাদেবী মূর্ত্তিঃ শীঘ্রং বিমুক্তিদা। ২২।
সাপি নানাবিধা তত্র মহাবিদ্যা মহামতে।
বিমুক্তিদা মহারাজ তাসাং নামানি মে শৃণু। ২৩।
মহাকালী তথা তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী বগলা ছিন্নামস্তা ত্রিপুর সুন্দরী। ২৪।

হিমালয় স্বীয়াত্মজা জগদম্বার এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মাতঃ তোমার স্থূল রূপ নানা প্রকার, অতএব মুক্তি ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ তোমার কোন্ স্থূল রূপ আশ্রয় করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়? হে দেবি! যদি আমার প্রতি একান্ত অনুগ্রহ করিয়া থাকেন তবে কৃপা করিয়া তদ্বিষয় বিশেষ রূপে ব্যক্ত করিলে আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হয় এবং কৃত কৃতার্থ হই সন্দেহ নাই। ২১।

শৈলেন্দ্র নন্দিনী বিশ্ব জননী মহামায়া পিতার এই রূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিলেন হে পর্ব্বত রাজ! আমি স্থূল রূপ দ্বারা এই সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া আছি, তাহার মধ্যে আমার এই দেবী মূর্ত্তি সর্ব্ব প্রধানা, মুক্তি ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ এই দেবী মূর্ত্তির আরাধনা করিলে শীঘ্র মুক্তিলাভ করিতে পারে। ২২।

হে মহামতি পিতঃ! সেই দেবী মূর্ত্তি আবার নানা প্রকারে বিভক্ত, তাহার মধ্যে আমার যে সকল মূর্ত্তি মহাবিদ্যা রূপে পরিগণিত, বিধি পূর্ব্বক তাহার যথার্থ রূপে সাধন করিতে পারিলে মানবগণ শীঘ্রই ভববন্ধন মোচন হয় অর্থাৎ মুক্তি লাভকরে। সেই মহাবিদ্যা মূর্ত্তি দশ ভাগে বিভক্ত হইয়া দশ প্রকার নাম ধারণ করিয়াছে, এই কারণেই আমার ঐ রূপকে দশ মহা-বিদ্যা বলিয়া থাকে। হে গিরিরাজ! আমার সেই দশ মহাবিদ্যার নাম বলিতেছি শ্রবণ করুন্। ২৩।

ধূমাবতী চ মাতঙ্গী নৃনাং মোক্ষ ফলপ্রদা।
আশুকুর্ব্বন্ পরাংভক্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ। ২৫।
অসামান্যস্ত মাং তাত ক্রিয়াযোগেন চাশ্রয়।
মধ্যর্পিত মনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যসি নিশ্চিতং। ২৬।
মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয় মশাশ্বতং।
ন লভন্তে মহাত্মানঃ কদাচিদপি ভূধর। ২৭।

হে পিতঃ! আমার দশমহাবিদ্যা মূর্ত্তির এই দশটী নাম, মহাকালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, বগলা, ছিন্নমস্তা ত্রিপুরসুন্দরী। ২৪।

ধূমাবতী এবং মাতঙ্গী এই দশ মহাবিদ্যা রূপে আমি মনুষ্যদিগকে অতি শীঘ্র মোক্ষফল দান করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি আমার এই দশ মহাবিদ্যার মধ্যে ভক্তিপূর্ব্বক কোন একটী মূর্ত্তির আরাধনা করে, সে নিশ্চয়ই অতি শীঘ্র সংসার হইতে অনায়াসে অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ পরমানন্দে নিত্যানন্দ মোক্ষধামে গমন করে। ২৫।

হে মহারাজ! আপনি মুক্তিপথান্বেষণে ব্যগ্র হইয়াছেন, অতএব যদি মুক্তিপথের পথিক হইয়া নিত্যানন্দ মোক্ষধামে গমন করিতে নিতান্ত অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আমার এই সমস্ত অসামান্যা মহাবিদ্যারূপের মধ্যে কোন রূপকে কর্ম্মযোগ দ্বারা আশ্রয় করিতে যত্নবান্ হও এবং আমাতে মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত সমর্পণ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক নিয়ত আমার উপাসনাতে রত থাক তাহা হইলে অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে সক্ষম হইবে অর্থাৎ আমাকে লাভ করিয়া মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিবে। ২৬।

হে শৈল পতি! যাহারা একান্ত ভক্তিসহকারে বিধিপূর্ব্বক আমার আরাধনা করিয়া আমাকে লাভ করিতে পারে, তাহারা অসহ্য গর্ভযন্ত্রণা হইতে অনায়াসে বিরত হয় অর্থাৎ তাহাদিগকে আর ধরাধামে আগমন করিয়া নিরন্তর যাতনা ভোগ করিতে হয় না। অর্থাৎ আমাকে আশ্রয় করিয়া পরমানন্দে সেই নিত্যানন্দ মোক্ষধামে গমন করিতে সমর্থ হয়। ২৭।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং মুক্তিদা রাজন্ ভক্তিযুক্তস্য যোগিনঃ। ২৮।
যস্তু সংস্মৃত্য নামান্তে প্রাণং ত্যজতি ভক্তিতঃ।
সোঽপি সংসার দুঃখৌ ঘৈর্ব্বাধ্যতে ন কদাচন। ২৯।
অনন্য চেতসা যো মাং ভজন্তে ভক্তি সংযুতাঃ।
তেষাং মুক্তি প্রদানিত্য মহমস্মি মহামতে। ৩০।
শক্ত্যাত্মকং হি মে রূপমনায়াসেন মুক্তিদং।
সমাশ্রয় মহারাজ ততো মোক্ষ মবাপ্স্যসি। ৩১।

অধিক আর কি বলিব যে সকল ব্যক্তি একচিত্ত হইয়া সতত কায়মনো ।াক্যে আমাকে স্মরণ করে, ও ভক্তি পূর্ব্বক আমার উপাসনা করে, হে ।াজন্! আমি সেই সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানী যোগীদিগের অচিরাৎ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ চরি অর্থাৎ তাহাদিগকে মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকি। ২৮।

যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে ভক্তি পূর্ব্বক আমার নামোচ্চারণ করিয়া প্রাণত্যাগ চরে, এই ভয়ঙ্কর সংসার সমুদ্র সে অক্লেশে গোষ্পদের ন্যায় পার হইয়া যায় কান প্রতিবন্ধকই তাহাকে আর কোনমতেই বাধা দিতে সমর্থ হয় না, মর্থাৎ তাহাকে আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিয়া ভূমণ্ডলে জন্মপরিগ্রহণ করিতে ়য় না, ফলতঃ সে আমার নামের মহিমাতে অনন্ত স্বর্গভোগের পাত্রী ়ইয়া পরম সুখানুভব করে। ২৯।

হে মহামতি! মনুষ্যগণ ভক্তি করিয়া আরাধনা করিলেই আমাকে লাভ চরিতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু একাগ্র চিত্ত না হইলে সেই ভক্তি জন্মে না। াহারা স্থির অন্তঃকরণে একাগ্রচিত্তে ভক্তি পূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, মামি নিয়ত তাহাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকি। ৩০।

হে মহারাজ! আমি শক্তি রূপা, কায়মনো বাক্যে আমার ঐ শক্তি রূপ চিন্তা করিলে অনায়াসে মুক্তি লাভ হয়, অতএব হে পিতঃ আপনি যদি মুক্তি মভিলাষ করেন তাহাহইলে একাগ্র চিত্তে সংযত হইয়া ভক্তি সহকারে

যেপ্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব রাজেন্দ্র যজন্তে নাত্রসংশয়ঃ। ৩২।
অহং সর্ব্বময়ী যস্মাৎ সর্ব্বযজ্ঞ ফলপ্রদা।
কিন্তু তাঃ সেবয়েদ্ভক্ত্যা তেষাং মুক্তিঃ সুদুর্ল্লভা। ৩৩।
ততো মামেব শরণং দেহ বন্ধ বিমুক্তয়ে।
যাহি সংযত চেতা স্ত্বং মামেষ্যসি নসংশয়ঃ। ৩৪।
যৎকরোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
সর্ব্বং মদর্পণং কৃত্বা মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনাৎ। ৩৫।

আমার ঐ শক্তি রূপ আশ্রয় করুন, অনায়াসে আপনার মনোরথ পূর্ণ হইবে অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। ৩১।

হে রাজেন্দ্র! আমা ব্যতিরেকে আরও অন্যান্য অনেক দেব দেবী আছেন। যাহারা বিশেষ যত্ন সহকারে ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাদিগের উপাসনা করে, তাহাও আমার উপাসনা করা হয় জানিবে, কারণ অন্যান্য দেব দেবী আমার অংশে উৎপন্ন, সুতরাং তাহাদিগকে আরাধনা ও অর্চ্চনা করিলেই আমার পূজা এবং আরাধনা করা হয়। ৩২।

দেহীগণ যদ্যপি আমাকে সর্ব্বময়ী জ্ঞানে ভক্তি পূর্ব্বক কেবল আমার উপাসনা করে, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে সমস্ত যজ্ঞের ফল এককালে প্রদান করি। কিন্তু যাহারা আমাকে সর্ব্ব প্রধানা পরাৎপর পরমেশ্বরী না ভাবিয়া অন্য দেব দেবীর ভক্ত হয়, তাহাদিগের পক্ষে মুক্তি লাভ নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠে সন্দেহ নাই। ৩৩।

হে পিতঃ! সেই হেতু তুমি সংযত চিত্ত হইয়া দেহ রূপ বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত একান্ত অন্তঃকরণে আমার আরাধনা কর, তাহা হইলে অনায়াসে আমাকে লাভ করিয়া মনোঽভীষ্ট সিদ্ধ হইবে অর্থাৎ অনন্ত মোক্ষ ধামে গমন করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। ৩৪।

হে রাজেন্দ্র! তুমি যে সমস্ত কর্ম্ম করিতেছ এবং যাহা ভোগ করিতেছ, ও প্রতিদিন যে হোম ও দানাদি করিয়া থাক, তাহা সমস্তই কেবল আমার

যে মাং ভজন্তি মদ্ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং।
নমেঽস্তি বিপ্রিয়ঃ কশ্চিদপ্রিয়োঽপি মহামতে। ৩৬।
অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সোঽপি পাপ বিনির্ম্মুক্তো মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ। ৩৭।
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শনৈস্তরতি সোঽপি চ।
ময়ি ভক্তিমতাং মুক্তিরলভ্যা পর্ব্বতাধিপ। ৩৮।
অতস্তং পরয়া ভক্ত্যা মামুপেত্য মহামতে।

উপর সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাক, অনায়াসে ভবসংসার হইতে পরিত্রাণ পাইয়া মোক্ষ লাভ করিয়া নিত্যানন্দ ভোগ করিবে। ৩৫।

হে মহারাজ! আমার যে সকল ভক্ত ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক আমার অর্চ্চনা করে আমি তাহাদিগের প্রতি নিশ্চয়ই কৃপা করিয়া সর্ব্বদা তাহাদের অন্তরাত্মাতে বাস করি, এবং তাহারাও আমাকে প্রাপ্ত হইয়া চিরশান্তি রূপ আনন্দনীরে নিমগ্ন হয়.কিন্তু হে পিতঃ! আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি যে কোন ব্যক্তি বিশেষ যত্ন করিলেও আমার প্রিয় হইতে পারেনা অযত্ন করিলেও কেহ কদাচ আমার অপ্রিয় হয়না। ৩৬।

হে রাজন্! আমার নাম মাহাত্ম্যের কথা অধিক আর কি বলিব, অত্যন্ত কুকর্ম্মান্বিত দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্য গতি হইয়া কায়মনোবাক্যে ভক্তিসহকারে যথাজ্ঞানে আমার উপাসনা করে সে ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ ভববন্ধন মোচন কারিণী যে আমি আমার নামের গুণে সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অনায়াসে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। ৩৭।

হে পর্ব্বতাধিপ! দুরাচার ব্যক্তি যদ্যপি ভক্তিসহকারে আমার উপাসনা করে, সেও ধর্ম্মাত্মা ও মহৎ বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত হয়, এবং সমুদায় মহাপাপ হইতে অব্যাহতি পাইয়া অব্যর্থ মুক্তিলাভের পাত্র হয়। ৩৮।

হে মহামতি পর্ব্বতরাজ! সেই কারণে বলিতেছি যে আপনি বিশেষ ভক্তিসহকারে আমার আরাধনা করিতে তৎপর হউন এবং অন্তঃকরণ আমার

মন্মনা ভব মদ্যাজী মাং নমস্কুরু মৎপরঃ।
মামেবৈষ্যসি সংসার দুঃখৈর্নৈব হি বাধ্যসে। ৩৯।
ইতি শ্রীমহাভাগবতে শ্রীভগবতী গীতা সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে হিমালয় পার্ব্বতীসংবাদে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।
ইতি শ্রীভগবতী গীতায়াং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ
সমাপ্তঃ।

উপর অর্পণ করিয়া আমার পূজা ও সেবাদিতে নিযুক্ত থাকুন। আর একাগ্রচিত্তে আমাকে নমস্কার করিতে যত্নবান্ হউন, এই রূপে আমাকে উপাসনা করিলেই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া বিনা ক্লেশে সংসারের সমুদায় দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইয়া মোক্ষধামে গমন করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। ৩৯।

ইতি শ্রীমহাভাগবতে ভগবতী গীতা সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে হিমালয় পার্ব্বতীসংবাদে অষ্টাদশ অধ্যায়ের সাধুভাষার্থ সম্পূর্ণ।
ইতি শ্রীভগবতী গীতার চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবং শ্রীপার্ব্বতী বক্ত্রা যোগসার পরংমুনে।
নিষণ্ণঃ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ জীবন্মুক্তো বভূব হ ॥ ১ ॥
সাপীয়ং শৈলরাজায় যোগমুক্তা মহেশ্বরী।
মাতৃস্তন্যং পপৌ বালা প্রকৃতের্ব্বহি লীলয়া ॥ ২ ॥
গিরীন্দ্রস্তু ততোহর্ষাদকরোৎস মহোৎসবং।
যথা ন দৃষ্টং কেনাপি শ্রুতং বা কেনচিৎ ক্বচিৎ ॥ ৩ ॥
ষষ্ঠেঽহ্নি ষষ্ঠীং সংপূজ্য সংপ্রাপ্তে দশমেঽহনি।
পার্ব্বতীত্যকরোন্নাম সাম্নয়ং পর্ব্বতাধিপ ॥ ৪ ॥

দেবাদিদেব মহাদেব নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই রূপে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয় ত্রিজগজ্জননী মহামায়া পার্ব্বতীর নিকট বিশেষ রূপে যোগশাস্ত্র শ্রবণ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া ছিলেন। ১।

হে বৈষ্ণবচূড়ামণি দেবর্ষে! মহেশ্বরী পার্ব্বতী এইরূপে শৈলাধিপতি হিমালয়কে সমুদায় যোগশাস্ত্র শ্রবণ করাইয়া তৎক্ষণাৎ নিজমূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক লীলাছলে সামান্য বালিকার ন্যায় রূপ ধারণ করিলেন, এবং মেনকার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া আনন্দ চিত্তে স্তনপান করিতে লাগিলেন। ২।

অনন্তর গিরিরাজ হিমালয় স্বকীয় কন্যা পার্ব্বতীকে একান্তঃকরণে অতিশয় ভক্তিসংযোগে নানা প্রকার স্তব করিয়া মহা আনন্দে বন্ধুগণকে আহ্বান পূর্ব্বক অপূর্ব্ব কন্যার জনন কারণ এতাদৃশ মহোৎসব আরম্ভ করিয়াছিলেন যে ইহার পূর্ব্বে কেহ কখন কোনস্থানে এরূপ মহোৎসব দর্শন করেন নাই, এমন কি কেহ কখন কর্ণেও এরূপ শ্রবণ করেন নাই। ৩।

তৎপরে হিমালয় ষষ্ঠ দিবসে কন্যার যথা বিধিঅনুসারে সমারোহ পূর্ব্বক

এবং ত্রিজগতাং মাতা নিত্যা প্রকৃতিরুত্তমা।
সম্ভূয় মেনকা গর্ভাদ্ধিমালয় গৃহে স্থিতা।
হিমালয়ায় পার্ব্বত্যা কথিতং যোগমুত্তমং। ৫ ॥
যঃ পঠেৎ সুলভা মুক্তি স্তস্য নারদ জায়তে।
তুষ্টা ভবতি সর্ব্বাণী নিত্যং মঙ্গলদায়িনী।
জায়তে চ দৃঢ়া ভক্তিঃ পার্ব্বত্যাং মুনিপুঙ্গব। ৬।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাং ভক্তিসংযুতঃ।
পঠন্ শ্রীপার্ব্বতীগীতাং জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ৭ ॥
শরৎকালে মহাষ্টম্যাং যঃ পঠেৎ সমুপোষিতঃ।

সূতিকা ষষ্ঠী পূজা সমাপন করিয়া যথাসময়ে অর্থাৎ দশদিন উপস্থিত হইলে শৈলেন্দ্র কুমারীর নামকরণ কার্য্য সম্পন্ন হইল। পর্ব্বতের কন্যা,এই কারণে সেই অপূর্ব্ব বালিকার পার্ব্বতী নাম রক্ষা করিলেন। ৪।

এইরূপে শ্রেষ্ঠা প্রকৃতিরূপা বিশ্বজননী জগদম্বা ক্ষয়োদয় রহিতা হইয়াও মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া হিমালয়ের গৃহে দিন দিন পরিবর্দ্ধিতা ও স্থিতি করিতে লাগিলেন,এবং উপদেশছলে পিতা হিমালয়কে প্রতিদিন উত্তম উত্তম যোগশাস্ত্র শিক্ষা প্রদান করিতে ত্রুটি করিলেন না। ৫।

দেবাদিদেব মহাদেব নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে হরিপরায়ণ তপোধন নারদ! যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক এই ভগবতী গীতা পাঠ করে, তাহার অচিরেই মুক্তিলাভ হয়, এবং আদ্যাশক্তি মহামায়া ভবানী তাহার প্রতি পরম পরিতুষ্টা হইয়া সর্ব্বদা তাহার মঙ্গল বিধান করেন, হে দেবর্ষে! এইরূপে একাগ্রচিত্তে ভক্তিসহকারে যে ব্যক্তি এই পার্ব্বতী চরিত পাঠ বা শ্রবণ করে, জগদম্বার প্রতি ক্রমে তাহার অচলা ভক্তির উদয় হয়। ৬।

অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও নবমী তিথিতে যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক কায়মনো বাক্যে এই ভগবতী গীতা পাঠ করে সে জীবন্মুক্ত হইয়া অনন্ত নিত্যানন্দ মোক্ষধামে গমন পূর্ব্বক জঠরযন্ত্রনা হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। ৭।

রাত্রৌ জাগরিতো ভূত্বা তস্য পুণ্যং ব্রবীমি কিং। ৮ ॥
স সর্ব্বদেব পূজ্যশ্চ দুর্গা ভক্তি পরায়ণঃ।
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা স্তদাজ্ঞা বসবর্ত্তিনঃ। ৯।
স্বয়ং দেবী কলাযেতি সাক্ষাদ্দেব্যাঃ প্রসাদতঃ।
নশ্যন্তি তস্য পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকান্যপি।১০।
পুত্রং সর্ব্বগুণোপেতং লভতে চিরজীবিনং।
নশ্যন্তি বিপদস্তস্য নিত্যং প্রাপ্নোতি মঙ্গলং। ১১।
অমাবশ্যাং তিথিং প্রাপ্য যঃ পঠেদ্ভক্তিসংযুতঃ।
সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তঃ স দুর্গাতুল্যতামিয়াৎ। ১২।

শরৎকালে দুর্গোৎসবের সময় উপবাস করিয়া মহাষ্টমীর দিবসে যে ব্যক্তি রাত্রিজাগরণ পূর্ব্বক এই ভগবতী গীতা পাঠ করে তাহার পুণ্যের কথা মুখে ব্যক্ত করা বা লেখনী দ্বারা শেষ করা যায় না। ফলতঃ সেই ব্যক্তি অনায়াসে অনন্ত পুণ্য লাভ করিয়া থাকে। ৮।

নারদ! তোমাকে আর অধিক কি বলিব দুর্গাভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি সকল দেবগণের পূজ্য হয়, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ সর্ব্বদা তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তি হইয়া তাহার বশীভূত হইয়া থাকে। ৯।

এমন কি দুর্গাভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি ভগবতীর প্রসাদে তাঁহার অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং তাহার ব্রহ্মহত্যা স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি গুরুতর পাপ সকল দেবীর প্রসাদে তাহার শরীর হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। ১০।

দুর্গাভক্ত ব্যক্তি সর্ব্বগুণযুক্ত চিরজীবি পুত্র লাভ করে এবং সেই বিপদনাশিনী ভগবতীর কৃপাবলে তাহার বিপদ কখনই উপস্থিত হয় না, দিন দিন তাহার সম্পদের বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহার শোক তাপাদি অন্তর হইতে অন্তর হইয়া সর্ব্বদা সুমঙ্গল উপস্থিত হয়। ১১।

অমাবস্যা তিথিতে যে ব্যক্তি একান্ত অন্তঃকরণে ভক্তি পূর্ব্বক এই ভগবতী গীতা পাঠ করে, সে সমস্ত পাপ ও তাপাদি হইতে মুক্ত হয়, এবং

নিশীথে পঠতে যত্র বিল্ববৃক্ষস্য সন্নিধৌ।
তস্য সম্বৎসরাম্মধ্যে স্বয়ং প্রত্যক্ষ মেতিবৈ। ১৩।
কিমত্র বহুনোক্তেন শৃণু নারদ তত্ত্বতঃ।
অস্য পাঠ সমংপুণ্যং নাস্ত্যেব পৃথিবীতলে। ১৪।
তপস্যা যজ্ঞদানাদ্ধি কর্ম্মণামিহ বিদ্যতে।
ফলস্য সংখ্যা নো তস্মাদ্বিদ্যতে মুনিপুঙ্গব। ১৫।
ইত্যুক্তং তে যথা জাতা মিত্যাপি পরমেশ্বরী।

ভগবতীর অংশ প্রাপ্ত হইয়া জগন্নিস্তারিণী জগদম্বার তুল্য হয়। ১২।

অর্দ্ধরাত্রে যে ব্যক্তি বিল্ববৃক্ষ সমীপে গমন করিয়া তাহার তলদেশে উপবেশন করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক এই ভগবতী গীতা পাঠ করে তাহার সৌভাগ্যের আর সীমা থাকে না, অর্থাৎ বিশ্বজননী জগদম্বা সম্বৎসরের মধ্যে তাহাকে কৃপা করিয়া প্রত্যক্ষ রূপে দর্শন দেন সন্দেহ নাই। ১৩।

মহাদেব পুনরায় দেবর্ষিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে নারদ! এই ভগবতী গীতা শ্রবণে আরও বিস্তর ফল হয়, তাহা আর অধিক কি বর্ণন করিব সংক্ষেপে ইহার মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। এই ভগবতী গীতা পাঠ ও শ্রবণে যে রূপ পুণ্য সঞ্চার হয়, পৃথিবীতে আর কোন কার্য্যে মনুষ্যগণ এরূপ পুণ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ১৪।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই পৃথিবীতে তপস্যা, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি অনেক পুণ্য কর্ম্ম আছে এবং তাহার প্রত্যেক কর্ম্মেরই বিশেষ বিশেষ ফল সংখ্যা আছে, কিন্তু এই ভগবতী গীতা পাঠ ও শ্রবণে যে রূপ ফললাভ হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই ও পুণ্যের সংখ্যা নাই। অতএব উহা সর্ব্ব কর্ম্ম অপেক্ষা প্রধানতম পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া জানিবে। ১৫।

হে মুনিবর! তুমি প্রথমে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যে ভগবতী পরমেশ্বরী পার্ব্বতী লীলা করিবার মানসে মেনকাগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় বাসনা হই-

লীলয়া মেনকা গর্ভে ভূয়ঃ কিং শ্রোতুমিচ্ছসি। ২৬।

ইতি শ্রীমহাভাগবতে শ্রীভগবতী গীতা সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে হিমালয় পার্ব্বতীসংবাদে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

ইতি শ্রীভগবতী গীতায়াং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

সমাপ্তঃ।

তেছে এক্ষণে তুমি আমার নিকট উহা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিলে, তবে আ তোমার কোন বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে যে তাহা বলিয়া তোমার সন্দেহ ভঞ্জ করিব। ১৬।

ইতি শ্রীমহাভাগবতে ভগবতী গীতা সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে হিমালয় পার্ব্বতীসংবাদে উনবিংশ অধ্যায়ের সাধুভাষার্থ সম্পূর্ণ।

ইতি শ্রীভগবতী গীতার পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্ত।
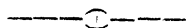
শ্রীমৎ-সায়ণাচার্য্যকৃত
ভাষ্য সমেত।
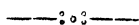
বেদাধ্যাপক পরমপূজ্যপাদ,
শ্রীশ্রীযুক্তেশ্বর ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী-সরস্বতী-
ভট্টাচার্য্যমহাশয়কৃত
অনুবাদ ও ভাবার্থযুক্ত।

কলিকাতা
৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী-কার্য্যালয় হইতে
শ্রীঅশ্বিনীকুমার হালদার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

সন ১৩০৪ সাল।

ঈশ্বরার্পণ।

এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

হে আদিনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ! বিভো! তোমাকে নরলোকে পূর্ণভাবে অবতীর্ণ করাইবার জন্য ব্রহ্মাদিদেবগণ যে পুরুষসূক্তের দ্বারায় স্তুতি করেন, স্নান, পূজা, ব্রত, নিয়ম, হোমাদি সকল কার্য্যেই যে পুরুষসূক্ত অতীব প্রয়োজনীয়, সেই সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ পুরুষসূক্ত খানি ভাবার্থের সহিত ভাষান্তরিত করিলাম। নাথ! ভালই হউক, মন্দই হউক, আমি সে জন্য দায়ী নহি। যেহেতু তুমি যেরূপে ব্যাখ্যা করাইয়াছ—অন্তর্য্যামিন্! অন্তরে বসিয়া তুমি যেরূপ লেখাইয়াছ, আমি সেইরূপ লিখিয়াছি মাত্র। অতএব করুণাময়! দয়া করিয়া এই কর্ম্মের ফল তুমি গ্রহণ কর। প্রাণনাথ! আমি তোমাকে দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম। ইতি; পার্শ্বৈকাদশী—সন ১৩০৪।

সহায়সম্পত্তিহীন, অকূল-পাথারে-ভাসমান

শ্রীব্রহ্মব্রত দেবশর্ম্মা।

ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তের প্রধান প্রধান বিষয়ের

সূচী।

হিতবাদীর নিয়মাবলী।

১। হিতবাদীর মূল্য সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্র বাৎসরিক তুই টাকা। স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগে না। ছয় মাসের জন্ম টাকা লওয়া যায় না। মূল্য অগ্রিম দেয়। ২। কেহ নমুনা দেখিতে চাহিলে এক সংখ্যা কাগজ পাঠান যায়। অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে কাহাকেও কাগজ পাঠান যায় না। ৩। গ্রাহকগণ মূল্য পাঠাইবার বা পত্র লিখিবার সময় আপন আপন নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকেরা নম্বর না দিলে সুবিধা হয় না। ৪। কাগজ বিলম্বে পৌছিলে পিয়ন যে তারিখে বিলি করিবে, সেই তারিখে তাহার সই করাইয়া লইয়া উক্ত স্বাক্ষরযুক্ত মোড়ক খানি আমাদিগের নিকট ফেরৎ পাঠাইলে আমরা তাহার প্রতি বিধানের চেষ্টা করি।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী।

১। কণ্ট্রাক্ট না করিয়া হিতবাদীতে বিজ্ঞাপন ছাপাইতে হইলে, প্রথম চারিবার প্রতি লাইন।৵০ ছয় আনা হিসাবে দিতে হয়। পাঁচবার হইতে আটবার পর্য্যন্ত প্রতি লাইন প্রতি বারের জন্য চারি আনা। তিনমাসের জন্য ৴০। ইহার অধিক ও ছয় মাসের কম কণ্ট্রাক্ট বিজ্ঞাপন প্রতিবারের জন্য ৵১০ দশ পয়সা হিসাবে লাইন। ছয় মাসের অধিক এবং এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কণ্ট্রাক্ট বিজ্ঞাপন প্রত্যেক বারের জন্য সাত পয়সা /১৫ হিসাবে লাইন। এক বৎসরের জন্য প্রতি লাইন পাঁচ পয়সা। এক বৎসরের জন্য কণ্ট্রাক্ট করিয়া বিজ্ঞাপন দিলে এক কলম প্রতি সংখ্যায় ১১৲ হিঃ মাসিক অর্থাৎ চারি সংখ্যার জন্য ৪৪৲ টাকা। অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲ টাকা হিসাবে লওয়া যায়। ছয় মাসের জন্য হইলে এক কলম মাসিক ৫০৲; অৰ্দ্ধ কলম ২৮৲ হিসাবে লওয়া যায়। ২। বর্জাইস লাইন ধরিয়া বিজ্ঞাপনের পংক্তি গণনা করা হয়। প্রত্যেক বিজ্ঞাপনে গ্রেট অক্ষরে এক লাইন বর্জাইস এক লাইনের সমতুল্য গণনা করা হয়। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক গ্রেট লাইন তিন লাইন বর্জাইস, ডবল গ্রেট ছয় লাইন, ইংলিশ ও পাইকা দুই লাইন এবং স্মলপাইকা দেড় লাইন ধরা হয়। ইংরাজী অক্ষরে বিজ্ঞাপন ছাপাইলে প্রতি লাইন হিসাবে গণনা করা হয়। ৩। বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করিতে হইলে বা নূতন বিজ্ঞাপন দিতে হইলে, সোমবার দ্বিপ্রহরের মধ্যে হিতবাদী কার্য্যালয়ে পৌছান আবশ্যক। তাহা না হইলে সে সপ্তাহের কাগজে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে না। ৪। চারি সপ্তাহ প্রকাশিত হইয়া না গেলে কোন বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তিত করা হয় না।

হিতবাদীতে ক্রোড়পত্র দিতে হইলে যে সপ্তাহের কাগজের সহিত ক্রোড়পত্র যাইবে, সেই সপ্তাহের সোমবার বেলা ১১ টার মধ্যে বন্দোবস্ত করিতে হইবে। নচেৎ সেবারে যাইবে না। ক্রোড়পত্রের দর, শুদ্ধ একবারের জন্য ১৫৲ পনর টাকা।

হিতবাদীর কার্য্যাধ্যক্ষ।

श्रीः

अथ पुरुषसूक्तम् ।

(ऋग्वेदीयम् ।)

श्रीसायणाचार्य्यप्रणीतभाष्योपेतम् ।

श्रीगणेशाय नमः । सहस्रशीर्षेति षोडशर्चं षष्ठं सूक्तम् । नारायणो नाम ऋषिः । अन्त्या त्रिष्टुप् । शिष्टा अनुष्टुभः । अव्यक्तमहदादिविलक्षणश्चेतनो यः पुरुषः "पुरुषान्न परं किंचि" दित्यादिश्रुतिषु प्रसिद्धः स देवता । तथा चानुक्रान्तम्—"सहस्रशीर्षा षोळश नारायणः पौरुषमानुष्टुभं त्रिष्टुबन्तं त्विति गतो विनियोगः"--

अथ प्रथमा—

॥ * ॥ हरि ओँ ॥ * ॥ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् । स भूमिं विश्वतो वृत्वाऽत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् ॥ १ ॥

सर्व्वप्राणिसमष्टिरूपो ब्रह्माण्डदेहो विराडाख्यो यः पुरुषः सोऽयं सहस्रशीर्षा । सहस्रशब्दस्य उपलक्षणत्वादनन्तैः शिरोभिर्युक्त इत्यर्थः । यानि सर्वप्राणिनां शिरांसि तानि सर्वाणि तद्देहान्तःपातित्वात्तदीयान्येवेति सहस्रशीर्षत्वम् । एवं सहस्राक्षत्वं सहस्रपात्त्वं च । स पुरुषो भूमिं ब्रह्माण्डगोलकरूपां विश्वतः सर्वतो वृत्वा परिवेष्ट्य दशाङ्गुलपरिमितं देशमत्यतिष्ठदतिक्रम्य व्यवस्थितः । दशाङ्गुलमित्युपलक्षणम्—ब्रह्माण्डाद्बहिरपि सर्वतो व्याप्यावस्थित इत्यर्थः ॥ १ ॥

अथ द्वितीया—

पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् ।

उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥

अथ तृतीया—

एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायाँश्च पूरुषः ।

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थी—

त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः ।

ततो विष्वङ् व्यक्रामत्साशनानशने अभि ॥ ४ ॥

यदिदं वर्तमानं जगत्तत्सर्वं पुरुष एव । यच्च भूतमतीत जगद्यच्च भव्यं भविष्यज्जगत्तदपि पुरुष एव । यथाऽस्मिन्कल्पे वर्तमानाः प्राणिदेहाः सर्वेऽपि विराट्पुरुषस्यावयवास्तथैवातीतागामिनोरपि कल्पयोर्द्रष्टव्यमित्यभिप्रायः । उत अपि च । अमृतत्वस्य देवत्वस्यायमीशानः स्वामी । यद् यस्मात्कारणादन्नेन प्राणिनामन्नेन भोग्येन निमित्तेनातिरोहति स्वकीयां कारणावस्थामतिक्रम्य परिदृश्यमानां जगदवस्थां प्राप्नोति तस्मात्प्राणिनां कर्मफलभोगाय जगदवस्थास्वीकारान्नेदं तस्य वस्तुत्वमित्यर्थः ॥ २ ॥

अतीतानागतवर्तमानरूपं जगद्यावदस्ति तावान् सर्वोऽप्यस्य पुरुषस्य महिमा स्वकीयसामर्थ्यविशेषः न तु तस्य वास्तवं स्वरूपम् वास्तवस्तु पुरुषः अतो महिम्नोऽपि ज्यायानतिशयेनाधिकः । एतच्चोभयं स्पष्टीक्रियते—अस्य पुरुषस्य विश्वा सर्वाणि भूतानि कालत्रयवर्तीनि प्राणिजातानि पादश्चतुर्थांशः । अस्य पुरुषस्यावशिष्टं त्रिपात्स्वरूपममृतं विनाशरहितं सद्दिवि द्योतनात्मके स्वप्रकाशस्वरूपे व्यवतिष्ठत इति शेषः । यद्यपि सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्याम्नातस्य परब्रह्मण इयत्ताया अभावात्पादचतुष्टयं निरूपयितुमशक्यं तथाऽपि जगदिदं ब्रह्मस्वरूपापेक्षयाऽल्पमिति विवक्षितत्वात् पादत्वोपन्यासः ॥ ३ ॥

योऽयं त्रिपात्पुरुषः संसारस्पर्शरहितो ब्रह्मस्वरूपः सोऽयमूर्ध्व उदैत्—अस्मादज्ञानकार्यात् संसाराद्बहिर्भूतोऽत्रत्यैर्गुणदोषैरस्पृष्ट उत्कर्षेण स्थितवान् । स्थितस्य त

अथ पञ्चमी—

तस्माद्विराडजायत विराजो अधि पूरुषः ।
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥ ५ ॥

अथ षष्ठी—

यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत ।
वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ ६ ॥

योऽयं पादो लेशः सोऽयमिह मायायां पुनरभवत्—सृष्टिसंहाराभ्यां पुनःपुनरागच्छति । अस्य सर्वस्य जगतः परमात्मलेशत्वं भगवताऽप्युक्तम् ' विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगदिति" । ततो मायायामागतयानन्तरं विष्वङ् देवतिर्यगादिरूपेण विविधः सन् व्यक्रामद्व्याप्तवान् । किं कृत्वा ? साशनानशने अभि अभिलक्ष्य साशनं भोजनादिव्यवहारोपेतं चेतनं प्राणिजातम् अनशनं तद्रहितमचेतनं गिरिनद्यादिकम् तदुभयं यथा स्यात्तथा स्वयमेव विविधो भूत्वा व्याप्तवानित्यर्थः ॥४॥

विष्वङ् व्यक्रामदिति यदुक्तं तदेवात्र प्रपञ्चयते—तस्मादिति । तस्मादादिपुरुषाद्विराड् ब्रह्माण्डदेहोऽजायतोत्पन्नः । विविधानि राजन्ते वस्तून्यत्रेति विराट् । 'विराजो अधि" विराड्देहस्योपरि तमेव देहमधिकरणं कृत्वा पुरुषस्तद्देहाभिमानी कश्चित्पुमानजायत सोऽयं सर्ववेदान्तवेद्यः परमात्मा । स एव स्वकीयया मायया विराड्देहं ब्रह्माण्डरूपं सृष्ट्वा तत्र जीवरूपेण प्रविश्य ब्रह्माण्डाभिमानी देवतात्मा जीवोऽभवत् । एतच्चाथर्वणिका उत्तरतापनीये विस्पष्टमामनन्ति—"स वा एष भूतानीन्द्रियाणि विराजं देवताः कोशांश्च सृष्ट्वा प्रविश्यामूढो मूढ इव व्यवहरन्नास्ते माययैवेति" । स जातो विराट्पुरुषोऽत्यरिच्यतातिरिक्तोऽभूद् देवतिर्यङ्मनुष्यादिरूपोऽभूत् । पश्चाद् देवादिजीवभावादूर्ध्वं भूमिं ससर्जेति शेषः । अथो भूमेः सृष्टेरनन्तरं तेषां जीवानां पुरः ससर्ज ।—पूर्यन्ते सप्तभिर्धातुभिरिति पुरः शरीराणि । ५ ।

यद्यदा पूर्वोक्तक्रमेणैव शरीरेषूत्पन्नेषु सत्सु देवा उत्तरसृष्टिसिद्ध्यर्थं बाह्यद्रव्यस्यानुत्पन्नत्वेन हविरन्तरासंभवात्पुरुषस्वरूपमेव मनसा हविष्ट्वेन संकल्प्य पुरुषेण पुरुषाख्येन हविषा मानसं यज्ञमतन्वतान्वतिष्ठन् । तदानीमस्य यज्ञस्य वसन्तः

अथ सप्तमी—

तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्पुरुषं जातमग्रतः ।
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ ७ ॥

अथाष्टमी—

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम् ।
पशूँस्ताँश्चक्रे वायव्यानारण्यान् ग्राम्याश्च ये ॥ ८ ॥

वसन्तमृतुमेवाऽऽज्यमासीदभूत् । तमेवाऽऽज्यत्वेन संकल्पितवन्त इत्यर्थः । एवं ग्रीष्म इध्म आसीत् । तमेवेध्मत्वेन संकल्पितवन्त इत्यर्थः । तथा शरद्धविरासीत् । तामेव पुरोडाशादिहविष्ट्वेन संकल्पितवन्त इत्यर्थः । पूर्वं पुरुषस्य हविःसामान्यरूपत्वेन संकल्पः अनन्तरं वसन्तादीनामाज्यादिविशेषरूपत्वेन संकल्प इति द्रष्टव्यम् ॥ ६ ॥

यज्ञं यज्ञसाधनभूतं तं पुरुषं पशुत्वभावनया यूपे बद्धं बर्हिषि मानसे यज्ञे प्रौक्षन्प्रोक्षितवन्तः । कीदृशमित्यत्राऽऽह—अग्रतः सर्वसृष्टेः पूर्वं पुरुषं जातं पुरुषत्वेनोत्पन्नमेतच्च प्रागेवोक्तम् "तस्माद्विराडजायत विराजो अधि पूरुष" इति तेन पुरुषरूपेण पशुना देवा अयजन्त मानसयागं निष्पादितवन्त इत्यर्थः । के ते देवा इत्यत्राऽऽह—साध्याः सृष्टिसाधनयोग्याः प्रजापतिप्रभृतयस्तदनुकूला ऋषयो मन्त्रद्रष्टारश्च ये सन्ति ते सर्वेऽप्ययजन्तेत्यर्थः ॥ ७ ॥

'सर्वहुतः' सर्वात्मकः पुरुषो यस्मिन्यज्ञे हूयते सोऽयं सर्वहुत्तादृशात् तस्मात्पूर्वोक्तान्मानसाद्यज्ञात् पृषदाज्यं दधिमिश्रमाज्यं संभृतं संपादितम् । दधि चाऽऽज्यं चेत्येवमादि भोग्यजातं संपादितमित्यर्थः । तथा वायव्यान् वायुदेवताकांल्लोकप्रसिद्धानारण्यान् पशूंश्चक्रे उत्पादितवान् । आरण्याः हरिणादयः तथा ये च ग्राम्या गवाश्वादयस्तानपि चक्रे । पशूनामन्तरिक्षद्वारा वायुदेवताकत्वं यजुर्ब्राह्मणे समाम्नायते—'वायवस्थेत्याह, वायुर्वा अन्तरिक्षस्याध्यक्षाः अन्तरिक्षदेवत्याः खलु वै पशवः । वायव एवैनान् परिददातीति" (तै० ब्रा० ३ । २ । १) ॥ ८ ॥

अथ नवमी—

तस्माद् यज्ञात् सर्व्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे ।

छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॥ ९ ॥

अथ दशमी—

तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः ।

गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजाऽवयः ॥ १० ॥

अथैकादशी—

यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् ।

मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरू पादा उच्येते ॥ ११ ॥

अथ द्वादशी—

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः ।

ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥ १२ ॥

सर्वहुतस्तस्मात्पूर्वोक्ताद्यज्ञादृचः सामानि यज्ञिरे उत्पन्नाः । तस्माद् यज्ञा छन्दांसि गायत्र्यादीनि जज्ञिरे । तस्माद् यज्ञाद् यजुरजायत ॥ ९ ॥

तस्मात्पूर्वोक्ताद्यज्ञादश्वा अजायन्तोत्पन्नाः । ये के चाश्वव्यतिरिक्ता गर्दभा श्वतराश्चोभयादत ऊर्ध्वाधोभागयोर्दन्तयुक्ताः सन्ति येषां तेऽपि तस्मादजायन्त । तथा तस्माद्यज्ञाद्गावश्च जज्ञिरे । किञ्च तस्माद्यज्ञादजा अवयश्च जाताः ॥ १० ॥

प्रश्नोत्तररूपेण ब्राह्मणादिसृष्टिं वक्तुं ब्रह्मवादिनां प्रश्ना उच्यन्ते । प्रजापतेः प्राणरूपा देवा यद् यदा पुरुषं विराड्रूपं व्यदधुः संकल्पेनोत्पादितवन्तस्तदानीं कतिधा कतिभिः प्रकारैर्व्यकल्पयन् ? विविधं कल्पितवन्तः । अस्य पुरुषस्य मुखं किमासीत् ? कौ बाहू अभूताम् ? का ऊरू ? कौ च पादौ उच्येते ? प्रथमं सामान्यरूपाः प्रश्नाः पश्चान्मुखं किमित्यादिना विशेषविषया प्रश्नाः ॥ ११ ॥

इदानीं पूर्वोक्तप्रश्नानामुत्तराणि दर्शयति । अस्य प्रजापतेर्ब्राह्मणो ब्राह्मणत्व-जातिविशिष्टः पुरुषो मुखमासीन्मुखादुत्पन्न इत्यर्थः । योऽयं राजन्यः क्षत्रियत्व-

अथ त्रयोदशी—

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत ।

मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत ॥ १३ ॥

अथ चतुर्दशी—

नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत ।

पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ अकल्पयन् ॥ १४ ॥

अथ पञ्चदशी—

सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः ।

देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्पुरुषं पशुम् ॥ १५ ॥

जातिविशिष्टः स बाहुकृतो बाहुत्वेन निष्पादितो बाहुभ्यामुत्पादित इत्यर्थः तदानीमस्य प्रजापतेर्यद् यावूरू तद्रूपो वैश्यः संपन्नः ऊरुभ्यामुत्पादित इत्यर्थः तथाऽस्य पद्भ्यां पादाभ्यां शूद्रः शूद्रत्वजातिमान् पुरुषोऽजायत । इयं च मुखादिभ्यो ब्राह्मणादीनामुत्पत्तिर्यजुःसंहितायां सप्तमकाण्डे—"स मुखतस्त्रिवृतं निरमिमीत" इत्यादौ विस्पष्टमाम्नाता अतः प्रश्नोत्तरे उभे अपि तत्परत्वेनैव योजनीये ॥ १२ ॥

यथा दध्याज्यादिद्रव्याणि गवादयः पशव ऋगादिवेदा ब्राह्मणादयो मनुष्याश्च तस्मादुत्पन्ना एवं चन्द्रादयो देवा अपि तस्मादेवोत्पन्ना इत्याह । प्रजापतेर्मनसः सकाशाच्चन्द्रमा जातः । चक्षोश्चक्षुषः सूर्योऽप्यजायत । अस्य मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च देवावुत्पन्नौ । अस्य प्राणाद्वायुरजायत ॥ १३ ॥

यथा चन्द्रादीन्प्रजापतेर्मनःप्रभृतयोऽकल्पयंस्तथान्तरिक्षादीँल्लोकान् प्रजापतेर्नाभ्यादयो देवा अवयवा अकल्पयन्नुत्पादितवन्तः । एतदेव दर्शयति—नाभ्याः प्रजापतेर्नाभेरन्तरिक्षमासीत् । शीर्ष्णः शिरसो द्यौः समवर्ततोत्पन्ना । अस्य पद्भ्यः पादाभ्यां भूमिरुत्पन्ना । अस्य श्रोत्राद्दिश उत्पन्नाः ॥ १४ ॥

अस्य सांकल्पिकस्य यज्ञस्य गायत्र्यादीनि सप्त छन्दांसि परिधय आसन् । ऐष्टिकस्याऽऽहवनीयस्य त्रयः परिधय उत्तरवेदिकास्त्रय आदित्यश्च सप्तमः परिधिप्रति

अथ षोडशी—

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि
प्रथमान्यासन्। ते ह नाकं महिमानः
सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ १६ ॥

विरूपः। अत एवाऽऽम्नायते—"न पुरस्तात्परिदधात्यादित्यो ह्येवोद्यन्पुरस्ता-दपहन्तीति"। तत एते आदित्यसहिताः सप्त परिधयोऽत्र सप्तच्छन्दोरूपाः। समिधस्त्रिःसप्त त्रिगुणितसप्तसंख्याका एकविंशतिः कृताः। "द्वादश मासाः पञ्चर्तवस्त्रय इमे लोका असावादित्य एकविंश" इति श्रुताः पदार्था एकविंशति-दारुयुक्तेध्मत्वेन भाविताः। यद्यः पुरुषो वैराजोऽस्ति तं पुरुषं देवाः प्रजापति-प्राणेन्द्रियरूपा यज्ञं तन्वाना मानसं यज्ञं कुर्वाणाः पशुमबध्नन्विराट्पुरुषमेव पशु-त्वेन भावितवन्तः। एतदेवाभिप्रेत्य पूर्वत्र यत्पुरुषेण हविषेत्युक्तम् ॥ १५ ॥

पूर्वं प्रपञ्चेनोक्तमर्थं संक्षिप्यात्र दर्शयति—देवाः प्रजापतिप्राणरूपा यज्ञेन पूर्वोक्तेन मानसेन संकल्पेन यज्ञं यथोक्तयज्ञस्वरूपं प्रजापतिमयजन्त पूजितवन्तः। तस्मात्पूजनात्तानि प्रसिद्धानि धर्माणि जगद्रूपविकाराणां धारकाणि प्रथमानि मुख्यान्यासन्। एतावता सृष्टिप्रतिपादकसूक्तभागार्थः संगृहीतः। अथोपासन-तत्फलानुवादकभागार्थः संगृह्यते—यत्र यस्मिन्विराट्प्राप्तिरूपे नाके पूर्वे साध्याः पुरातना विराडुपास्तिसाधका देवाः सन्ति तिष्ठन्ति तं नाकं विराट्प्राप्तिरूपं स्वर्गं महिमानस्तदुपासका महात्मानः सचन्त समवयन्ति प्राप्नुवन्ति ॥ १६ ॥ सा० भा० पूर्णम्।

॥ * ॥ **इति ऋग्वेदीयपुरुषसूक्तं सम्पूर्णम्** ॥ * ॥

॥ विज्ञापन ॥

हमारा यह आयुर्वेद विद्यालय और औषधालय सब हिंदुस्तान भरमें सबसे प्रधान और सबसे अच्छा है, इसे सब हिन्दुस्तानी स्वाधीन राजा लोग, देशके बड़े बड़े आदमी और सब साधारण भी स्वीकार करते हैं। बिलाग केवल इसही को ठिक विश्वासयुक्त आयुर्वेदीय औषधालय समझते हैं। हमारे दवा खानेमें सब तरहकी दवा अर्थात् तेल, घीव, और बेश कीमती धातु इत्यादि हरवक्त तयार रहते हैं। हिन्दुस्तानमें दूसरा ऐसा कोई भी दवाखाना नहीं देखा जाता है। कि जिसमें इतनी तरहकी दवा हरवक्त तयार मिलसके।

जवाकुसुम तैल।

यह महौषध जवाकुसुम तेल सिरमें लगानेसे केशका घटजाना, अकालमे केशोंका पकना, इन्द्रलुप्त अर्थात् गञ्ज आदि केश सम्बन्धी सब प्रकारकी पीड़ाऐं आराम होती हैं। वास्तवमें जिन गुणोंके रहनेसे केशकी उन्नति होती है, वे सब ही इसमें मौजूद हैं। इसके उपरान्त इससे शिरमें चक्कर खगना, मगजकी कमजोरी, मन खाली जान पड़ना, उचित कार्य्यमें अरुचि अनुचितकार्य्य करना बहुत मदिरा पीने अथवा बहुत दिनके प्रमेह आदि रोग रहनेके कारण मगजकी बीमारी और देखने सुननेकी कमी आदि रोग बहुत जलद आराम होते हैं और मगज ठण्डा होता है। यह वायुसे उपजे हुए शिरोरोगकी महौषध है। अनेकानेक कारणोंसे मनुष्य शरीरमें रक्त गर्म होकर मगजको बिगाड़ देता है। इसके व्यवहारसे वह गर्म रक्त शीतल होकर मगजको कार्य्य करने योग्य बनाता और सम्पूर्ण वायुविकार दूर करता है। यह परम सुगन्धी तेल स्त्रीपुरुष सबके ही चित्तको बहुत ही प्रसन्न करनेवाला है। इसमें मन मोहनेवाली सुगन्ध है।

एक शिशिका मूल्य १ एक रूपैया है।

डाकमहसूल आदि ।≠) छः आना। वेलुपेविलमें कुल खर्च १॥० टाका।
दर्जनका मूल्य १० दश रुपया। डाकमहसूल २≠ दो रुपहा दो आना।

श्रीदेवेन्द्रनाथ सेन कविराज।

और

श्रीउपेन्द्रनाथ सेन कविराज।

आयुर्व्वेद विद्यालय और औषधालय।

२९ नं० कलूटोलाष्ट्रीट—कलकत्ता।

এই পরিদৃশ্যমান চরাচর সমুদায় জগৎ, এইরূপ অতীতকালিক সমুদয় জগৎ ও ভাবিকালের সমুদয় জগৎ, সমস্তই সেই পরাৎপর বিরাট্ পুরুষের অবয়ব জানিবে এবং ইনিই প্রাণিগণকে অমর (দেবতা) করিয়া থাকেন। যেহেতু প্রাণিগণের ভোগের জন্য নিজ কারণাবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক কার্য্যাবস্থা অর্থাৎ জগদ্রূপতা স্বীকার করিয়াছেন ॥

অঙ্গুলি হইতেই কল্পিত হইয়া থাকে। দশাঙ্গুলি+অ—দশাঙ্গুল অর্থাৎ পরিমিত। "দশাঙ্গুলং অত্যতিষ্ঠৎ" অর্থাৎ পরিমিত স্থান ব্রহ্মাণ্ডকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তবেই দেখ,—"সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মাণ্ড গোলক ব্যাপিয়া ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও রহিয়াছেন" এইরূপ অর্থই পর্য্যবসিত হইতেছে কি না ? (ঘ) অথবা দশটি অঙ্গুলি আছে যাহাতে, এইরূপ যখন দশাঙ্গুলশব্দের ব্যাকরণ-নিষ্পন্ন অর্থ হইল তখন, "দশাঙ্গুল" বলিতে হস্ত এবং পাদ বুঝাইবে। "দশাঙ্গুলকে তিনি অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন" অর্থাৎ বিধাতা আমাদের হাতেরও বাহির পাদেরও বাহির হইয়া আছেন। ফলিতার্থে—আমরা সচন্দন পুষ্পাদিদানরূপ হস্তক্রিয়াদ্বারাও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অসমর্থ এবং তীর্থাদিপর্য্যটনরূপ পাদের ক্রিয়াদ্বারাও তাঁহাকে ধরিতে অসমর্থ ॥ (ঙ) অথবা দশটি অঙ্গুলি পরিমাণের জনক অর্থাৎ মাপক। এই মাপক থাকে যাহাতে অর্থাৎ এই মাপক দশটি অঙ্গুলির অপেক্ষা আছে যাহাতে, এইরূপ পদার্থ কি ? পরিমাণ, সুতরাং দশাঙ্গুলশব্দে পরিমাণ বুঝিতে হইল। "তিনি দশাঙ্গুলকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন" ইহার অর্থ—"তিনি পরিমাণকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন" এইরূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ বিধাতৃপুরুষ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন বলিলে, ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ লইয়া বিধাতৃপুরুষেরও পরিমাণ আসিল লোকে বুঝিবে, ব্রহ্মাণ্ড যত বড়, বিধাতার শরীরও তাবৎপরিমাণ। এইরূপ সন্দেহভঞ্জনার্থ বেদ স্বয়ং-ই বলিতেছেন,—"অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলং" অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিয়া থাকিয়াও, ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও রহিয়াছেন। "অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং" বেদের এই অংশের বাহুল্যভয়ে ৫ প্রকারমাত্র অর্থ বলিলাম ॥

ভাষ্য। এই জগৎ-ই কাহারও সম্বন্ধে স্বর্গ এবং কাহারও সম্বন্ধে ...থাকে। ভগবান্ যদি স্বয়ং এইরূপ অচিন্ত্যশক্তি লইয়া জগদবস্থ... তা হইলে, একই বস্তুর স্বর্গনরকত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের প্রকাশ... নাস্তিকগণ অবশ্য বলিবেন, ইহা প্রকৃতির স্বভাব, কিন্তু "যাহাকে নাস্তিকেরা প্রকৃতির স্বভাব বলে, আমরা স্ব্য-শক্তি বলি।"

ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান-কালাত্মক যৎ-যাবৎ অনুভূত, অনুমিত ও অনুশ্রুত জগৎ, এ সমস্তই সেই সর্ব্বতোমুখ বিরাটের মহিমা—অর্থাৎ মায়িক রূপমাত্র, তিনি কিন্তু ইহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। যেহেতু ত্রৈকালিক-ভূতসমুদায়রূপী এই জগৎ, ইহার একপাদমাত্র। অবশিষ্ট আরও তিনটী পাদ আছে, উহা অমৃতস্বরূপ। সেই অমৃতাত্মা পাদত্রয়, ইহার স্বপ্রকাশস্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছে॥

ভাং ভাষ্য। ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণভেদে দ্বিবিধ। ইহার চারিপাদ। তন্মধ্যে একপাদ লইয়া সগুণ ব্রহ্ম। অর্থাৎ জগদবস্থা প্রাপ্ত ব্রহ্মা বা বিরাট্ পুরুষ। অবশিষ্ট তিন পাদ নির্গুণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিতেছে। নির্গুণব্রহ্মও দ্বিবিধ। কূটস্থ ও কারণশরীর। যাহার শরীর কার্য্যাত্মকও নহে, কারণাত্মকও নহে অয়োঘন (নেয়াই) তুল্য নির্ব্বিকার, তাঁহাকে কূটস্থ ব্রহ্ম কহে। এবং যিনি কার্য্য জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান কারণস্বরূপ অর্থাৎ ঘটের উপাদানকারণ মৃত্তিকা এবং নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার, এই দুইটি কারণ ভিন্ন ২, ইনি সেরূপ নহেন; কিন্তু ইনি জগদ্রূপ কার্য্যের মৃত্তিকাস্থানীয় উপাদানকারণও বটেন এবং কুম্ভকারস্থানীয় নিমিত্তকারণও বটেন। ইহাকেই বলে "অভিন্ন-নিমিত্তোপাদানকারণ"। এইরূপ কারণশরীরী ব্রহ্মকে শ্রুতিতে নির্গুণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। (*) তবে কূটস্থবৎ নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্ত নহেন। পূর্ব্বোক্ত অবশিষ্ট অমৃতস্বরূপ পাদত্রয় এই কারণশরীরী ব্রহ্মে বর্ত্তমান জানিবে। মায়িক গুণত্রয়---সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ বা সুখ-দুঃখ-মোহ বা শ্বেত রক্ত কৃষ্ণ বা প্রকাশ-প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বা উৎপত্তি-স্থিতি-লয় বা দেবব্রহ্ম-মনুষ্য-পশুত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব শূদ্রত্ব বা পুণ্য-পাপ-শুক্লতা বা প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন বা জ্ঞান ধর্ম্ম অধর্ম্ম বা বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য অবৈরাগ্য বা অগ্নি, জল, মৃত্তিকা; বা স্বঃ, ভুবঃ, ভূঃ; ইত্যাদি ত্রিবৃৎ বস্তুকে কহে। যিনি এই ত্রিবৃৎ মায়িক বস্তুগুলিকে অধিকার করিয়া ত্রিবৃদ্রূপে প্রতিভাত হইতেছেন, তাঁহাকেই সগুণ-ব্রহ্ম বা কার্য্যব্রহ্ম, বা হিরণ্যগর্ভ, বা বিধাতা বা বিরাটপুরুষ, বা বৈশ্বানরাগ্নি, বা পিতামহ, বা পদ্মযোনি, বা কমলাসন ইত্যাদি কহে। ইহাঁর আদিপুরুষ বা আদি অবস্থা (যিনি কারণ-শরীরী বলিয়া নিরূপিত হইয়াছেন) যাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে আমি নির্গুণব্রহ্ম বলিয়া নিরূপণ করিলাম, তাঁহাকে বেদে আদি-পুরুষ কহে। এই আদিপুরুষকে পৌরাণিকগণ আদিনারায়ণ—সৃষ্টির প্রথমে

* তথাচ শ্রুতিঃ—(শ্বেতাশ্বতর) একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ (১) সর্ব্বব্যাপী (২) সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (৩) সর্ব্বাধ্যক্ষঃ (৪) সর্ব্বভূতাধিবাসঃ (৫) সাক্ষী (৬) চেতা (৭) কেবলো (৮) নির্গুণশ্চ ([illegible])॥ "একো দেবঃ" এই পদের ৯টি বিশেষণ দেখুন। তন্মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম বিশেষণদ্বারা তাঁহার উপাদানকারণতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এবং চতুর্থ বিশেষণদ্বারা নিমিত্তকারণতা স্পষ্ট হইয়াছে। পরে ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম বিশেষণ দ্বারা এই অভিন্ননিমিত্তোপাদানস্বরূপ অর্থাৎ কারণশরীরী ব্রহ্ম বা আদিনারায়ণের নির্গুণত্বই অভিহিত হইয়াছে॥

একার্ণবজলে শায়িত বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন *। পুরুষসূক্তের ৫ম মন্ত্রে বিরাট্ পুরুষের উৎপত্তি এই কারণ-শরীরী আদিপুরুষ হইতেই বর্ণিত হইবে। এই নির্গুণ বা কারণ-ব্রহ্ম চতুষ্পাদ এবং ষোড়শকল হইতেছেন। ব্রহ্মা বা বিরাট্ পুরুষ ইঁহার যে একটি পাদ লইয়া প্রকাশ পাইতেছেন (জগদ্রূপে) সেই পাদটির নাম সত্তা। এই সত্তারূপী পাদ বা অংশ না থাকিলে, মায়িক জগতের সাংব্যবহারিক সত্যত্ব বা অস্তিত্ব খপুষ্পবৎ হইয়া যাইত। কারণব্রহ্মকে আমি অতঃপর বেদের ভাষায় ব্যবহার করিতেছি। বেদে ইঁহাকে ত্রিপাদপুরুষ ও বিষ্ণুশব্দেও ব্যবহার করিয়াছেন। বিষ্ণুর সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই তিনপাদ, † চতুর্থ পাদ সত্তা বা অস্তিত্ব। অস্তিত্ব পাদটিত ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মার সহিত রহিয়াছে বলা হইয়াছে। অবশিষ্ট এই সত্যাদি পাদত্রয় তাঁহার নিজের যে স্বপ্রকাশাত্মক-স্বরূপ তাহার সহিত নীরক্ষীরবৎ একত্র হইয়া অমৃত হইয়াছে। অর্থাৎ এই তিনের একত্রই মুক্তি বা বৈকুণ্ঠ। "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" যাহার অনুবাদ—"সেই অমৃতপাদত্রয় স্বপ্রকাশস্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছে" এইরূপ করা হইয়াছে। এতক্ষণে এই অংশের ভাবার্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইল। অতঃপর ব্রহ্ম বা বিষ্ণুর চতুষ্পাদসম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ অন্য শ্রুত্যুক্ত মীমাংসা করা যাউক। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের চতুর্থ প্রপাঠকে বৃষ, অগ্নি, হংস এবং মদ্গু ইঁহাদের সহিত সত্যকামের সংবাদে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার ভাবার্থ সংক্ষেপে

---

* কেবল পুরাণে আছে এমন নহে, বেদেও আছে। বেদে বরাহাবতারের কথা আছে তবে অবশ্য ঠিক্ পুরাণবর্ণিতরূপ নহে। অনেকস্থল হইতে উদ্ধৃত করিতে পারিতাম, কিন্তু প্রস্তাব অতিবৃহৎ হইয়া পড়িবে সুতরাং কতিপয় স্থল হইতে উদ্ধার করিয়া দিতেছি। বিশ্বাসী বাস্তিক পাঠকগণ বোধ হয় পাঠ করিয়া অতঃপর পৌরাণিক আখ্যায়িকা ব. সমস্তকে বা, সকল একেবারে সম্পূর্ণকল্পিত বলিতে সাহস করিবেন না। পুরাণের বর্ণনাতে অবশ্য কিছু অধিকমাত্রায় আলঙ্কারিকত্ব আছে। মহাভারতের শকুন্তলাকে কালিদাস যেমন নিজ শাকুন্তলাতে অবাধিক সাজাইয়াছেন, বৈদিক আখ্যায়িকাসকলকেও পুরাণকর্তা নিজ পুরাণের মধ্যে সেইরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়া কিঞ্চিৎ ভাবার্থ ধরিয়া, অবাধিক সাজাইয়াছেন। কৃষ্ণযজুঃ সংহিতাতে সপ্তমকাণ্ডে এইরূপ আছে। "আপোবা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ তস্মিন্ প্রজাপতির্বায়ুর্ভূত্বা চরৎ স ইমা মপশ্যৎ তাং বরাহো ভূত্বা হরৎ তাং বিশ্বকর্ম্মা ভূত্বা ব্যমার্ট্ সা প্রথত, সা পৃথিব্যভবৎ" ইত্যাদি। এবং ঋগ্বেদের প্রজাপতিসূক্তে 'আপোহ যদ বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিং" ইত্যাদি—এই মন্ত্রে একার্ণবজল ইত্যাদির বর্ণনা আছে। প্রজাপতি সূক্তটি সানুবাদ মুদ্রিত করিব, তখন পাঠ করিয়া ইহার বিস্তৃত ভাবার্থ অবগত হইবেন এইরূপ তৈত্তিরীয়শাখার আরণ্যককাণ্ডে প্রথম প্রপাঠকের ত্রয়োবিংশ অনুবাক্ দেখুন "আপো বা ইদমাসন্ৎ সলিলমেব। স প্রজাপতিরেকঃ পুষ্করপর্ণে সমভবৎ। তস্যান্তর্মনসি কামঃ সমবর্ত্তত ইদং সৃজেয়মিতি" এবং ৩য় প্রপাঠকে ত্রয়োদশানুবাকে "অদ্ভ্যঃ সম্ভূত" এই মন্ত্রে এবং মাধ্যন্দিনীশাখার উত্তরনারায়ণস্তুতিতে "অদ্ভ্যঃ সম্ভূতঃ" এই মন্ত্রে সুস্পষ্ট আছে এইরূপ সমস্তই প্রজাপতি সূক্তের মধ্যে থাকিবে। এখন বাহুল্যভয়ে ক্ষান্ত হইতে হইল।

† "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ আঃ প্রঃ ৮। অঃ ১ম) শ্রুতি দেখুন। পৌরাণিক মতে অমৃত, ক্ষেম ও অভয় নামে তিন পাদ। অর্থাৎ সত্যকে অমৃত, জ্ঞানকে ক্ষেম এবং অনন্তকে অভয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমি চারিবেদের পুরুষসূক্ত প্রকাশ করিয়া সর্ব্বশেষে শ্রীমদ্ভাগবতীয়পুরুষ-সূক্তটীও প্রকাশ করিব, ইচ্ছা আছে। পাঠকগণ উহা পাঠ করিলে পৌরাণিক মতে কতটুকু পার্থক্য স্বয়ং-ই বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

প্রকাশ করা যাইতেছে—"পূর্ব্বাদি চারিটি দিক্ চারিটি ব্রহ্মকলা (কলা ষোড়শ ভাগের এক ভাগমাত্র) এই কলাচতুষ্টয়ে ব্রহ্মের এক পাদ। ইহার নাম প্রকাশবান্। প্রকাশবান্ পাদ ব্রহ্মের প্রথম পাদ হইতেছে। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক ও সমুদ্র এই চারিটি কলাতে আর একটি পাদ। ইহার নাম অনন্তবান্। অনন্তবান্ ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদ হইতেছে। অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ—এই চারিটি কলাতে আর একটি পাদ—নাম জ্যোতিষ্মান্। জ্যোতিষ্মান্ ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ। এই পাদত্রয় অমৃতস্বরূপ। ব্রহ্মের স্বপ্রকাশস্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। (যে মন্ত্রের ভাবার্থ প্রকাশ হইতেছে, সেই মন্ত্রানুবাদ এই সময়ে আর একবার দেখুন) প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বাক্—এই চারিটি কলাতে আর একটি পাদ। ইহার নাম "আয়তনবান্"। আয়তনবান্ ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। এই আয়তনবান্ নামক চতুর্থ পাদে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত রহিয়াছে। এই চতুষ্পাদ্ ষোড়শকল ব্রহ্মই, পূর্ব্ববর্ণিত কারণশরীরী নির্গুণ ব্রহ্ম—অর্থাৎ যাহাকে আদিনারায়ণ বা বিষ্ণু কহে তিনিই ইনি; হউন্ তিনি, তথাপি এখানে একটি সন্দেহবজ্র সহসা আসিয়া মস্তকে আনিয়া দিতেছে।—আদিনারায়ণ নির্গুণ, একথা কে না স্বীকার করে, তাহার শরীর নাই (অবশ্য তাহাহইতে উৎপন্ন বিরাটের আছে) সুতরাং সেই অবয়বশূন্য অপরিমিতাকার কারণব্রহ্মের পাদ বা কলা কিরূপে হওয়া সম্ভব?—"শিরোনাস্তি শিরোব্যথা"-সদৃশ মতপ্রলাপ হইয়া উঠিল। অতএব ছান্দোগ্যশ্রুতির একরূপ ব্রহ্মচতুষ্পাদ-বর্ণনের তাৎপর্য্য কি?—(সায়ণাচার্য্য মতে) 'এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডও উক্ত কারণশরীরী ব্রহ্ম অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র' এইমাত্র পাদচতুষ্টয় বর্ণনার বিবক্ষিতার্থ। অথবা (শঙ্করাচার্য্যমতে) ব্রহ্ম নিরবয়ব হইলেও তাঁহার মায়া ত সাবয়বা? এই মায়ার অবয়ব তাঁহাতে আরোপ করিয়া তাঁহাকে চতুষ্পাদ রূপে বর্ণন করা হইয়াছে। অর্থাৎ উপাসনার জন্য নিরংশে অংশের আরোপ, ভোগবৎ। দেখ, অন্নপানাদিজনিত, বা স্ত্রীপুত্রাদিজনিত, বা গৃহশয্যাপ্রভৃতিজনিত ভোগ হয়। কেবল ভোগ অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং ভোগ করিতে হইলে যেমন অন্নপানাদির সম্বর্গ অত্যাবশ্যক, তদ্রূপ উপাসনা করিতে হইলেও মায়ার অংশগ্রহণ অবশ্যকর্ত্তব্য। অধিক কি, ব্রহ্ম বৃহৎ বা নিরবয়ব এইমাত্র জ্ঞানেও দেখ, মায়ার অংশ গৃহীত হইয়াছে; যেহেতু বৃহৎ জ্ঞান, ক্ষুদ্রজ্ঞানসাপেক্ষ, এবং নিরবয়ব জ্ঞান, সাবয়বজ্ঞান সাপেক্ষ। তবেই দেখ, মায়ার অংশ গ্রহণ না করিয়া, ব্রহ্ম-ভাবনাই কি সিদ্ধ হইল? কখনই না—হইতেই পারে না। ব্রহ্মকে 'অতি বৃহৎ' এই মাত্র ভাবনা করিতে হইলেও, ষোলকলা এবং চারি পাদ এইরূপ মায়ার অংশে (অর্থাৎ মায়িকভাব হৃদয়ে রাখিয়া) অগ্রে কল্পনা করিতে হইবে, পরে উপাসনা করিতে পারিবে, নতুবা এপর্য্যন্ত এমন কোন উপায় বা যুক্তি উৎপন্ন হয় নাই, যদ্দারা মায়ার বিনা সাহায্যে ব্রহ্মের নিরংশস্বরূপও ধ্যানের বিষয় হইতে পারে!! এ বিষয়ের বিস্তার বেদান্তদর্শন—ব্রহ্মসূত্র ৩য় অধ্যায়ের ২য় পাদের ৩৩ সংখ্যক সূত্র (বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ) এবং তাহার শাঙ্করভাষ্য সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন॥

(৪)

ত্রিপাদ্‌পুরুষ ঊর্দ্ধে উদিত রহিয়াছেন। তাঁহার একপাদমাত্র মায়াতে পুনঃ পুনঃ আসিতেছেন। মায়াতে আসিয়া অনন্তর স্বয়ং-ই চেতন ও অচেতন-বহুল বিবিধরূপী জগৎ হইয়া ব্যাপিয়া রহিয়াছেন॥

ভাঃ ভাষ্য। ত্রিপাদ্ পুরুষ বলিতে বিরাটের (আমাদের বিধাতৃপুরুষের) অভিন্ননিমিত্তোপাদান কারণ-শরীরী নির্গুণ ব্রহ্ম, যাঁহাকে আদিপুরুষ বা বিষ্ণু বা আদিনারায়ণ কহে। পূর্ব্বমন্ত্রে ইহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইনি "ঊর্দ্ধে উদিত রহিয়াছেন।"—অর্থাৎ (ক) সংসারে থাকিয়াও পাকাল মৎস্য-বৎ সংসারের গুণদোষস্পর্শরহিত। ইহা সায়ণমতে।—(খ) অথবা ইনি "বৃহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা এবং সূক্ষ্মত্বেরও পরাকাষ্ঠা" এইরূপ অর্থ কর। কঠশ্রুতি এ বিষয়টি স্পষ্ট করিয়াছেন যথা—"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসশ্চ পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ। মহতঃ পরমব্যক্ত মব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।"—(গ) অথবা ঊর্দ্ধ বলিতে সর্ব্বপ্রধান লোক অর্থাৎ সত্যলোক বুঝিতে হইবে। "ঊর্দ্ধে উদিত রহিয়াছেন" বলাতে অন্যত্র (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ এই কয়টি লোকে) ত্রিপাদ্‌পুরুষ গূঢ় হইয়া রহিয়াছেন—অতএব শ্রুতি বলিতেছেন—"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢাত্মা ন প্রকাশতে"। তবে বুদ্ধি যদি অগ্র্যা হয় অর্থাৎ সত্যলোকগতা হয়, তাহা হইলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে—"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।"—(ঘ) অথবা "ঊর্দ্ধে উদিত রহিয়াছেন" বলিতে "তিনি জাগতিক দুঃখের বাহ্য হইয়া বিদ্যমান" এইরূপ অর্থ কর। অতএব শ্রুতি বলিতেছেন দেখ—"সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ" অর্থাৎ সূর্য্য, সকল চক্ষুরই অধিষ্ঠাতৃদেবতা (তিনি অধিষ্ঠাতৃত্ব ত্যাগ করিলে, চক্ষু থাকিতেও লোকে দেখিতে পায় না) বটেন কিন্তু চক্ষুর গোলকদ্বয়ে যাহা কিছু রক্তপীতাদি দোষ পড়ে, যাহাকে চক্ষু বাহিরের রোগ কহে, তিনি কি এই বাহ্যদোষগুলির দ্বারা সংস্পৃষ্ট হন? কখনই না। সেইরূপ সেই এক অদ্বিতীয় কারণব্রহ্ম (আদিনারায়ণ) কার্য্য ব্রহ্ম (বিরাট্-পুরুষ) হইয়া সকল ভুবনের অন্তরে অন্তর্যামীরূপে অন্তরে (জীবের) অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইয়া রহিয়াছেন সত্য, তথাপি, সেই অন্তরে (জীবের) বাহ্য যে দোষ (দুঃখ) তাহা হইতে তিনি একেবারে পৃথক (অসংস্পৃষ্ট) রহিয়াছেন জানিবে। (ঙ) অথবা—"ত্রিপাদ্‌পুরুষ, ঊর্দ্ধে উদিত রহিয়াছেন" বলিতে এইরূপ ভাবার্থ প্রকাশ কর।—এই যে প্রত্যহ পরিদৃশ্যমান সূর্য্য,—এতদীয় যে আত্মা,—তিনিই ত্রিপাদ্‌পুরুষ। ইনি ঊর্দ্ধে অর্থাৎ দ্যুলোকে প্রতিক্ষণেই উদিত রহিয়াছেন। এই জন্যই আর্য্যশাস্ত্রে সূর্য্যআত্মাকে গায়ত্রী বেদমাতা বলিয়া বহুল বর্ণনা ও প্রধান উপাসনা বিহিত হইয়াছে। সূর্য্য-আত্মা যে ত্রিপাদ্‌পুরুষ তৎসম্বন্ধে অনেক শ্রুতি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। যথা—"সূর্য্য-আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ" (ঋঃ ম ১। সূঃ ১১৫) কি

(৫)

সেই আদি-পুরুষ হইতে ব্রহ্মাণ্ড হইল। সেই ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডকেই অধিকরণ করিয়া সেই ব্রহ্মাণ্ড শরীরাভিমানী কোন এক অনির্ব্বচনীয় পুরুষ স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন। তিনি জন্মিয়া দেবতির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি বিবিধরূপ জীবভাব প্রাপ্ত হইলেন। পশ্চাৎ ভূমি সৃষ্টি করিলেন। তৎপশ্চাৎ সপ্তধাতুর দ্বারা জীব-শরীরসকল নির্ম্মাণ করিলেন ॥

আর না, টিপ্পনী অনেক বৃহৎ হইয়া উঠিল। এক্ষণে অন্য অংশের ভাবার্থ বলা যাউক।—"ইহার একপাদমাত্র মায়াতে পুনঃ পুনঃ আসিতেছেন" পূর্ব্বমন্ত্রের ভাবার্থে ব্রহ্মের চারিটি পাদই নিরূপিত হইয়াছে, স্মরণ কর। এখানে একপাদ বলিতে চতুর্থ আয়তনবাননামক পাদ বুঝিবে। "পুনঃ পুনঃ আসিতেছেন" অর্থাৎ জন্মিয়া মরিতেছেন, মরিয়া আবার জন্মিতেছেন; এইরূপ জন্ম-মরণ প্রবন্ধে বা চক্রে ঘুরিতেছেন। "মায়াতে আসিয়া" অর্থাৎ "মায়া শক্তি, সৃজনেচ্ছার পূর্ব্বে অব্যক্তা ছিল, এক্ষণে তাহাকে নিজ শরীর হইতে ব্যক্ত করিয়া," এইরূপ ভাবার্থ বুঝিবে ॥

চতুর্থ মন্ত্রে সৃষ্টি সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, এক্ষণে পঞ্চম মন্ত্রে উক্ত সৃষ্টিই বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

ভাঃ ভাষ্য। পরব্রহ্ম (ত্রিপাদ্‌পুরুষ) হইতে সমুৎপন্ন হিরণ্ময় (অর্থাৎ তেজোময়) অণ্ডমধ্যে যিনি স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইলেন, তিনি 'স্বয়ংভূ' 'হিরণ্যগর্ভ' 'প্রজাপতি' 'ব্রহ্মা' ও 'বিরাট্' নামে প্রসিদ্ধ। স্ত্রীপুরুষের সংযোগে না হইয়া ব্রহ্মা স্বয়ংই আবির্ভূত, এই কারণে ব্রহ্মা এখন 'স্বয়ম্ভূ' নামে প্রসিদ্ধ। হিরণ্ময় আবরণের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হন, এইজন্য 'হিরণ্যগর্ভ'। দেবতির্য্যক্ প্রভৃতি বিবিধ জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ংই আবার তাহাদিগকে বিধি-নিষেধরূপ নিয়মবিধান দ্বারা পালন করেন, এই জন্য 'প্রজাপতি'। নির্গুণ আদি পুরুষ ব্রহ্মই সগুণ বা সাকার হইলেন, এইজন্য 'ব্রহ্মা'। বিবিধ বস্তু সকল যাহাতে প্রকাশ পায়, তাহাকে 'বি-রাট্' কহে। এই বিরাট্ (ব্রহ্মাণ্ড) ইঁহার শরীর, এই জন্য ইনি 'বিরাট পুরুষ'। এইরূপে কার্য্যানুরূপ এক ব্রহ্মরই নানা নাম। "সেই আদিপুরুষ হইতে বিরাট্ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড হইল" ভাবার্থ— আদি পুরুষ বা পরব্রহ্ম, ইঁহার একটি অঘটনঘটনাপটীয়সী শক্তি আছে— যাহাকে মায়া, প্রকৃতি, অব্যক্ত, এবং প্রধানাদি বিবিধনামে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। সৃষ্টি দ্বিবিধ—ব্রহ্মের সৃষ্টি ও ব্রহ্মার সৃষ্টি। ব্রহ্মার যে সৃষ্টি, তৎপূর্ব্বে, এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎ একার্ণবজলে বীজরূপে অবস্থিত ছিল। সে সময়ে প্রকৃতির ব্যক্তভাব নষ্ট হয় না। অর্থাৎ প্রকৃতি তখনও ব্যক্ত থাকেন। ইহাকেই খণ্ডপ্রলয় কহে। খণ্ডপ্রলয়ের পরের সৃষ্টিকেই ব্রহ্মার সৃষ্টি কহে। এবং প্রকৃতিরও যখন অব্যক্তভাব হয়, তখন মহাপ্রলয় হয়। মহাপ্রলয়ের পরের যে সৃষ্টি, তাহাকেই ব্রহ্মের সৃষ্টি কহে। ব্রহ্মের সৃষ্টি ই আদিসৃষ্টি। আদিসৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছিলেন।—এই অবস্থাই মহাপ্রলয় নামে ব্যবহৃত। তখন তাঁহার মায়া বা

প্রকৃতি অব্যক্তা হইয়া থাকেন। কোথায় থাকেন? সেই—এই অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মবস্তুতেই বিলীন হইয়া থাকেন। ব্রহ্ম-কৃত সৃষ্টি বার বার হয় না। একবারমাত্র হইয়াছে। কখন হইয়াছে, একথা বেদও বলিতে অপারগ। তবে ব্রহ্ম-কৃত সৃষ্টি যে একবারমাত্র, এ-টুকু বেদ বলিয়াছেন।—ঋগ্বেদের ষষ্ঠম ণ্ডলে ৪৮ সূক্তের ২২ মন্ত্র যথা—"সকৃদ্ধ দ্যৌরজায়ত সকৃদ্ভূমিরজায়ত। পৃশ্ন্যা দুগ্ধং সকৃৎ পয়স্তদন্যো নানুজায়ত" অর্থ—একবারমাত্র ভূলোক উৎপন্ন হইয়াছে। মরুৎগণের মাতা হইতে একবারমাত্র দুগ্ধ হইয়াছে। এই সকল পদার্থ অন্য হইয়া আর, বার ২ সৃষ্ট হয় না অর্থাৎ পুনঃ২ সৃষ্টিতে এই সকল পদার্থই পুনঃ পুনঃ হয়। ভাবার্থ—খণ্ডপ্রলয়ে এসকল পদার্থের বীজ একার্ণবজলে অবস্থিত থাকে; একেবারে নষ্ট হয় না। ব্রহ্মা যখন সেই একার্ণবসলিলকে ঘনীভূত করিয়া পৃথিবী সৃষ্টি করেন, তখন সেই বীজসকল পৃথিবী হইতে প্রকটিত হইয়া দ্যলোকাদি লোকসকল প্রাদুর্ভূত হইতে থাকে। 'দ্যলোক' বলিতে দ্যুলোকের দেবগণ বুঝিবে। এবং 'মরুৎগণের মাতা' বলিতে 'অদিতি দেবী' বুঝিতে হইবে। 'দুগ্ধ' বলিতে ওষধি অর্থাৎ ব্রীহিযবপ্রভৃতি শস্যসকল বুঝিবে। এই 'সকৃদ্ধ দ্যৌ' মন্ত্র সাংখ্যশাস্ত্রের বীজমন্ত্র বুঝিবে। সাংখ্যকোবিদগণ বলেন—"সৃষ্টি আবির্ভাব মাত্র"। খণ্ডপ্রলয়েও সৃষ্টপদার্থের বীজসকল থাকে। তাহা অতিসত্য এই নিয়ম আছে বলিয়াই, ব্রহ্মা (খণ্ড প্রলয়ের পর) যখন সৃষ্টি করেন, ঠিক পূর্ব্বসৃষ্টির ন্যায়; অর্থাৎ পূর্ব্বসৃষ্ট বস্তুসকল আবিষ্কার করেন মাত্র, নূতন কিছু মাত্র করিতে পারেন না। এ কথাটিও বেদে আছে—ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ১৯০ সূক্তের ১।২।৩য় এই তিনটি মন্ত্র দেখ, যথা—"ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোধ্যজায়ত। ততোরাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥ সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী॥ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষ মথোস্বঃ॥" সংক্ষেপে বলি—অর্থাৎ বিধাতা পূর্ব্বে যেমন সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার আগামী সৃষ্টিতে ঠিক সেই সকলই সৃষ্টি করিবেন।* যাক—এখন প্রকৃতপ্রস্তাবে পুনশ্চ আসা যাউক। পুরুষসূক্তের এই পঞ্চম মন্ত্রটি ঠিক যেন ব্যাকরণের সূত্র। মন্ত্রে প্রথমার্দ্ধে ব্রহ্ম-কৃত সৃষ্টি এবং উত্তরার্দ্ধে ব্রহ্মা-কৃত সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে। তৎপরে ব্রহ্ম-কৃত সৃষ্টি একবার মাত্র এবং ব্রহ্মাকৃত সৃষ্টি বার বার অথচ ঠিক পূর্ব্ববৎ হইয়া থাকে, এই দুই বিষয়ে বেদের প্রমাণ দেওয়া হইল। এক্ষণে ব্রহ্ম-কৃত সৃষ্টি, তাঁহার মায়ার সাহায্যে হয় তদ্বিষয়ে প্রমাণ দেওয়া যাউক। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ৮ম প্রপাঠকে ৬ষ্ঠ অনুবাক দেখুন; যথা—

"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজা য়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ তৎ সৃষ্ট্বা। তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদ

---

* 'সৃষ্টি বিবর' এ বিষয়টি নিরূপণ করিবার জন্য, বেদের প্রমাণপ্রয়োগ-প্রদর্শন বিস্তৃতরূপে করিতে গেলে, একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা হওয়া সম্ভব; কিন্তু সেরূপ বাহুল্যদুষ্ট ব্যাখ্যা বা ভাবার্থপ্রকাশ এক্ষণে আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যাঘাতক সুতরাং দুইটিমাত্র বেদমন্ত্র তুলিয়া মীমাংসা করা হইল।

প্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ।” ইত্যাদি। সংক্ষেপে ভাবার্থ।—ব্রহ্ম, কাম-সংস্কারবতী মায়াশক্তির দ্বারা “আমি, এক,—বহু হই” এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন। অমনি ব্রহ্মাণ্ড হইল এবং ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী পুরুষ হইল। সেই পুরুষ আবার সঙ্কল্প করিলেন,—“পূর্ব্ববৎ লোকসকল এবং দেবতির্য্যগ্‌মনুষ্যাদি জীবসকল হউক; হইল। তিনি সেই সকলে আবার জীবভাবে প্রবিষ্ট হইয়া মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত উভয়বিধ হইলেন। অতঃপর ব্রহ্মকৃত সৃষ্টিবিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশদ করিতেছি। এই ৫ম মন্ত্রের উত্তরার্দ্ধে যতটুকু বলিয়াছেন, সেটুকু ত সূত্রমাত্র। ইহার বিস্তার তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আছে, সেটুকু না বলিলে তত্ত্ববুভুৎসু ধার্ম্মিক পাঠকগণের সম্যক পরিতৃপ্তিলাভ হইবে না, সুতরাং বলিতে হইল। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম প্রপাঠকে ত্রয়োবিংশ অনুবাক দেখ—“আপো বা ইদ মাসন্‌ৎসলিলমেব। স প্রজাপতিরেকঃ পুষ্কবর্ণে সমভবৎ। তস্যান্তর্মনসি কামঃ সমবর্ত্তত ইদং সৃজেয়মিতি। *** কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতোবন্ধুমসতি নিরবিন্দন্। হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষেতি।”

সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ—“যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছ এখন, এসমস্তই সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল জলময় ছিল, মহাভূতপঞ্চকের মধ্যে আকাশ ও কেবল মহাকাল ও জলই ছিল। সেই একার্ণবসলিলমধ্যে পুষ্করপর্ণপ্রদেশে (মহাকাশে) জগদীশ্বর প্রজাপতি, সৃষ্টির জন্য সমাকল্পে আবির্ভূত হইয়া অবস্থিত হইলেন। তাহার মনোমধ্যে সর্ব্বাদিম সৃষ্টিজনক কাম, অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ সৃষ্টি হউক এবং এই সঙ্কল্প উদিত হইল। (ভিন্নশাখার মন্ত্র এ বিষয়ে প্রমাণ দেওয়া হইতেছে “কামস্তদগ্রে” ইত্যাদি।) সৃষ্টিকালে প্রজাপতি হইতে কাম উৎপন্ন হইল অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি করি” এইরূপ সঙ্কল্প উদিত হইল। (কখন?) যখন মন হইতে রেতঃ নির্গত হইতে থাকে তখন। জিতেন্দ্রিয় প্রজাপতিগণ, আপন আপন হৃদয়ে শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিপ্রকার ঠিক করিয়া লইয়া, ব্যক্তজগতের উৎপত্তিনিমিত্ত সঙ্কল্পকে অব্যক্তকারণ হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক লাভ করিলেন।” এই ভাবার্থব্যাখ্যা মধ্যে “জিতেন্দ্রিয় প্রজাপতিগণ” এই একটি কথা আছে। ইহার ভাবার্থটাও প্রকাশ করিতে হইতেছে। দেবতা দ্বিবিধ, কর্ম্মদেব এবং আজাননামক দেশবিশেষে উৎপন্ন মনুষ্যজাতির ন্যায় দেবজাতি বিশেষ। যাহারা কর্ম্মবিশেষদ্বারা বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার শরীরসহ সাযুজ্য লাভ করিয়া একপুরুষ হইয়া রহিয়াছেন, তাহাদিগকে ‘কর্ম্মদেব’ কহে। এই কর্ম্মদেবগণকে বেদে ‘প্রজাপতি’ বলিয়াও ব্যবহার হইয়াছে। তাহার কারণ, ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে নিজ শরীর কম্পিত করিয়া এই জাতীয় কতকগুলি দেবগণকে অগ্রে নিজ শরীর হইতে পৃথক করিয়া দেন। তাহারাই এখানে “জিতেন্দ্রিয় প্রজাপতিগণ”। এপর্য্যন্ত ৫ম মন্ত্রের উত্তরার্দ্ধের ভাবার্থ, অন্য বেদদ্বারা বিশদ করিয়া প্রকাশ করা হইল। এক্ষণে—উত্তরার্দ্ধের পদগুলির সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ বলা হইতেছে—“তিনি জন্মিয়া দেবতির্য্যক ও মনুষ্য বিবিধরূপী জীবভাব প্রাপ্ত হইলেন” পশুপক্ষিপ্রভৃতি কৃমিকিটপর্য্যন্ত জীবগণকে তির্য্যক্‌জাতি কহে। যাহারা তমোগুণপ্রধানা প্রকৃতি (অর্থাৎ শরীরের উপাদানবস্তু এবং জ্ঞানের

(৬)

দেবগণ সেই পুরুষকে হবি কল্পনা করিয়া তখন যজ্ঞ বিস্তার করেন। এই যজ্ঞের ঘৃতস্থানীয় বসন্তঋতু হয়। কাষ্ঠস্থানীয় গ্রীষ্মঋতু হয়। পুরোডাশাদি হবিস্থানীয় শরৎঋতু হয়॥

উপাদান তত্ত্ব সকল সমস্তই তামস) হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ইহারা আহারনিদ্রা ভয়মৈথুন এই চারিটি ছাড়া আর কিছুমাত্র জানে না। এই জন্য তির্য্যক জাতি অতি নিকৃষ্ট। মনুষ্যজাতি রজঃপ্রধানা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। সুতরা কিঞ্চিৎ জ্ঞান ও ধর্ম্মেও ইহাঁরা প্রবৃত্ত। এই জন্য মনুষ্যজাতি তির্য্যকজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দেবজাতিও এই মর্ত্ত্যলোকে বাস করিয়া থাকেন। ইহাঁরা সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। সুতরাং সদাসর্ব্বদাই বেদ বেদান্ত-বেদাঙ্গে নিষ্ণাত হইয়া ইহাঁরা কেবল ধর্ম্ম ও জ্ঞানেরই সেবা-কার্য্যে উন্মত্ত। এই জন্য ইহাঁরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট জাতি। ব্রহ্মা এই ত্রিবিধ জাতিরই জীবগণকে তাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে সৃষ্টি করিলেন। "পশ্চাৎ ভূমি সৃষ্টি করিলেন," অর্থা রস-রক্ত-মাংস অস্থি-মজ্জা-শুক্র এবং সপ্তম ত্বক্ এই সাতপ্রকার শরীরের উপাদান সৃষ্টি করিলেন। "তৎপশ্চাৎ সপ্ত ধাতুর দ্বারা জীবশরীর সকল নির্ম্মাণ করিলেন," অর্থাৎ উক্ত সপ্তধাতুর সমষ্টি যেরূপে হইলে এবং যেরূপ শক্তি তাহাতে আহিত করিলে, সপ্তধাতু শরীররূপে পরিণত হয়, সেইরূপ এবং সেইরূপ শক্তি আধান করিলেন, সুতরাং এই সময়ে সেই সৃষ্ট জীবগণ নিজ নিজ পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে কেহ ব্যাঘ্র, কেহ সিংহ, কেহ সরীসৃপ, কেহ মনুষ্য কেহ বা দেবতা ভোগ্য শরীরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। এ বিষয়টি সামবেদের ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণে ষষ্ঠ প্রপাঠকে দেখ—যথা—"ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ ভবন্তি তদা ভবন্তি" ইত্যাদি। ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ইহার ব্যাখ্যাতে স্প বলিয়াছেন—"যদ্ যৎ পূর্ব্বমিহ লোকে 'ভবন্তি' সম্বভূব' তদেব পুনরাগতা ভবন্তি যুগসহস্রকোট্যন্তরিতা অপি সংসারিণো জন্তোঃ যা পুরাভাবিতা বাসনা সা নশ্যতি ইত্যর্থঃ" অর্থাৎ "ইহলোকে যে যেরূপ ছিল সে পুনঃ পুনঃ সেইরূপ হইয়াই জন্মগ্রহণ করিতেছে। সহস্রকোটি যুগের পরও ঠিক্ তাহাই থাকিবে সংসারিজন্তুগণের পূর্ব্বসঞ্চিত বাসনা কিছুতেই বিলোপ পাইবে না।" প্রসঙ্গ ক্রমে বলিয়া রাখি, ব্রহ্মজ্ঞানে সমস্ত নষ্ট হইয়া থাকে এবং ইহাও প্রসঙ্গক্রমে বলিতে হইতেছে, "যতদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান না হইবে, তাবৎকাল কর্ম্মবন্ধন দৃঢ় থাকিবে, সুতরাং মনুষ্যযোনিতে আসিয়া যদি জীব, সিংহাদি পশুবৎ কর্ম্ম করে তবে তাহাকে কর্ম্ম-জন্য পশুবাসনা-বাসিত হইয়া মরিতে হইবে। এ অবস্থায় মরিয়া তাহাকে পশুযোনিই লাভ করিতে হইবে; সন্দেহ নাই। এই জন্যই বুদ্ধিমান-গণ, বেদবেদান্তাদি জ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা বিনা, ক্ষণকাল বৃথা নষ্ট করেন না॥

ভাঃ ভাষা। দেবগণ বলিতে সাধ্যগণ এবং বেদদ্রষ্টা ঋষিগণ বুঝিতে হইবে। ইহারই পরমন্ত্রে (৭ম) এ কথা সুস্পষ্ট হইয়াছে। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে

স্পষ্ট অভিহিত হইয়াছে যথা—"বর্হিষোঽহং দেবযজ্যয়া প্রজাবান্ ভূয়াসং ইত্যাহ—বর্হিষাবৈ প্রজাপতিঃ প্রজাঃ অসৃজত তেনৈব প্রজাঃ সৃজতে।" (তৈঃ সঃ ১মকাঃ প্রঃ ৭ম) অর্থ—দেবগণ যখন প্রজাপতিকে (ব্রহ্মা বা বিধাতৃ পুরুষকে) হবিরূপে কল্পনা করিলেন, সেই সিদ্ধসঙ্কল্পে তিনি যখন বলিলেন বা ইচ্ছা করিলেন যে, "আমি এখন দেবগণের মানসযজ্ঞের হবি, অতএব বিবিধ প্রজাবান্ হই" তখন তৎক্ষণাৎ প্রজাপতি প্রজাসকল সৃষ্টি করিলেন' সুতরাং দেবগণের মানসযজ্ঞের সেই যজ্ঞপুরুষ হইতে প্রজা সকল সৃষ্ট হইল। এই দেবগণই যে সাধ্যগণ এবং বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ, এ বিষয় পরমন্ত্রে সুস্পষ্ট বাক্ত হইবে সত্য, তথাপি এক্ষণে ইহাঁরা কোথা হইতে আসিলেন, এখনও ত দেব যোগাদি সৃষ্ট জীবসকলের উৎপত্তি হয় নাই। যজ্ঞ না হইতে ত সৃষ্টি হইবে না, সুতরাং যজ্ঞের কর্তৃরূপে ইহাঁরা কোথা হইতে আসিলেন? এ বিষয়টি নিঃসন্দিগ্ধ করিয়া রাখি।—আদিপুরুষ ব্রহ্মা হইতে ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী বিরাট পুরুষ আবির্ভূত হইয়া তিনি নিজ শরীরটি একবার কম্পিত (গা ঝাড়া) করিলেন, সেই সময়ে যে সকল মুক্তপুরুষ সিদ্ধগণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তে তাঁহার শরীরসহ ঐক্যভাব প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিত ছিলেন (কিরূপে? তাহা পরমন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রকাশ করিব) তাহারা আবির্ভূত হইলেন। শ্রুতি দেখুন—"স তপো তপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা শরীরমধুনুত। তস্য যন্মাংসমাসীৎ ততোঽরুণাঃ কেতবো বাতরশনা ঋষয় উদতিষ্ঠন্। যে নখাঃ তে বৈখানসাঃ; যে বালাঃ তে বালখিল্যাঃ। যো রসঃ সোঽপাং (কূর্মোঽভবৎ)। অন্তরতঃ কূর্মং ভূতং সর্পন্তমব্রবীৎ" ইত্যাদি। (তৈঃ আঃ প্রঃ ১, অনুঃ ২৩) অর্থ—"প্রজাপতি সৃষ্টি করিবার জন্য পূর্বের বস্তুসকল এইরূপই হইবে" এইরূপ স্থির করিয়া নিজ শরীরকে কম্পিত করিলেন। তৎক্ষণাৎ মাংস হইতে অরুণ, কেতু এবং বাতরশননামক ঋষিগণ উত্থিত হইলেন অর্থাৎ প্রকাশিত হইলেন। নখ হইতে বৈখানসনামক ঋষিগণ উত্থিত হইলেন। বাল হইতে (কেশ হইতে) বালখিল্য ঋষিগণ উত্থিত হইলেন। তাঁহার শরীরের রস ধাতু হইতে কূর্ম (কচ্ছপশরীরী পুরুষ) প্রাদুর্ভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি (কূর্মপুরুষ) সেই কারণার্ণব জলরাশিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। ধাতৃপুরুষ তাঁহাকে ঐ রূপে বিচরণ করিতে দেখিয়া কহিলেন," ইত্যাদি॥ দেবগণের এই যজ্ঞ করিবার কোনপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী ছিল না সুতরাং যখন তাহারা যজ্ঞ অর্থাৎ মানসযজ্ঞ—যাহাকে তান্ত্রিকগণ অন্তর্যাগ কহেন, সেই যজ্ঞের বিস্তার করেন এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। এইজন্য পুরাণ ও তন্ত্রেও বাহ্যউপাচার দ্বারা পূজা অপেক্ষা মানসপূজা বা অন্তর্যাগের প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। অধিক কি, মানসপূজা না করিয়া পূজা সিদ্ধই হয় না এরূপ বিধি দেখা যায়। এইরূপ তীর্থবাস সম্বন্ধেও জাবাল-শ্রুতিতে স্পষ্ট আছে। সে সকল শ্রুতি তুলিয়া আর বিস্তার করিতেছি না, তবে সংক্ষেপে এইমাত্র বলিয়া রাখি—বাহ্যে যে সকল বারাণসী প্রভৃতি তীর্থগুলি দেখিতেছেন, সে সমস্ত অন্তরের তীর্থ সকলের অনুকরণে কল্পিত মাত্র। অন্তরের তীর্থ-ই প্রকৃত তীর্থ। অন্তরের বারাণসীতে যাঁহার মৃত্যু না হইল. তাঁহার বাহ্য-

(৭)

দেবগণ, সেই অগ্রজন্মা পুরুষকে মানসযাগে যজ্ঞসাধন করিয়া উৎসর্গ করেন। তদ্দ্বারা মানসযাগ সম্পাদন করেন। যাহারা সাধ্যগণ—যাহারা ঋষিগণ—তাঁহারাই মানসযাগের কর্ত্তা দেবগণ ॥

বারাণসীতে কি করিবে? আবার অন্তরের বারাণসীতে যাহাঁর মৃত্যু হইল, তাঁহারই বা বাহ্য-বারাণসীতে কি করিবে? তবে অবশ্য স্বীকার করি, প্রাচীনগণ বাহ্য-বারাণসী বা বাহ্য-বৃন্দাবনাদি তীর্থে গিয়া বাস করিয়াছেন, ইহার ভূরি ২ প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের বাহ্য ঐ সকল তীর্থে বাস ইহারা উদ্দেশ্য, সেই অন্তস্তীর্থের বা তীর্থবাসের সাহায্য করা মাত্র। অর্থা বেদাঙ্গে বাহ্য সেই সেই তীর্থে থাকিয়া অন্তরের তীর্থবাসেরই এত উপ এই জন্য ধ্যানাদি সাধন সকল দ্বারা পরিপুষ্টি বিধান করিতেন মাত্র। দেবগণ তাহাদের লকে যজ্ঞের এক একটি বস্তু কল্পনা করেন, তাহাতেও বেশ নি অর্থ আছে। বসন্তঋতু ঘৃতস্থানীয় করিয়াছেন বলিয়া, বসন্তঋতু শরীরের জীবগণের ঘৃততুল্য আয়ুর্বৃদ্ধি বা শরীরপোষণ করে। গ্রীষ্মঋতু নিস্থানীয় করেন বলিয়াই দেখ, চিরকালই ঐ ঋতুতে আমাদের শরীর শক্তি তুল্য নীরস হইয়া থাকে। শরৎঋতুকে পুরোডাশ স্থানীয় করাতেই এব ঐ ঋতু আমাদের অপাচ্য হইয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ শরদে ভুক্ত দ্রব্যের নিং পরিপাক হয় না ॥ মনুষ্য, নবেদে

ভাঃ ভাষ্য। "যজ্ঞসাধন করিয়া উৎসর্গ করেন," অর্থাৎ যজ্ঞে হো পশু, তাহাকে পশু কল্পনা পূর্ব্বক যূপে বদ্ধ করিয়া, ছাগাদি বাহ্য ভরি যেমন মন্ত্রাদিদ্বারা বলি দিবার জন্য উৎসর্গ করে, তদ্রূপ উৎসর্গ করি 'যূপ' পশুবন্ধন-কাষ্ঠ অর্থাৎ হাড়কাঠকে কহে। বিরাট্পুরুষের বন্ধ উপযুক্ত যূপটা কোন্ পদার্থ কল্পিত হইতে পারে? বিষম সমস্যা সা ইহার উত্তর কেহ দিতে পারেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে, দৃঢ়বিশ্বা ভক্তসাধুর নিকট বেশ্ উত্তর আছে। ধার্ম্মিক পাঠকগণ বোধ হয় তাঁকের উত্তর শুনিতে উৎকর্ণ হইতেছেন, শুনুন। দৃঢ় বিশ্বাসিগণ বলেন—"যত বড় বিরাটপুরুষ হউন না কেন, দৃঢ়তম বিশ্বাসরূপী যূপকাষ্ঠ তাহাকে অনা য়াসে বাধিতে পারে। এ যূপ সামান্য যূপ নহে। ইহা অনন্ত, অনা আত্মাতে প্রোথিত (গাড়া) আছে। ইহার অগ্রভাগ দ্যুলোক হইতে অনেক উচ্চ হইতে উচ্চতর—অসীম। এই যূপে একবার বিরাট্পুরুষে বাধিতে পারিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণীকে বাধিতে পারা যায়। ফলত এই হইতেই যজুর্ব্বেদের সর্ব্বমেধ-প্রকরণের সৃষ্টি জানিবে॥ এই উৎসর্গ হইবে কাহাকে? উত্তর—এই বিধাতা যাহা হইতে প্রাদুর্ভূত, সেই বিধাতা বিধাতা আদিনারায়ণ বা ত্রিপাদ্পুরুষ, তাহাকে। ত্রিপাদ্পুরুষ এবং বিরাট্পুরু পার্থক্য কি? উত্তর—ত্রিপাদ্পুরুষ কারণ-শরীরী, নির্গুণ, নিরাকার বিরাটপুরুষ কার্য্যশরীরী, সগুণ, সাকার। ত্রিপাদ্পুরুষের পাদ তি

বিরাটের পাদ একটিমাত্র। (৩য় মন্ত্রের ভাবার্থভাষ্য দেখ) সুতরাং মহান্ পার্থক্য আছে। অর্থাৎ বিরাট্-পুরুষ হইলেন আমাদের বিধাতা ও পিতামহ। কিন্তু ত্রিপাদ্-পুরুষের সঙ্গে যে কি সম্বন্ধ, তাহা এ পর্য্যন্ত বেদই নিরূপণ করিতে পারেন নাই, আমরা ত কোন্ ছার! তথাপি যিনি "যেন আমাদের সর্ব্বসম্বন্ধযুক্ত" এরূপ অনুভব-বেদ্য সেই পরাৎপর আদিনারায়ণই ত্রিপাদ্ পুরুষ 'তদ্দ্বারা মানস যাগ সম্পাদন করেন।" ইহার ভাবার্থ এক্ষণে বলা যাউক্।—যে পর্য্যন্ত দেবগণ বিরাট্পুরুষকে উৎসর্গ করেন নাই—বা উৎসর্গার্থ বিরাট্‌কে মানসযূপে আবদ্ধ করেন নাই, তাবৎ যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় নাই, যেই উক্তরূপে উৎসর্গ করিলেন, তৎক্ষণাৎ "তদ্দ্বারা," সেই উৎসর্গ-[illegible] তাহাদের সেই মানসযাগ সম্পন্ন হইল। কি সুন্দর ভাব! [illegible] এ মন্ত্রের কি সুন্দর গূঢ় ভাব! একবার স্থিরচিত্তে আলোচনা [illegible] লেখনীর বাবার সাধ্য নাই যে, এরূপ গূঢ় ভাব সম্পূর্ণরূপে লিখিয়া [illegible] সমক্ষে স্থাপন করে!! অহো! পুষ্পদন্ত-নামা গন্ধর্ব্বরাজ কি [illegible] কহিয়াছেন, "লিখতি যদি গৃহীত্বা শারদা সর্ব্বকালং তদপি তব [illegible]শ! পারং ন যাতি।" অতি সত্য, পূর্ণ সত্য,—একটি বর্ণও ইহার [illegible] কথা নহে। "যাহারা সাধ্যগণ, যাহারা ঋষিগণ, তাঁহারাই মানস-[illegible] কর্ত্তা দেবগণ"। এক্ষণে, ৭ম মন্ত্রানুবাদের এই শেষ অংশটুকুর ভাবার্থ-[illegible] যাউক।—'সাধ্যগণ' বলিতে একপ্রকার দেবলোক-নিবাসী জাতি-[illegible] পারে, তাহা নহে, তবে কি? ব্রহ্মার শরীরকম্পনে (গাঝাড়া [illegible]) প্রাদুর্ভূত বতিপয় প্রজাপতিগণই এখানে 'সাধ্যগণ' শব্দে বুঝিবে। [illegible] কশ্যপ ও দক্ষপ্রভৃতি সৃষ্টি সাধন যোগ্য প্রজাপতিগণই এখানে 'সাধ্য-[illegible] লক্ষিত হইয়াছে। এতদ্রূপে 'ঋষিগণ' বলিতেও এখানে তপঃপরায়ণ [illegible] নহেন, কিন্তু যাহারা বেদমন্ত্রসকলের প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কেবল [illegible] মুক্তপুরুষবিশেষ, তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে। এই [illegible] এবং এই ঋষিগণ ইহারা, ব্রহ্মার সৃষ্টি করিবার ইচ্ছার অনন্তর ব্রহ্মার [illegible] হইতে মনোমাত্রশরীরী হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সম্বৎসরযজ্ঞ [illegible] বিরাট্‌যজ্ঞ ইহারাই করেন। ইহারা এই সৃষ্ট স্থাবরজঙ্গমাদি জগৎ-[illegible]দায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা; সেইজন্য ইহাদিগকেও বেদে প্রজাপতি বলিয়া ব্যবহার আছে (তৈত্তিরীয় সংহিতা দেখ) তন্মধ্যে কতিপয় প্রজাপতি বেদ-মন্ত্র-সক-[illegible]লের সৃষ্টি করেন, সেইজন্য তাঁহাদিগের ঋষি অর্থাৎ মন্ত্রদ্রষ্টা নাম হয়। সুতরাং এই সাধ্যগণই আমাদের পিতা,—'এই সম্বন্ধে, ব্রহ্মা পিতামহনাম পাইলেন। এক্ষণে আশঙ্কা,—ইহারাও প্রজাপতি অর্থাৎ স্রষ্টা এবং ব্রহ্মাও প্রজাপতি অর্থাৎ স্রষ্টা, তবে সৃষ্টির অনিয়ম হয় না কেন? যে গৃহস্থের কর্ত্তা অনেক, তাহার গার্হস্থ্য যেমন বিষময় হয়, তদ্রূপ এক জগতের নানা কর্ত্তা হইলেও জগতের কোন নিয়মই থাকিবে না। স্বতন্ত্র ও কর্ত্তা একই কথা। এই জন্য মহর্ষি পাণিনি কর্ত্তার লক্ষণ করিয়াছেন 'স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা' (পাঃ ১।৪।৫৪)। অতএব মনে কর, একজন কর্ত্তা নিয়ম করিয়াছেন জল নিম্নে প্রবাহিত হইবে, আর একজন কর্ত্তা তিনিও ত স্বতন্ত্র, সুতরাং তিনি ইচ্ছা করিতে পারেন জল

উচ্চে প্রবাহিত হউক। এ অবস্থায় বিষম ফল হওয়াই সম্ভব। অতএব ক
(প্রজাপতি) একের অতিরিক্ত কোন দর্শনকর্ত্তা স্বীকার করিতে পারেন নাই।
এই যুক্তিমূলক ঈশ্বর এক ব্যতীত কোন শাস্ত্রে দুই প্রমাণিত হয় নাই। বেদে
"একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" এবং "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাত
পতিরেক আসীৎ" (ঋ০ ম০ ১০ সূ০ ১২১ মন্ত্র ১) এবং বেদে ইন্দ্রচন্দ্রাদি
অনেকানেক দেবগণের ঈশ্বরভাবে স্তুতি দেখিয়া, পাছে কেহ "বেদ অনেক
ঈশ্বর-বাদী" ভাবে, এই জন্য বেদ স্বয়ংই বলিয়াছেন "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নি
মাহুঃ" (ঋ০ ম০১ সূ০ ১৬৪ মন্ত্র ৪৬) এবং "রূপং মঘবা বোভবীতি" (ঋ০ ম০
৩ সূ০ ৫৩ মন্ত্র০ ৮) এবং "মিত্রো অগ্নির্ভবতি"(ঋ০ ম০ ৩ সূ০ ৫ মন্ত্র ৪র্থ) এব
"ত্বমগ্নে ! পুরুরূপঃ ঋ০ ম০ ৫ সূ০ ৮ মন্ত্র ৫) এবং অহং সূক্ত (ঋ
ম০ ১০ সূক্ত ১২৫) এবং "সুপর্ণং বিপ্রাঃ (ঋ০ ম০ ১০ সূ০ ১১৪ মন্ত্র ৫
ইত্যাদি; ঋগ্বেদে এবং এইরূপ যজুরাদি সকল বেদেই এক ঈশ্বরের
নানাবিধ (কার্য্য দৃষ্টে) স্তুতি অর্থাৎ নাম-ভেদমাত্র নিরূপিত হইয়াছে
তবে আমাদের স্রষ্টা এক বিধাতা ছাড়া আরও কতিপয় প্রজা
পতিগণকে স্রষ্টা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। কি
রূপে ? উত্তর—সৃষ্টির সাধনযোগ্য যাহারা, অর্থাৎ যাহারা সৃষ্টির সহায়
করেন, তাহারাই এখানে প্রজাপতিনামে ব্যবহৃত, এ সহায়তা, সেই সর্ব্বহুৎ
নামক (যাহাকে যজুর্ব্বেদে পুরুষমেধ কহে) বিরাটযজ্ঞের বিস্তার করা মাত্র
যজ্ঞান্তে বিধাতার অনুকূলে সেই সেই লোকের সৃজন-সংকল্পই (অমুক লোক
হউক এইরূপ) তাহাদের সহায়তা বুঝিবে। উক্ত দেবগণ অর্থাৎ বিরাটযজ্ঞে
কর্ত্তৃগণ যদিও মুক্তপুরুষ, পক্ষে মুক্তপুরুষগণের ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা ঈশ্বরতুল
যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—"আপ্নোতি স্বারাজ্যং " অর্থাৎ ঈশ্বরসাযুজ্য মুক্তি
প্রাপ্ত পুরুষগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাহারা স্বর্গের রাজত্ব পাইয়া থাকেন।" এইরূ
আর এক শ্রুতিতে বলিয়াছেন---"সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি" এবং "তেষা
সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারোভবতি," অর্থাৎ সমুদায় দেবগণ তাহাদের উদ্দে
উপহার প্রদান করিয়া থাকেন, এবং সমুদায় লোকে তাহারা স্বেচ্ছাচারী হই
থাকেন।" এ সমস্তই সত্য, তথাপি মুক্তপুরুষগণ ঈশ্বরের অনুকূল হইয়াই সৃষ্টি
সঙ্কল্প করিয়া থাকেন। তাহারা ঈশ্বরের প্রধান ক্ষমতা জগৎসৃষ্টি, তদ্বিষ
তাহাদের বিরোধী মত কিছুতেই হয় না। মুক্তপুরুষগণের এরূপ স্বভাবই হ
না ; সুতরাং এক প্রজাপতি বিধাতারই স্বতন্ত্রত্ব অব্যাহত রহিল। এই বিষ
ব্রহ্মসূত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের সপ্তদশ সূত্র (জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণ
দসন্নিহিতত্বাৎ) টিতে বিশদ হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ঐ সূত্রের ভাষ্যে
অতি বিশদ করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন—"জগদু
পত্ত্যাদিব্যাপারং বর্জ্জয়িত্বা অন্যৎ অণিমাদ্যাত্মকং ঐশ্বর্য্যং মুক্তানাং ভবতি
জগদ্ব্যাপারস্তু নিত্যসিদ্ধস্য ঈশ্বরস্যৈব" অর্থাৎ ঈশ্বরসাযুজ্যপ্রাপ্ত মুক্তপুরু
দিগের জগৎস্রষ্টৃত্ব ছাড়া আর আর অণিমাদি সমস্ত ঐশ্বর্য্যই হইয়া থাকে
অতএব উক্ত দেবগণ বিধাতার নিয়মাধীন, এবং একমাত্র হিরণ্যগর্ভ (বিধ
[illegible] ইহাই স্থির হইল। তবে যে তাঁহাদিগকে প্রজাপ

হে, তাহা তাঁহারই নিয়মে অর্থাৎ তাঁহারই কর্তৃত্ব লইয়া। যেমন রাজা র্ত্তা থাকিতেও রাজমন্ত্রীকেও সাধারণে কর্তা কহে, দেবগণও, সেইরূপ প্রজাপতি। যাহা হউক, এক্ষণে আর একটি জিজ্ঞাস্য।—এই প্রজাপতি দেব- াণ—যাঁহারা ব্রহ্মার শরীরকম্পনে প্রাদুর্ভূত,—ইঁহারা মুক্তপুরুষগণ, তাহা ত ঝিলাম, কিন্তু কিরূপে ইহাঁরা ব্রহ্মার সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়াছিলেন? উত্তর—কৌষীতকী ব্রাহ্মণ দেখ—"তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো সন্তি তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ সা যা ব্রহ্মণোজিতিঃ যা চ ব্যুষ্টিঃ তাং জিতিং তাং ব্যুষ্টিং ব্যশ্নুতে তদ্ য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণ অনুবিন্দন্তি"। অর্থ—"অর্থ—"যাহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া অর্থের সহিত বেদপাঠাদি কার্য্য রা জীবন-যাপন করেন, তাঁহারা ব্রহ্মার লোকে গমন করেন, ব্রহ্মার সমান আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া সেখানে বাস করিয়া থাকেন এবং ব্রহ্মার যেমন উৎকর্ষ সেইরূপ উৎকর্ষ লাভ করেন, ব্রহ্মার যেমন সর্ব্বতঃ ব্যাপ্তি-সামর্থ্য তদ্রূপ ব্যাপ্তি সামর্থ্য লাভ করেন," অতএব মুক্তপুরুষগণই ব্রহ্ম-শরীরে সাযুজ্য লাভ করিয়া রহিয়াছেন। ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে ইহাদিগকেই সাহায্য করিবার জন্য নিজ গাত্র হইতে (কম্পিত করিয়া) আবির্ভাব করেন। ইহাঁরাই এই বেদোক্ত (৭ম মন্ত্রের ব্যাখ্যা আর একবার দেখ) মানসযাগকর্ত্তা সাধ্যগণ এবং বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ। এক্ষণে ইহাঁদের শরীর-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ভাষ্য করা যাউক।—মুনিবর ভগবান্ বাদরি কহেন, "অভাবং বাদরিবাহ হ্যেবং" (ব্রহ্মসূত্র ৪ অঃ পাঃ ৪ সূঃ ১০) অর্থাৎ বাদরি মুনি শ্রুতি দেখিয়া বলেন যে, মুক্তপুরুষগণের শরীর মনোময়। শ্রুতি যথা—"মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে ব্রহ্মলোকে"—অর্থ—তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গিয়া কেবল মনের দ্বারা অভিলষিত বস্তু সকল (স্বতঃই উপস্থিত হয়) উপভোগ করিয়া থাকেন। যদি মন ছাড়া শরীর ইন্দ্রিয়গণ থাকিবে, তাহা হইলে, এই শ্রুতিতে 'মনের দ্বারা' একথা বলিতেন না, সুতরাং তাহাদের শরীর মনোময়মাত্র। কিন্তু সর্ব্ববেদমীমাংসক অপূর্ব্ববাদী মহর্ষি জৈমিনি কহেন—"ভাবং জৈমিনির্ব্বিকল্পা- মনাৎ" (ব্রহ্মসূত্রে অঃ ৪। পাঃ ৪। সূঃ ১১) অর্থ—যেমন তাঁহাদের মন থাকে শ্রুতির দ্বারা জানা যায়, তদ্রূপ শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিও তাহাদের আছে, যেহেতু তদ্বিষয়েও শ্রুতির অভাব নাই; যথা—"স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি"—অর্থাৎ মুক্তপুরুষ স্বীয় সঙ্কল্পে কখনও এক হন (মনোময়) কখনও বা তিন হন। (শরীর ইন্দ্রিয় ও মন) সর্ব্ববেদবিভাগ-কর্ত্তা বাদরায়ণ মুনি কি মীমাংসা করিতেছেন এখন শুনুন—"দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ" (ব্রহ্মসূঃ অঃ ৪। পাঃ ৪। সূঃ ১২) অর্থ—বাদরায়ণ বলেন, যখন দুই প্রকার শ্রুতিই পাওয়া যাইতেছে তখন এইরূপ মীমাংসা হইবে—মুক্তপুরুষগণ কখনও বা মনোমাত্রশরীরী হন, আবার কখনও বা শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন তিনই অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সঙ্কল্প অমোঘ ও বিচিত্র। যোগীরাই যখন যোগজশক্তি দ্বারা বিবিধ শরীর-ধারণে পটু হইয়া থাকেন, তখন তাঁহারা ত মুক্তপুরুষ! তাঁহাদের ক্ষমতার কথা বলিবার আবশ্যক কি!! ইহাঁরা যাহা সঙ্কল্প করিবেন তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইবে। অতঃপর এই ৭ম মন্ত্রের

ঋষিগণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ভাষ্য কর্ত্তব্য আছে। (এই সময়ে আর একবার ৭ম মন্ত্রের অনুবাদটি পাঠ করিয়া রাখিলে ভাল হয়) 'দেবগণ' বলিতে মানসযাগের কর্ত্তা প্রজাপতিগণ—কশ্যপপ্রভৃতি বুঝিলাম। এমন্ত্রে 'দেবগণ' বলিতে ঋষিগণকেও ত বুঝিতে হইবে? অবশ্য। ইহাঁরাও কি মুক্তপুরুষ? সাধ্যগণ সদৃশ ইহাঁরাও প্রজাপতি। সাধ্যগণকে প্রজাপতি কহে, তাহার কারণ ত বুঝিয়াছি, ইহাঁরা কিসের স্রষ্টা—যাহাতে প্রজাপতিনাম পাইবার উপযুক্ত হইতে পারেন? ৯ম মন্ত্রে দেখ—ইহাঁরা অপৌরুষেয় ব্রহ্মবাণী বেদ সকলের সৃষ্টি-কর্ত্তা, এই জন্য ইহাঁরাও প্রজাপতি। তবে ইহাঁদের ঋষি নাম কেন? বেদমন্ত্র সকল বিধাতার ইচ্ছায় ইহাঁদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, এই জন্য ইহাঁদিগকে ঋষি কহে (ঋষিশব্দের অর্থই হইতেছে মন্ত্র-দ্রষ্টা)। তবে "ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদ বাহির হইয়াছে" এরূপ অনুশ্রুতি রহিয়াছে, কারণ কি? পূর্ব্বেই প্রমাণিত করা হইয়াছে উক্ত ঋষিগণ, ব্রহ্মারই নিয়ম্য। ব্রহ্মার ইচ্ছা এবং তাঁহাদের ইচ্ছা অভিন্ন। ঋষিরা মন্ত্র সকল প্রত্যক্ষ করিয়া মানসযজ্ঞের দ্বারা ব্রহ্মাকে পরিতৃপ্ত করিলেন, সুতরাং ব্রহ্মাও নিজ মুখ হইতে সেই সেই ঋষিদৃষ্ট মন্ত্র সকল (বেদ সকল) প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আবার সেই সকল মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণই ব্রহ্মমুখে সেই সকল মন্ত্রগুলিই (বেদ সকল) উপদিষ্ট হইলেন। পরে ক্রমশঃ তাঁহারা আবার সঙ্কল্পতনয় হইয়া অন্যকে, তিনি আবার তৎসন্ততিগণকে ইত্যাদিরূপে ক্রমে বেদ, গুরুপরম্পরা, মুখে মুখেই শ্রুত হইয়া আসিতেছে। বেদের এই জন্য একটি নাম 'শ্রুতি'। 'অনুশ্রব' নামটিও ঐ অর্থে। অতএব বেদ কাহারও রচিত নহে। ইহা ব্রহ্মবাণী নিত্যনিরঞ্জন এই জন্য ইহাকে 'অপৌরুষেয়' (অর্থাৎ পুরুষরচিত নহে) বলিয়া সকল দর্শন-শাস্ত্রকার একবাক্যে মানিয়া গিয়াছেন। কেবল তার্কিকগণ কহেন "সামান্য অস্মদাদি সৃষ্ট পুরুষ রচিত নহে বটে, কিন্তু বিধাতৃপুরুষ রচিত" এইটুকু তাঁহার মতে বিশেষ আছে। তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই। একই কথা। বিধাতৃপুরুও ত সেই ব্রহ্ম? তবে তিনি নিরাকার, ইনি সাকার এই বিশেষমাত্র। আর একটি সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। বেদ যদি ব্রহ্মবাণী, কোন মনুষ্য ইহার রচয়িতা নাই, অর্থাৎ অপৌরুষেয়, তবে বেদের মধ্যে বিবিধ ঋষিগণের নাম পাওয়া যায় কেন? যথা—ঋগ্বেদে—"ত্রিতঃ কূপেহবহিতোদেবান্ হবত ঊতয়ে" (মঃ ১। সূঃ ১০৫। মন্ত্র ১৭ দেখ)। যজুর্ব্বেদে—ত্বামদ্য ঋষে আর্ষেয় ঋষীণাং নপাদবৃণীতায়ং যজমান;" (শুক্লযজুঃ মাঃ শাঃ অঃ ২১ কাণ্ডিকা ৬১ দেখ)। সামবেদে—"তৎ ত্বা গোপবনো গিরা জনিষ্ঠদগ্নে অঙ্গিরঃ"। (সাম সং ছন্দঃ আঃ প্রঃ ১ অর্দ্ধ ১ দঃ ৩ মন্ত্র ? দেখ)। অথর্ব্ববেদে—"প্রতীচীনঃ অঙ্গিরসোঽধ্যক্ষো নঃ পুরোহিতঃ" (অথর্ব্ববেদসংহিতা ৬ষ্ঠ কাণ্ড ৬ষ্ঠ অনুবাক্) এই ত চারবেদেই ঋষিগণের নাম দেখিতেছি এবং স্থলবিশেষে পুত্রমৃত্যুতে পিতার শোক-সঙ্গীতও দেখা গিয়াছে; যথা—"ইদং ত একং পর উত একং তৃতীয়েন জ্যোতিষা সংবিশস্ব সংবেশন স্তন্বে ও চারুরেধি প্রিয়োদেবানাং পরমে জনিত্রে" এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদে ১০ মণ্ডলের ৫৬ সূক্তে এবং সামবেদের ছন্দ আর্চ্চিকের প্রথম প্রপাঠকের

য় অর্দ্ধের ২য় দশতিতে আছে। মন্ত্রটিতে বৃহদুক্থঋষি স্বীয় বাজিনামক মৃতপুত্রকে কতিপয় উপদেশ দিয়াছেন। উপদেশ, অবশ্য, পূর্ণতত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ মহাত্মার মুখনির্গত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ঋষিপুত্রের মৃত্যু ও তৎপিতার উপদেশঘটিত কথা থাকাতেই পূর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে; অতএব বেদ পৌরুষেয়, মহাভারতাদিবৎ? উত্তর—অনেক স্থলে ঋষিগণের নাম ও মহাভারতাদির ন্যায় ইতিহাসও আছে, থাকুক, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। ঋষিগণের নাম প্রায়শঃ আধ্যাত্মিক। স্থলবিশেষে হিতোপদেশ গ্রন্থে যেমন কাক-কূর্ম্মপ্রভৃতি পশু সকলকে লইয়া ইতিহাস বিরচিত হইয়াছে তদ্রূপ বৃহদুক্থ নামে একটা মনঃকল্পিত ঋষি দাঁড় করাইয়া বাজিনামক একটা মনঃকল্পিত মৃতঋষিকুমার স্থির রাখিয়া, ঐ উপলক্ষে মহান্ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে মাত্র। প্রকৃত পক্ষে, কেহ বৃহদুক্থনামা ঋষিও ছিল না, এবং বাজীনামক তদীয় মৃত পুত্রও ছিল না। তবে এ ব্রহ্মবাণী, সুতরাং বিষ্ণুশর্ম্মার (হিতোপদেশ-রচয়িতা কবির) যেমন হিতোপদেশ-গ্রন্থে কাকাদি পশু সকলের উল্লেখ একেবারে অর্থরহিত, বেদের বৃহদুক্থাদি ঋষিগণের নাম একেবারে নিরর্থক নহে; আধ্যাত্মিক সুন্দর ভাব আছে। এই সকলের মীমাংসা ভগবান্ জৈমিনীর সূত্রে এবং শবরমুনির ভাষ্যে উত্তমরূপে বিশদ রহিয়াছে। সংক্ষেপে, একটি সূত্র ও তাহার দুই এক পংক্তি ভাষ্য উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—"পরং শ্রুতিসামান্যমাত্রং" (জৈঃ সূঃ পা ১। সূ ৫) বং পরং ববরাদিকং তৎশব্দসামান্যমেব তু মনুষ্যো ববরনামকোঽত্র বিবক্ষিতঃ ববরধ্বনিযুক্তস্য প্রবহণস্বভাবস্য বায়োরত্র বক্তুং শক্যত্বাং" ভাবার্থ-ভাষ্য যথা—বেদে একস্থলে আছে,—"ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়ত" অর্থ হইল—"প্রবাহণগোত্রোৎপন্ন ববরনামা ব্রাহ্মণ এইরূপ কামনা করিলেন"—এস্থলে সন্দেহ হইতে পারে, সৃষ্টমনুষ্য-ঘটিত ইতিহাস যখন হইল, তখন বেদ পুরুষ-নির্ম্মিত, মহাভারতাদি ইতিহাসবৎ? এই সন্দেহের উত্তরে জৈমিনীর ঐ ৫ম সূত্রটি বুঝিবে। অর্থাৎ জৈমিনী উত্তর করিতেছেন যে, উক্ত শ্রুতির ওরূপ অর্থ নহে, ওরূপ অর্থ মানবগণ নিজ সংস্কারানুরূপ করিতে পারে বটে, কিন্তু বাস্তবিক দেখিতে গেলে, উহা আধ্যাত্মিকার্থ হইতেছে। যথা—"ববর" এইরূপ ধ্বনিযুক্ত "প্রাবাহণি" অর্থাৎ প্রবহণস্বভাব বায়ু (*) এইরূপ অর্থ—হইতেছে। এইরূপ যেখানে যেখানে আমাদের স্থূলসংস্কারজন্য সন্দেহ হইবে, সেই সেই স্থানে ব্যাকরণাদি দ্বারা আধ্যাত্মিক অর্থ—ভাঙ্গিয়া লইতেই ভগবান জৈমিনীর আদেশ। সুতরাং বেদে ঋষিনামদর্শনে কেহ যেন চমকিয়া উঠিবেন না। এবং বেদের মধ্যে স্থানে স্থানে ঋষিবিশেষের জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখ, রোগশোকাদির কথা আছে,

(*) প্রবহণস্বভাব বায়ু অপ্রসিদ্ধ নহে—সিদ্ধান্তশিরোমণির গোলাধ্যায়ে মধ্যগতি বাসনায় সপ্তবিধ বায়ু নিরূপিত আছে, তন্মধ্যে প্রবহণস্বভাব (অর্থাৎ প্রবহনামা) বায়ু দ্বিতীয় রহিয়াছে যথা—

ভূবায়ুরাবহ (১) ইহ প্রবহ (২) স্তদূর্দ্ধ্বঃ স্যাদুদ্বহ (৩) স্তদনুসংবহসংজ্ঞকশ্চ (৪) অন্যস্ততো-সুবহঃ (৫) পরিপূর্ব্বকোঽস্মাদ বাহ্যঃ (৬) পরাবহ (৭) ইমে পবনাঃ প্রসিদ্ধাঃ।

কূপে পতনপ্রভৃতি বিপদ্-পাতের কথা আছে, বিবিধ অদ্ভুত ২ আখ্যায়িকা স্থানে ২ বর্ণিত রহিয়াছে, সে সমস্তই আধ্যাত্মিক জানিবে। ঋষিগণ যে আধ্যাত্মিক, প্রকৃত মনুষ্য নহেন, এ কথা ত বেদ নিজেই বলিয়াছেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১০৫ সূক্তের ৭ম মন্ত্র (অহং সো অস্মি, ইত্যাদি) এবং তাহার ভাষ্য দেখ। এবং ঋঃ মঃ ১ সূঃ ১৫৮ ঋক্ ৬ষ্ঠ "দীর্ঘতমাঃ" ইত্যাদির ব্যখ্যা দেখ। তদ্ভিন্ন ঋঃ ১। ৭২। ১ মন্ত্র (নিকাব্যা বেধসঃ ইত্যাদি) দেখ দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে, "বেদ নিত্য, ব্রহ্ম হইতে আবির্ভূত মাত্র, কেহ ইহার রচয়িতা নাই" ইত্যাদি অনেক প্রমাণ আছে। বাহুল্যভয়ে নিবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে উপসংহার করা যাউক।—সৃষ্টির জন্য যাঁহারা মানস যাগদ্বারা সেই আদিপুরুষ ব্রহ্মাকে উৎসর্গ করিলেন, তাঁহারা সকলে দেবগণ এবং সেই দেবগণ বলিতে এখানে সাধ্যগণ ও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ। এই পর্য্যন্ত এই পুরুষসূক্তের ৭ম মন্ত্রের অনুবাদ পাঠ করিয়া বুঝা গেল। ভাবার্থভাষ্য পাঠ করিয়া কি বুঝিলাম? সাধ্যগণ ও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ ইহাঁরা ব্রহ্মার ন্যায় অ-যোনিসম্ভব এবং ব্রহ্মার সঙ্গে ২ প্রাদুর্ভূত, এই বুঝিলাম। আর বুঝিলাম ইহাঁরা ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষ। মুক্তপুরুষগণের ঈশ্বরবৎ সমস্ত ক্ষমতা থাকে, কিন্তু সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা একমাত্র ঈশ্বরেরই হস্তে এবং আরও বুঝিলাম যে, যজ্ঞ না হইলে ত্রিভুবন হইবে না; যেহেতু "ত্রিভুবন, যজ্ঞ হইতেই সমুদ্ভূত হইবে" এইরূপ একটি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে। সে কথা বেদেও প্রকাশ আছে। সুতরাং সে সময়ে যজ্ঞীয় সামগ্রী না থাকিলেও ব্রহ্মার সহকারী সেই মুক্তপুরুষদেবগণ (অর্থাৎ সাধ্যগণ ও ঋষিগণ) মানস যাগ করিলেন। তবে সৃষ্টি হইল। এই পর্য্যন্ত ত বেশ্ বুঝিতে পারিলাম এবং এই সকল ভাবার্থভাষ্য পাঠ করিতে ২ প্রসঙ্গাধীন বেদের অপৌরুষেয় অর্থাৎ বেদ কোন মনুষ্যাদি কর্ত্তৃক বিরচিত নহে এবং বেদের ঋষিগণ আধ্যাত্মিক; এ সকল বিষয়ে যে সকল প্রমাণ এবং যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে সে সমস্তও যথাবুদ্ধি একপ্রকার বুঝা গেল বটে, কিন্তু "ঐ মানসযজ্ঞকর দেবগণ (মুক্তপুরুষগণ) কখন মনোমাত্রশরীরী হইয়া থাকেন, কখনও বা যোগীবৎ শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন এই তিনটিকে গ্রহণ করিতে পারেন। এ কথাটি যে মুক্তপুরুষগণের সামর্থ্যবর্ণন করিবার সময়ে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতে কিঞ্চিৎ সন্দেহ থাকিতেছে। সন্দেহ এই,—তাঁহাদের শরীর মনোময় এবং শরীর, ইন্দ্রিয়, মন এই ত্রিবিধময়, এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ দেওয়া হইয়াছে বটে কিন্তু কখনও মনোময় এবং কখনও ত্রিবিধময় এ বিষয়েত কোন শ্রুতি দেখিতেছি না, তবে এরূপ শ্রুতি ত বিরুদ্ধ হইল। যেহেতু এক ব্যক্তি হয় মনোময় হইতে পারে অথবা ত্রিবিধময় (অর্থাৎ যোগিগণের ন্যায় শরীরী) হইতে পারে; কিন্তু উভয়ময় হইবে কিরূপে? উত্তর—সিদ্ধসঙ্কল্পই তাহার কারণ তাঁহাদের সঙ্কল্প (ইচ্ছা) অমোঘ ও বিচিত্র। যাহা যখন ইচ্ছা, তাহাই হইয়া থাকে, ইচ্ছা করিলেন "মনোময় হই" তৎক্ষণাৎ মনোময় শরীরীই হইলেন ইচ্ছা করিলেন "শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন ত্রিবিধময় হই" হইলেন। এবিষয়ে সা

(৮)

যজ্ঞপুরুষ, দেবগণের মানসযাগে পরিতৃপ্ত হইয়া সেই সর্ব্বহুৎ-যজ্ঞ হইতে সর্ব্বপ্রথমে দধি-ঘৃতাদি ভোগ্য বস্তু সকল উৎপন্ন করিলেন। অনন্তর বায়-দৈবত আরণ্যপশু সকল সৃষ্টি করিলেন। তদনন্তর গ্রাম্য পশু সকল সৃষ্টি করিলেন॥

পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি **** যং যমন্তমভি-কামো ভবতি যং কাময়তে সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্টন্তি তেন সম্পন্নো মহীয়তে" সংক্ষেপে ভাবার্থ এইরূপ—"মুক্তপুরুষ যদি পিতৃগণকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তৎক্ষণাৎ পিতৃগণ স্বয়ং সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন *** তিনি এইরূপ যখন যাহা কামনা করেন, তখনই তৎক্ষণাৎ সেই ২ সঙ্কল্পিত বস্তু তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়" এ বিষয়ে ব্রহ্মসূত্রের ৪র্থ অধ্যায়ে ৪র্থ পাদে ৮ম সূত্রে (সঙ্কল্পাদেব তু তচ্ছ্রুতেঃ) এবং তাহার শারীরক ভাষ্যে অতিবিশদভাবে মীমাংসা রহিয়াছে। অতএব উক্ত দেবগণ (সাধ্যগণ ও ঋষিগণ) মানসযাগ করিবার জন্য মনোমাত্রশরীরী হইয়াছিলেন, ইহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না। তবে, পুনশ্চ আর একটি সন্দেহ হইতে পারে, যথা—যদি দেবগণ সিদ্ধসংকল্প, তবে যাগ করিবারই বা আবশ্যক কি, সংকল্প করিলেই ত সকল সৃষ্টি হইতে পারে? উত্তর—স্মরণ কর, পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে, মুক্তপুরুষগণের সকল ক্ষমতা আছে—কিন্তু এটি ছাড়া, অর্থাৎ সৃষ্টির ক্ষমতাটি কেবল ঈশ্বরের হস্তে থাকে। সুতরাং তাঁহাদিগকে যজ্ঞ করিতে হইবে এবং যজ্ঞপুরুষ হইতেই সৃষ্টি করাইতে হইবে। এই জন্যই দেখ, বেদমন্ত্র সকল, ঋষিগণ প্রত্যক্ষ (মনোময় শরীরে) করিলেন বটে, কিন্তু নিজমুখ হইতে প্রকাশ করিতে পারেন নাই—সেই যজ্ঞপুরুষ বিরাটের মুখ হইতেই প্রকাশ করাইয়াছেন এইরূপই নিরূপিত হইয়াছে॥

ভাঃ ভাষ্য। সর্ব্ববিশ্বসংসারস্বরূপ পুরুষ যে যজ্ঞে আহুত হন, সেই মানসযাগকে "সর্ব্বহুৎ" কহে। সর্ব্ব + হু + ক্বিপ্—"সর্ব্বহুৎ"। "সর্ব্ব-প্রথমে দধিঘৃতাদি ভোগ্য বস্তু সকল উৎপাদন করিলেন" এস্থলে সন্দেহ,—গ্রাম্য পশু সকল (গোমহিষাদি) অগ্রে—সৃষ্ট না হইলে, দধিঘৃতাদি কিরূপে আদৌ উৎপন্ন হইল? উত্তর—এ দধি এবং এ ঘৃত, দুগ্ধের বিকার ও দুগ্ধসার নবনীত হইতে উৎপন্ন নহে। এ দধিঘৃতাদি বৃক্ষবিশেষ রসবিশেষের জানিবেন। পাঠকগণ চমৎকৃত হইবেন না। বিধাতার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কিছুই বৈচিত্র নহে। আমি বৃক্ষে অন্ন পর্য্যন্ত হইতে শুনিয়াছি। তরমুজ্ ফলের ন্যায় এক প্রকার বৃহৎ ফল হয়। ভাঙ্গিয়া ফেলিলে উহা হইতে অন্ন বাহির হয়। চাউল সিদ্ধ করাতে যেরূপ অন্ন হয়, ঠিক সেইরূপ এবং ঠিক্ সেইরূপই আস্বাদযুক্ত অন্ন তাহাতে থাকে। যোগিগণ, পর্ব্বতবাসী অরণ্যাশ্রিত তপস্বিগণ এই অন্ন খাইয়া জীবনযাপন করিয়া থাকেন। এ অন্ন খাইতে সুপ ও

সেই সর্ব্বহুৎ-যজ্ঞ হইতে ঋক্ মন্ত্র সকল এবং সাম-সঙ্গীত সকল প্রাদুর্ভূত হইল। তাঁহা হইতেই ছন্দঃ সকল এবং তাঁহা হইতেই যজুর্মন্ত্রসকল প্রাদুর্ভূত হইল॥

পদার্থ আছে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্রে "পৃষৎ আজ্যং" অর্থাৎ দধি ও ঘৃত উৎপন্ন করিলেন, বলা হইয়াছে। ফলতঃ ইহা উপলক্ষণমাত্র। উৎপংস্যমান জীব সকলের খাদ্যশস্য সকল আদৌ সৃষ্টি করিলেন, এইরূপ ঐ কথার ভাবার্থ বুঝিতে হইবে। বৃক্ষেতে যে অন্ন হয় এ কথা, আমি বিশ্বস্ত-লোকপ্রমুখাৎ শুনিয়াছি। যিনি বলিয়াছিলেন, তিনি একজন বিষয়িলোক। গৃহ হইতে পলাতক হইয়া তীর্থপর্য্যটন করিতে ২ কেদারাশ্রমের নিকটে এক মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়েন। অনন্তর সেখানে এক গুহাতে অতি-বৃদ্ধ একজন তপস্বীর শরণাগত হন। তিনিই ঐরূপ অন্নফল তাঁহাকে আহার করাইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। "বায়ুদৈবত আরণ্যপশু সকল সৃষ্টি করিলেন" ভাবার্থ যথা—তৈত্তিরীয় শাখার ব্রাহ্মণভাগে উক্ত হইয়াছে—"পশুগণের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বায়ু অতএব পশুসকলকে বায়ুদেবতার উদ্দেশেই উৎসর্গ করিবে"; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।২।১ দেখ। এই জন্যই এ মন্ত্রে "বায়ুদৈবত" বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। হরিণ, গবয়প্রভৃতি পশু সকলই আরণ্যপশু গ্রাম্যপশু বলিতে গোমহিষপ্রভৃতি বুঝিবে॥

ভাঃ ভাষ্য। বেদের রচনা ত্রিবিধা। কতকগুলি পদ্যাত্মক, কতকগুলি গীত্যাত্মক এবং কতকগুলি গদ্যাত্মক। (এই জন্যই বেদের অন্যতম নাম ত্রয়ী) তন্মধ্যে পদ্যাত্মক মন্ত্রসকলকে ঋক্ কহে। গীত্যাত্মক মন্ত্রগুলিকে সাম কহে। এবং গদ্যাত্মক মন্ত্রসকলকে যজুঃ কহে। এই সকল বিষয় মহর্ষি জৈমিনি নিজ প্রণীত পূর্ব্বমীমাংসানামক জৈমিনি-দর্শনে "তেষামৃঙ্ মন্ত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা, গীতিষু সামাখ্যাঃ শেষে যজুঃ শব্দঃ" এই তিন সূত্রে এবং ঐ সূত্রত্রয়ের শবরমুনিকৃত ভাষ্যে বিশদরূপে নির্ণীত হইয়াছে "ছন্দঃ সকল তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়।" এই বাক্যে একটু সন্দেহ হইতেছে ঋক্ মন্ত্র সকল ছন্দোবদ্ধ। 'ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র সকল উৎপন্ন হইল' বলাতেই ছন্দঃ সকলের উৎপত্তি বলা হইয়াছে, তবে পৃথক্ করিয়া পুনশ্চ ছন্দঃ সকলের উৎপত্তি-বিধানের তাৎপর্য্য কি? উত্তর,—তাৎপর্য্য—ছন্দোবিধায়ক শ্রুতি সকল আছে যাহাতে, এরূপ 'ব্রাহ্মণভাগ'বেদেরও প্রাদুর্ভাব তাঁহা হইতে হইয়াছে; এইরূপ জ্ঞাপন করা মাত্র। বেদের দুই ভাগ। মন্ত্রভাগ এবং বিধিভাগ। 'মন্ত্রভাগ' সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ এবং বিধিভাগ 'ব্রাহ্মণ'নামে প্রসিদ্ধ। এই জন্য মহর্ষি আপস্তম্ব নিজ প্রণীত সূত্রগ্রন্থে প্রথমাধ্যায়ে "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদনামধেয়ং" এইরূপ বেদের লক্ষণ করিয়াছেন। অতএব কি মন্ত্রভাগ, কি ব্রাহ্মণভাগ, সমস্তই সেই যজ্ঞপুরুষ হইতে প্রাদুর্ভূত জানিবে। মহর্ষি বাসদেব নিজ প্রণীত উত্তরমীমাংসানামক ব্রহ্মসূত্রে বেদের উৎপত্তি

ন্ধ হইতে নিরূপণ করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই সূত্রটি শারীরক ভাষ্যসহ দেখ। কেহ কেহ আশঙ্কা করেন, মনু বেদবিরুদ্ধ বলিয়াছেন। মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের ২৩ শ্লোক দেখ—তাহাতে বলিয়াছেন—"অগ্নি-বায়ু-রবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্মসনাতনং। দোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থং ঋগ্‌যজুঃসামলক্ষণং" অর্থাৎ "ব্রহ্মা, অগ্নি হইতে ঋক্‌লক্ষণ মন্ত্র সকলকে, বায়ু হইতে যজুর্লক্ষণ মন্ত্রসকলকে এবং সূর্য্য হইতে সামলক্ষণ মন্ত্রসকলকে যাগকর্ত্তা দেবগণের যাগ সকল করিবার জন্য আকর্ষণ করিলেন।" সুতরাং পুরুষসূক্তের এই নবম মন্ত্রের সহিত মনুসংহিতার এই শ্লোকটি বিরুদ্ধ হইয়া উঠিল? উত্তর—প্রকৃত কথা একই, কেবল বলিবার ভঙ্গীমাত্র ভিন্ন। মনে কর, কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে "বালী কাহা হইতে মরিল?" তদুত্তরে কেহ কহিল, "শ্রীরাম হইতে" কেহ বা কহিল "শ্রীরাম অমুক বাণ আকর্ষণ করিয়া মারিলেন" এস্থলে, ঋগ্বেদের উক্তি এবং মনুসংহিতার উক্তি সেইরূপ পৃথক্ মাত্র। সামবেদীয় ছান্দোগ্যের ৪র্থ প্রপাঠকের সপ্তম খণ্ডে একটি মন্ত্র আছে—"অগ্নেঋর্চো বায়োর্যজূংষি সামাদিত্যাৎ" এই মন্ত্রের ভাবার্থ মহর্ষি মনু গ্রহণ করিয়াছেন। অগ্ন্যাদি দেবত্রয় হইতে ঋগাদি বেদত্রয়ের আকর্ষণটা কি? অবশ্য ইহা একটা বিশেষ জিজ্ঞাসার যোগ্য। উত্তর—ব্রহ্মার শরীর মধ্যে অগ্নি, বায়ু ও রবি এই ত্রিধাতু আছে। তন্মধ্যে যখন অগ্নিধাতুকে সংধুক্ষিত করিলেন, তখন ঋঙ্মন্ত্র সকল বাহির হইল, যখন শারীরিক বায়ু-ধাতুকে প্রবাহিত করিতে লাগিলেন, তখন যজুর্ম্মন্ত্র সকল প্রকাশ হইল। এবং যখন শারীরিক সূর্য্য-ধাতুকে উত্তাপিত করিলেন, তখন সামগান সকল বাহির হইল। ভাবার্থ ইহার অনুভব করিয়া দেখিলে প্রকাশ পাইবে, অন্যথা সাধ্য কি যে লিখিয়া দেখাই! যাহারা ছন্দোবদ্ধ ঋঙ্মন্ত্র সকল সর্ব্বদা অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, তাঁহাদের ঋক্ মন্ত্র সকল পাঠে মস্তিষ্কেও আঘাত লাগে না, প্রাণবায়ুতেও কোন আঘাত লাগে না, কেবল জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হয় কি না? সুতরাং এখনও ঋগ্বেদের প্রকাশ অগ্নি (জাঠরাগ্নি) হইতেই হইতেছে। যজুর্ব্বেদের উচ্চারণ ভয়ানক কঠিন, উচ্চারণ করিতে ২ হাঁপ লাগে। অর্থাৎ শরীরের সকল বায়ু (বিশেষ প্রাণবায়ু) উদ্দীপিত না হইলে যজুর্ম্মন্ত্র সকল উচ্চারিত হয় না, ইহা স্থির। সুতরাং এখনও যজুর্ম্মন্ত্র সকল বায়ুদেবতা হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। সামমন্ত্র সকলের উচ্চারণ যজুর্ব্বেদবৎ কঠিন না হউক, কিন্তু স্বরগ্রাম, মুর্চ্ছনা, তানলয়াদি এত দীর্ঘ যে, তদ্দ্বারা মস্তিষ্ক সবলে প্রতিঘাতিত বা আঘাতিত হয়। মস্তিষ্কই সূর্য্যের স্থান বা সূর্য্য, সুতরাং সূর্য্য হইতে সামবেদের উৎপত্তি এখনও হইতেছে। লিখিয়া এতদপেক্ষা আর অধিক স্পষ্ট করা অসম্ভব, তবে কেহ যদি প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমার নিকটে ঋগাদি তিনটি বেদই শ্রবণ করিতে হইবে। যত বড়ই বুদ্ধিমান্ হউন না কেন, প্রত্যক্ষ শ্রবণ বিনা, অগ্নি-বায়ু-সূর্য্য হইতে ঋগাদির উৎপত্তি-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না।

তাঁহা হইতে অশ্ব সকল উৎপন্ন হইল। এবং অশ্বতর ও গর্দ্দভ সকল উৎপন্ন হইল। যাহাদের দুইপাটি দন্ত, এরূপ পশু সকল সমস্তই তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইল। এবং সেই তাঁহা হইতেই গাবী সকল উৎপন্ন হইল। তাঁহা হইতে ছাগ সকল এবং মেষ সকল উৎপন্ন হইল॥

ভাঃ ভাষ্য। ৮ম মন্ত্রে গ্রাম্যপশু সকলের উৎপত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। পুনশ্চ এই মন্ত্রে (১০ম মন্ত্রে) অশ্ব, অশ্বতরাদির উৎপত্তি-কীর্ত্তন কেন, এ মন্ত্রের অশ্বাদি পশু সকল ত সমস্তই গ্রামে ব্যবহার্য্য, সুতরাং ইহারা সকলেই গ্রাম্য? উত্তর—অষ্টম মন্ত্রে সামান্যতঃ "গ্রাম্য পশু সকল হইল" বলা হয়, এ মন্ত্রে সেই গ্রাম্য পশু সকল কি কি? এরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরস্বরূপ অশ্বাদির সৃষ্টি কীর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র। অথবা ৮ম মন্ত্রের গোঅশ্বাদি সকল যজ্ঞীয় নহে, কিন্তু ১০ম মন্ত্রের গো-অশ্বাদি যজ্ঞীয়। ৮ম মন্ত্রে 'গ্রাম্য' এই বিশেষণদ্বারা অযজ্ঞীয় পশুগণের সৃষ্টি সূচিত হইয়াছে। ফলতঃ যজ্ঞে ব্যবহার্য্য গো-অশ্বাদি পশুগণের বিশেষ ২ চিহ্ন আছে। বেদের বিধিভাগে (ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে) সে সকল লক্ষণ সুস্পষ্ট আম্নাত হইয়াছে। যথা—"স্থূলপৃষতীমাগ্নিবারুণী মনড্বাহী মালভেত" ইত্যাদি। অর্থাৎ "যাহার শরীরে কালো অথচ গোল বড় ২ চিহ্ন থাকিবে এবং যাহার শরীর হৃষ্টপুষ্ট হইবে, চক্ষুর্দ্বয় অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ ও প্রদীপ্ত হইবে, ঈদৃশ অনড্বাহীকে (গোকে) উৎসর্গ করিবে।" এইরূপ অশ্বছাগাদির সম্বন্ধেও বিশেষ ২ লক্ষণ বিহিত আছে। সেই ২ লক্ষণাক্রান্ত পশু সকল যজ্ঞীয়। তদতিরিক্তগুলি গ্রাম্য অর্থাৎ গ্রামে ব্যবহার্য্য জানিবে। গ্রাম্যপশু সকলের সৃষ্টি ৮ম মন্ত্রে এবং যজ্ঞীয় পশু সকলের সৃষ্টি ১০ম মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং উভয় মন্ত্রে একবিধ সৃষ্টি নহে॥

---

(১১)

দেবগণ সৃষ্টির জন্য মানসযাগ বিস্তার করিয়া যখন নিজ অমোঘ সঙ্কল্প দ্বারা বিরাট্ পুরুষের বৈরাজরূপটি (বিরাট্ শরীর) সৃষ্টি করেন, (জিজ্ঞাসা করি) তখন বৈরাজরূপটি কতিবিধপ্রকারে পূর্ণ হইল?

ভাঃ ভাষ্য। (সর্ব্বাদৌ কতিপয় প্রয়োজনীয় উপদেশ) বিরাট্-সৃষ্টির মধ্যেও দুই অংশ বুঝিতে হইবে। প্রথম বিরাট্ পুরুষের উৎপত্তি, দ্বিতীয় বিরাটের বৈরাজরূপের উৎপত্তি। দেবযোনি হইতে কৃমি-কীটযোনি পর্য্যন্ত জীবগণের জীব সকল একত্র করিয়া দেখ, (যাহার নাম সমষ্টিচৈতন্য) ইহাকেই 'বিরাট্ পুরুষ' কহে। এবং দেবযোনি হইতে কৃমি-কীটযোনি পর্য্যন্ত জীবগণের স্থূলশরীর সকল একত্র করিয়া দেখ, ইহাই বৈরাজরূপ। বেদান্তে এই কারণেই বিরাট্পুরুষকে সমষ্টিচৈতন্য এবং জীবপুরুষকে ব্যষ্টিচৈতন্য বলিয়া

ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে বিরাট্‌পুরুষের আবির্ভাব (*) এই পুরুষসূক্তের ৫ম মন্ত্রে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে এই একাদশ মন্ত্রে বিরাট্‌-শরীরের (বৈরাজরূপের) উৎপত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। তদনন্তর ১২শ হইতে ১৪শ মন্ত্রে উক্ত জিজ্ঞাসার উত্তরস্বরূপ বৈরাজরূপের বর্ণনা করিবেন। বর্ণনাতে দেখিবেন বিশেষ নিপুণতা আছে, অর্থাৎ, বেদ একদিগে যেমন বিরাট্‌পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল বুঝাইয়া দিবেন, অপরদিগে আবার ঠিক্ সেই সকল বর্ণনা দ্বারা ত্রিভুবনের সৃষ্টিও বুঝাইয়া দিবেন॥ এক্ষণে ১১শ মন্ত্রের ভাবার্থের ভাষ্য করা যাউক।—লোকগণের শিক্ষার জন্য বেদপুরুষ, নিজেই প্রশ্নকর্ত্তা এবং নিজেই উত্তরদাতা হইয়াছেন। প্রশ্ন এখানে দ্বিবিধ। একটি সামান্য ভাবে, আর একটি বিশেষরূপে। মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধে সামান্য-ভাবে একটি প্রশ্ন আছে এবং মন্ত্রের শেষার্দ্ধে বিশেষরূপে চারিটি প্রশ্ন আছে। তন্মধ্যে প্রথমার্দ্ধের অনুবাদ করা হইয়াছে; ইহাতে যে একটি সামান্যভাবে প্রশ্ন হইয়াছে তাহার উত্তর ১৩শ ও ১৪শ মন্ত্রে আছে। মন্ত্রের শেষার্দ্ধের অনুবাদ আমি পৃথক্ করিয়া দিলাম (*) এই শেষার্দ্ধের অনুবাদে যে চারিটি বিশেষ প্রশ্ন আছে, সে সকলের উত্তর তৎপরবর্ত্তী ১২শ মন্ত্রেই স্পষ্ট হইয়াছে॥ "তখন বৈরাজরূপ কতিবিধ প্রকারে পূর্ণ হইল?" এই জিজ্ঞাসার একটু ভঙ্গী আছে।—বিরাট্‌পুরুষ ত 'জীবন' অর্থাৎ সমষ্টিচৈতন্যস্বরূপ, তাঁহারত অস্মদাদি ব্যষ্টিজীবগণের ন্যায় বাস্তবিক লিঙ্গশরীর ও স্থূলশরীর নাই। তবে দেবগণ মানসযাগে তাঁহাকে পশু কল্পনা করেন, পশুভাব, বিনা অভিমানে হয় না,—অভিমান বিনা লিঙ্গশরীরে হয় না—লিঙ্গশরীর, বিনা স্থূলশরীরে হয় না, সুতরাং বিরাট্‌কে পশু করিতে হইলে সমস্তই আবশ্যক, অর্থাৎ তাঁহার অভিমান, লিঙ্গশরীর, স্থূলশরীর, সকলগুলিই চাই। এস্থলে লোক-প্রসিদ্ধ একটি শ্লোক উল্লিখিত হইতেছে। শ্লোকটি মহাকবি কালিদাসের। "ত্বদ্বাহব্যূহবেগক্ষতধরণিতলে বৈরিণামশ্রুপঙ্কে, ক্ষিপ্তং মত্তেভকুম্ভস্থলদমন-বশান্মৌক্তিকং তত্র বীজং। তজ্জাতা কীর্ত্তিবল্লী গগনবনচরী মূলমস্যাঃ ফণীন্দ্রঃ, শুভ্রাণ্যভ্রাণি পত্রাণ্যড়গণকলিকাশ্চন্দ্রমাঃ ফুল্লপুষ্পম্"। অর্থ— "হে রাজন্! তোমার অশ্ব সকলের ধাবননিবন্ধন পৃথিবীতল ধূলিময় হয়, তৎপরে শত্রুনারীগণের বৈধব্যজনিত শোকাশ্রুপ্রবাহে ঐ ধূলিধূসরিত পৃথিবীতল পঙ্কিল (কর্দ্দমময়) হইয়া উঠে। তৎপরে সেই পঙ্কিল ভূমি-সকলে গজমুক্তাগুলি পতিত ও রোপিত হয়। যদি বল কিরূপে? কেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? রাজন্! তোমার মদমত্ত হস্তিগণের কুম্ভস্থল যখন হস্তিপকের (মাহুতের) অঙ্কুশাঘাতে বিদীর্ণ হয়, তখন তাহা হইতে মুক্তা

(*) বেদে প্রায়শঃ আবির্ভাব স্থলে উৎপত্তি এবং উৎপত্তিস্থলে কল্পনা বলিয়া থাকেন। তাহারও কিঞ্চিৎ গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। অর্থাৎ উৎপত্তিটা না কি মায়াতে কল্পিত, সত্য নহে, সেই জন্য 'কল্পনা' (কৃপ ধাতুর প্রয়োগ, অকল্পয়ৎ ইত্যাদি) ব্যবহার হয় এবং আবির্ভাবটা না কি সত্য বস্তুরই হয়, সেইজন্য আবির্ভাবস্থলে উৎপত্তি ব্যবহার হয়। এই টিপ্পনীটুকু বড়ই প্রয়োজনীয়। পাঠকগণ স্মরণ রাখিলে, বেদব্যাখ্যা অতিসহজে বুঝিতে পারিবেন।

সকল বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ সকল গজমুক্তা বর্ণিতরূপ পঙ্কিল-ভূমিতে প্রোথিত হইলে উহারাই বীজ হয়। সেই মুক্তাবীজ সকল হইতে কীর্ত্তিরূপা বল্লী প্রাদুর্ভূত হয়। হইয়া উহা গগনরূপী বনে গিয়া প্রসৃত হইয়াছে। মহারাজ! এই কীর্ত্তিবল্লীর মূল হইতেছে সর্পরাজ বাসুকি, শুভ্রবর্ণ মেঘরাজি ইহার পত্রসকল, নক্ষত্রগুলি ইহার কোরক (কুঁড়ি) এবং সেই সকল কোরকের মধ্যে একটী প্রস্ফুটিত হইয়াছে—যাহাকে সাধারণে চন্দ্রমা কহে!" পাঠকগণ! মহাকবির এই বর্ণনাটি স্মরণ করিয়া রাখুন। এখানেও প্রায় এইরূপ রূপককল্পনা হইয়াছে। দেবগণ, মানসযাগে বিরাট্‌পুরুষের অভিমান, লিঙ্গ-শরীর ও স্থূলশরীরের কল্পনা, রূপক দ্বারা সম্পাদন করেন, এক্ষণে এই যে সামান্যভাবে প্রশ্ন হইল অর্থাৎ "তখন বৈরাজরূপ কতিবিধ প্রকারে পূর্ণ হইল।" ইহার মর্ম্ম এইরূপ—"তাঁহারা মানসযাগে পুরুষকে পশু কল্পনা করেন, পশু কল্পনা করিতে ত লিঙ্গ ও স্থূলশরীরের আবশ্যক? অতএব তাঁহার অভিমান সম্পাদনার্থ সে সময়ে কোন্ কোন্ বস্তুকে লিঙ্গ-শরীররূপ এবং কোন্ কোন্ পদার্থকেই বা স্থূল-শরীররূপে ভাবনা করিয়াছিলেন?" দেবগণের এই ভাবনা বা কল্পনার দ্বারা সেই সেই উৎপন্ন পদার্থের অধিষ্ঠাতৃদেবতা সেই সেই বস্তু হইয়াছে। মনে কর, দেবগণ ভাবনা করিলেন, মন তাঁহার, চন্দ্র হউক, সুতরাং চন্দ্র, মনের অধিষ্ঠাতৃদেব হইলেন। সূর্য্য, চক্ষুঃ হউক, সুতরাং চক্ষুর অধিষ্ঠাতৃদেব সূর্য্য হইলেন, ইত্যাদি। তাঁহারা সিদ্ধসঙ্কল্প, সুতরাং তাঁহাদের সঙ্কল্প অমোঘ ও বিচিত্র, সেই জন্যই এইরূপ হইয়াছে। আমাদের অন্তর্যাগে অর্থাৎ মানসপূজাতে রূপকল্পনা যতই হউক না কেন, চিত্ত-পরিশুদ্ধিমাত্র ফল অবশ্য হইবে, কিন্তু উক্তরূপে কল্পিতপদার্থ সকল কথনই অধিষ্ঠাতৃদেবতা রূপে পরিণত হইবে না। এইটুকু দেবগণের মানস-পূজা এবং আমাদের মানস-পূজায় বিভিন্নতা বুঝিবেন।

একাদশের শেষার্দ্ধের অনুবাদ যথা—

এবং কোন্ পদার্থ উক্ত বৈরাজশরীরের মুখ হইল? (১) কোন্ পদার্থই বা বাহুযুগল হইল? (২) কোন্ পদার্থই বা উরুযুগল হইল? (৩) এবং কোন্ পদার্থই বা পদযুগল হইল? (৪)॥

ভা° ভাষ্য। এ সকল বিশেষ প্রশ্ন। সামান্যরূপ প্রশ্ন—যাহা মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধে হইয়াছে, উহা লিঙ্গশরীরবিষয়ে। শেষার্দ্ধে স্থূলশরীরবিষয়ে প্রশ্ন হইল। শ্রোত্র (১) ত্বক্ (২) চক্ষুঃ (৩) জিহ্বা (৪) নাসিকা (৫) এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক্, পাণি বা হস্ত (২) পাদ (৩) পায়ু বা পুরীষোৎসর্গের ইন্দ্রিয় (৪) উপস্থ বা মৈথুনেন্দ্রিয় (৫) এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়। যে সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান উপার্জ্জিত হয়, তাহাদিগকে জ্ঞানেন্দ্রিয় কহে। এবং কর্ম্ম বা ক্রিয়াবিশেষ যাহাদিগের দ্বারা সম্পন্ন হয়, এরূপ ইন্দ্রিয়গণকে কর্ম্মেন্দ্রিয় কহে। উভয় ইন্দ্রিয়ে (১০) দশ। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ব্যান এই পঞ্চ প্রাণ। প্রাণের স্থান হৃদয়, অপানের স্থান গুহ্য, সমানের স্থান নাভিদেশ, উদানের স্থান কণ্ঠকূপ এবং ব্যানের স্থান সমস্ত শরীর অর্থাৎ ত্বকের নিম্নভাগ সমুদায়। দশবিধ ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ মন; এবং ঐ সকলের কর্ত্রী

(১২শ)

ইঁহার মুখ, ব্রাহ্মণ হইল। বাহুযুগল রাজন্যকে করিলেন। ইঁহার উরু-যুগল বৈশ্য হইল। পাদযুগল হইতে শূদ্র হইল॥

বুদ্ধি, এই সমষ্টি (১৭) সপ্তদশকে 'লিঙ্গশরীর' কহে। অতএব সামান্য প্রশ্নে বুঝিতে হইবে, "এই সপ্তদশ পদার্থেরই জিজ্ঞাসা হইয়াছে" অর্থাৎ জিজ্ঞাসা হইয়াছে, "বিরাটের শ্রোত্র কোন্ পদার্থ? ত্বক্ কোন্ পদার্থ" ইত্যাদি। বিশেষ প্রশ্নে স্থূলশরীরের চারিটি প্রধান অংশমাত্র গৃহীত হইয়াছে।

ভা০ ভাষ্য। ব্রাহ্মণকে দেবগণ বিরাটের মুখ মনে করিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ, মুখের অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইলেন। ক্ষত্রিয়কে বিরাটের বাহুযুগল মনে করিলেন, সুতরাং ক্ষত্রিয়, বাহুযুগলের অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইল। বৈশ্যকে বিরাটের উরুযুগল মনে করিলেন; সুতরাং বৈশ্য উরুযুগলের অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইল। শূদ্র, বিরাটের পাদযুগল মনে করিলেন। সুতরাং শূদ্র, পাদযুগলের অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইল। দেবগণ সিদ্ধসংকল্প, এই জন্য তাঁহাদের মনে করা, অমোঘ, একথা ইতিপূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছে স্মরণ কর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি শব্দ এখানে ধর্ম্মপর (অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব বা ব্রহ্মণ্যদেব, ক্ষত্রিয়ত্ব বা নরদেব, বৈশ্যত্ব বা অর্য্যদেব, শূদ্রত্ব বা দাসদেব) ধর্ম্মিপর নহে। ধর্ম্মিপর হইলে, ব্রাহ্মণাদি জাতি বলিয়া প্রতীতি হইবে। কিন্তু সেটা অসম্ভব, যেহেতু জাতি জন্মের সহিত থাকে। ব্রাহ্মণাদি সেরূপ নহে, সংস্কারবিশেষে (উপনয়ন ও বেদারম্ভ) দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জন্য মনুসংহিতাতে ব্রাহ্মণাদিকে 'বর্ণ' সংজ্ঞা দিয়াছেন যথা—"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণাঃ দ্বিজাতয়ঃ। চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রোনাস্তি তু পঞ্চমঃ॥" অর্থ—ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনটি দ্বিজাতি অর্থাৎ দুইবার জন্মে; একবার প্রকৃত জন্ম, দ্বিতীয় গৌণ জন্ম, যাহার নাম সংস্কার (উপনয়ন ও বেদ স্বীকার) এবং শূদ্র একজাতি অর্থাৎ একবারমাত্র জন্মে, অর্থাৎ শূদ্রের উপনয়ন ও বেদাধ্যয়নরূপ সংস্কার নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি ঐ তিনকে বর্ণ বলিব, শূদ্রকে বর্ণ বলিব না? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—শূদ্রও "চতুর্থ" (চতুর্থ বর্ণ) অর্থাৎ সংস্কার না থাকিলেও বা সংস্কারজনিত গৌণ জন্ম না হইলেও, দ্বিজ-সেবানিবন্ধন ইহাদিগতে শূদ্রত্ব বা দাসদেবতার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে, সুতরাং শূদ্রও বর্ণ। তবে অবশ্য পঞ্চম বর্ণ বলিয়া আর কেহ নাই॥ এইত গেল মনুবচনের অর্থ। ইহার ভাবার্থ বলি—দেখ, মনুতে 'বর্ণ' একটি শব্দ ব্যবহার হইয়াছে, ইহার অর্থ এইরূপ "বর্ণনং বর্ণঃ" অর্থাৎ বর্ণন করাকে বর্ণ কহে। বর্ণন করা 'রংক-লান' একই কথা। অর্থাৎ দেবগণ মানসযাগে নির্গুণপুরুষরূপ ভিত্তিতে, বিরাট্পুরুষরূপী চিত্রদর্শন করিয়া, তাহাতে ব্রাহ্মণাদি 'চারিটি বর্ণ' অর্থাৎ চতুর্বিধ রং ফলাইয়াছিলেন। এই জন্য ইহাদিগকে মনু বর্ণ বলিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। ফলতঃ যাহা জন্মের সঙ্গে হয় না—যাহা সংস্কারবিশেষ দ্বারা উৎপন্ন এবং সংস্কারনাশে নষ্ট হয়, তাহা জাতি হইতে পারে না। দেখ, ঐ

মনুতেই আছে—"যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥" অর্থ—যে দ্বিজ নিজের ব্রাহ্মণত্ববিধায়ক বেদপাঠ] অগ্রে না করিয়া অন্য কিছু অধ্যয়ন করে, সে অতিশীঘ্র ইহ-জন্মেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।" এখন বলুন, একজাতিতে কি কথনও অপরজাতি (কর্ম্মজন্য) হইতে পারে? কৈ, ব্যাঘ্রকে কর্ম্মদ্বারা গো করুন দেখি? মনুষ্যকে কর্ম্মদ্বারা গো করিয়া বিচালি খাওয়ান দেখি? এই জন্যই সৃষ্টিপ্রকরণে দেব, তির্য্যক্ ও নর এই সকল জাতির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণাদির নাম কুত্রাপি নাই। তবে অবশ্য বর্ণধর্ম্ম এবং আশ্রমাদি ধর্ম্ম বেদ হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা কে না স্বীকার করিবে? এখানে ব্রাহ্মণাদির নাম দেখিয়া কেহ পাছে সন্দেহ করেন বলিয়া এত ব্যাখ্যা করিতে হইতেছে। এখানকার ব্রাহ্মণাদি বর্ণ অর্থাৎ মুখবাহুপ্রভৃতির অধিষ্ঠাতৃদেবতাবিশেষ বুঝিবে। উপক্রম ও উপসংহার দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হয়। উপক্রমে দেখ—দেবগণ কর্ত্তৃক মানসযাগে বিরাট্পুরুষকে পশুকল্পনা এবং তাঁহার অবয়ব সকলের বর্ণনার কথা আছে কি না? এবং এই মন্ত্রের পরে দেখ, চন্দ্রসূর্য্যাদি অধিষ্ঠাতৃদেবতা সকলের সৃষ্টি নিরূপিত হইয়াছে কি না? তবেই দেখ, এই "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখ মাসীৎ" মন্ত্রটিও অধিষ্ঠাতৃদেবতাপর, জাতিপর নহে, ইহা স্থির হইল। তবে অবশ্য এই চারিটি অধিষ্ঠাতৃদেবতার 'বর্ণ' নাম দাও, দিতে পার, যেহেতু এই চারিটি দেবতার দ্বারা দেবগণ বিরাট্পুরুষরূপী চিত্রের রং ফলাইয়াছেন; এবং মনুও, সেই জন্য এই চারিটিকে বর্ণ বলিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। বিরাট্পুরুষের রং ফলাইতে এই চারিটি ছাড়া, অন্য পঞ্চম বস্তু লাগে নাই বলিয়াই মনু "নাস্তি তু পঞ্চমঃ" পঞ্চমবর্ণ নাই এই কথা স্পষ্ট বলিয়াছেন। যদি বল, পর মন্ত্রে (১৩শ মন্ত্রে) চন্দ্রসূর্য্যাদি অনেক অধিষ্ঠাতৃদেবতার সৃষ্টি নিরূপিত হইয়াছে, তবে কেবল ব্রাহ্মণাদি চারিটি হইবে কেন? উত্তর—পরমন্ত্রে বিরাটে লিঙ্গ-শরীর বলিবেন। এমন্ত্রে বিরাটের স্থূল-শরীর চিত্রিত হইয়াছে। অর্থা বিরাট্ দ্বিবিধ; হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্। লিঙ্গ-শরীরাভিমানী বিরাট্পুরুষকে হিরণ্যগর্ভ, এবং স্থূলশরীরাভিমানী বিরাট্পুরুষকে বিরাট্ কহে। পরমন্ত্রে হিরণ্যগর্ভ চিত্রিত হইয়াছেন। এমন্ত্রে চারিটিমাত্র বর্ণদ্বারা বিরাট্ মূর্ত্তি চিত্রি হইলেন। অতঃপর আর একটি সন্দেহ,—আমাদের চিরসংস্কারানুরূপ ব্রাহ্মণাদি তবে জাতি হইল না, একমাত্র মনুষ্যজাতি, কর্ম্মবিশেষ দ্বারা ব্রাহ্মণা অধিষ্ঠাতৃদেবতার অধিষ্ঠানে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ হয়; অর্থাৎ দেবপূজক যেমন পূজারি রন্ধনব্যবসায়ী যেমন রাঁধুনি, মন্ত্রণাকার্য্যে নিযুক্ত যেমন মন্ত্রী, হত্যাকার্যে নিযুক্ত যেমন জহ্লাদ, খানসামাগিরি কার্য্যে নিযুক্ত যেমন খানসামা, তন্তু বয়নব্যবসায়ী যেমন তন্তুবায়, তোষামুদি কার্য্যে নিযুক্ত যেমন স্তাবক তোষামুদে এবং গণনাকার্য্যে ব্যসনশীল যেমন গণক উপাধি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূ বেদপাঠাদির দ্বারা ব্রহ্মআরাধনাকার্য্যে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ; বাহুবলে রাজ্যশাসনাদি কার্য্যে নিযুক্ত ক্ষত্রিয়; ঊরুবলে দেশবিদেশ হইতে পণ্যদ্রব্য সকলে ক্রয়-বিক্রয় ও ঊরুবলেই কৃষিকার্য্য ব্যসনশীল বৈশ্য এবং এই ত্রিবিধ বর্ণে সেবার দ্বারা জগতের সাহায্য করে যে সে শূদ্র বলিয়া সংজ্ঞা ও ব্যবহা

প্রাপ্ত হয় মাত্র। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, পূজারি, রাঁধুনি বা মন্ত্রী ইত্যাদি জাতি নহে, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদিও জাতি নহে। ইহাই যদি স্থির হইল, তবে ব্রাহ্মণ সেবাকার্য্য করিয়া শূদ্র হউক, এবং শূদ্র বেদপাঠ করিয়া ব্রাহ্মণ হউক ? কৈ তাহা হয় ? (ক) এবং মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রেই বা কেন "ব্রাহ্মণ কখনই শূদ্র হইতে পারে না, এবং শূদ্রও কখনও ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।" বলিয়াছেন ? যথা—"অনার্য্যমার্য্য কর্ম্মাণমার্য্যং চানার্য্যকর্ম্মিণং। সম্প্রধার্য্যাব্রবীদ্ধাতা ন সমৌ নাসমাবিতি॥ (মনুঃ ১। ৭৩) অর্থ—"ব্রহ্মা বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে শূদ্র, দ্বিজাতির কর্ম্ম করিলে দ্বিজাতি হয় না এবং দ্বিজাতি একজাতির (শূদ্রের) কর্ম্ম করিলে শূদ্র হয় না, যেহেতু শূদ্র ও ব্রাহ্মণ ইহারা পরস্পরের বিপরীত কর্ম্ম করিয়া পরস্পর সমান হইতে পারে না, পক্ষে ইহারা যে পরস্পর অসমান অর্থাৎ জাত্যন্তর, তাহাও নহে।" অতএব এখন মহান্ সন্দেহ উপস্থিত (খ) ? উত্তর—অগ্রে (ক) চিহ্নিত প্রথম প্রশ্নের উত্তর করা যাউক।—এরূপ প্রশ্নই "কাঁটালের আমসত্ব"তুল্য। যে কাঁটাল (কণ্টকী ফল) সে কাঁটালই, আম কখনও হয় না—হইলে আমসত্ব হওয়া আশ্চর্য্য নহে বটে, কিন্তু হয় কৈ ? তদ্রূপ যে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ উপনয়ন-সংস্কার ও তদনন্তর জাত ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত বেদালোচনাদি হইতে অধিষ্ঠাতৃদেব ব্রহ্মণ্যদেবের অধিষ্ঠান যাহার শরীরে হইয়াছে, সে কি কখনও শূদ্র হইতে পারে ? শূদ্রবর্ণ অর্থাৎ অধিষ্ঠাতৃদেবতা 'দাসদেব' তাহাতে কখনই অধিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইহা একেবারে অসম্ভব। এইরূপ যে শূদ্র, সে কখনও ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। সুতরাং এরূপ প্রশ্নই অসম্ভব। তবে অবশ্য যে মনুষ্য ব্রহ্মণ্যদেবকে লাভ করে নাই, অর্থাৎ মূলে ব্রাহ্মণই নহে, সে ব্যক্তি শূদ্র-কর্ম্ম করিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে বটে। তাত হইয়াও থাকে। "যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।" (মনু ২ অ০ শ্লো০ ১৬৮) এই মনুবচন ত ঐ কথাই বলিয়াছেন। যদি বল—ব্যবহার হয় না কেন ? তদুত্তরে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে—মধুচক্রের মধু ফুরাইয়া গেলেও লোকে 'মধুচাক' বলিয়া ব্যবহার করিতে বিরত হয় না, গোপালের মার গোপাল মরিয়া গেলেও "গোপালের মা" বলিয়া লোকে সম্বোধন করিতে ক্ষান্ত হয় না; রাজার রাজ্য গেলেও 'রাজা' বলিতে লোকে নিরস্ত হয় না; এইরূপ মানবের ব্রহ্মণ্যদেব ফুরাইয়া গেলেও (এক পুরুষে হয় এরূপ নহে, কাহারও বা পিতার আছে, কিন্তু পুত্রের আদৌ ব্রহ্মণ্যদেব হয় নাই, এস্থলে বলিতে হইলে, দ্বিতীয় পুরুষে ফুরাইয়া গিয়াছে, পৌত্রে হইলে, তৃতীয় পুরুষে, প্রপৌত্রে হইলে চতুর্থ পুরুষে ইত্যাদিরূপে বুঝিতে হইবে) : তাহাকে অর্থাৎ সে নিজে হউক, বা তাহার দ্বিতীয় তৃতীয়াদিক্রমে নিম্নতম পুরুষেই বা হউক ব্রাহ্মণ বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে। এরূপ ব্যবহারমাত্রে ব্রাহ্মণগণকে 'ব্রাহ্মণব্রুব' কহে। 'আমি ব্রাহ্মণ' বলিয়া অভিমানটুকু রাখে এইজন্য শাস্ত্রে ইহারা 'ব্রাহ্মণব্রুব' পদবাচ্য। মনু-সংহিতায় এবিষয়ে উত্তমরূপে উপদেশ রহিয়াছে। অতএব এতক্ষণে এই স্থির হইল জানিবে, "কর্ম্মদ্বারা আর এখন কেহ নূতন করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণ হইতে পারে না," তবে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি—ব্রহ্মা দেবগণের মানসযাগে

পরিতৃপ্ত হইয়া, তাঁহাদের সকল নিজ সঙ্কল্পানুগত হইলে, যখন দেবজাতি, তির্য্যক্‌জাতি ও মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহাকে মনুষ্যজাতির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশেষ করিতে হইয়াছিল। বিশেষ এই—যাগকর্ত্তা দেবগণ মনুষ্যগণকে কর্ম্মবিশেষদ্বারা চতুর্দ্ধা কল্পনা করিয়া তাঁহার অঙ্গবিশেষের বর্ণ (বর্ণ=রং। এই রং আধ্যাত্মিক) করিয়া চিন্তা করেন; এই কারণে ব্রহ্মা, মনুষ্য-সৃষ্টি, বর্ণ-ধর্ম্মের সঙ্গেই করিলেন। পুরাণের মতে কেবল বর্ণ-ধর্ম্মের সহিত নহে, কিন্তু (বর্ণটা উপলক্ষণমাত্র,) বর্ণ-ধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্ম এই উভয়ের সহিত বুঝিতে হইবে। যেহেতু আশ্রম চারিটি না হইলে, বর্ণ-ধর্ম্ম থাকিবে কোথায়? সুতরাং "বর্ণ-ধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্মের সহিত মনুষ্য-সৃষ্টি হইয়াছে" ইহাই স্থির। অতএব সৃষ্টির আদিতে যিনি যেরূপ বর্ণ হইবার উপযুক্ত (সত্ত্বাদিগুণতারতম্যে) তিনি সেইরূপ বর্ণ হইয়াছিলেন। এইজন্য মহাভারতে বলিয়াছেন, "অগ্রে মানবগণ-মধ্যে কোন বর্ণই ছিল না, পরে কর্ম্মবিশেষদ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ হইল।" সেই অবধি সেই মূলবংশের সম্মান চলিয়া আসিতেছে, এবং সূত্রকার (গৃহ্যসূত্র-প্রভৃতি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ব্যবস্থাপকগ্রন্থপ্রণেতা গোভিল, আপস্তম্ব, আশ্বলায়ন-প্রভৃতি মহর্ষিগণ) ও মন্বাদি স্মৃতিসংহিতাকার মহর্ষিগণ ব্যবস্থা করিলেন, "মূল-পুরুষ যে বর্ণ, তাহার বংশীয়গণও সেই বর্ণ হইবে।" অর্থাৎ যে মূলপুরুষ ব্রাহ্মণ বর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার বংশপরম্পরা সকলেই ব্রাহ্মণ হউক, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-বর্ণ হইবার জন্য যেরূপ উপনয়নাদি সংস্কার, ব্রহ্মচর্য্য ও বেদপাঠাদি বেদবিহিত আছে, সে সকলে অধিকার হউক। এইরূপ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণসকলের সম্বন্ধেও ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মণ্যবেদবিহীন ব্রাহ্মণগণ, ব্রাহ্মণবংশ্য হইলেও প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহেন, তাঁহারা কেবল "জাতিব্রাহ্মণ" মাত্র। "ব্রাহ্মণের বংশ্য" (বংশে জাত) ও "জাতিব্রাহ্মণ" শব্দ সমানার্থক বুঝিবে। তবে যাঁহারা ব্রাহ্মণের বংশে জাতমাত্রকে 'ব্রাহ্মণজাতি' বলিয়া ব্যবহার করেন, করুন, সে তাঁহাদের ইচ্ছা। ব্রহ্মা কিন্তু ব্রাহ্মণাদিনামক জাতি সকলের সৃষ্টি করেন নাই, ইহা স্থির।

এক্ষণে (খ) চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতেছে,—মনুসংহিতাতে আছে—"ব্রাহ্মণ কখন শূদ্র হয় না, শূদ্রও কখন ব্রাহ্মণ হয় না," ইত্যাদি। ইহা ত ঠিকই বলিয়াছেন। (ক) চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর আর একবার দেখ, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে। তবে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখা উচিত—মনুর এ শ্লোকটি একজন্মপর বুঝিবে অর্থাৎ একজন্মে এক বর্ণের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করিলে, তাহাকে ধর্ম্মশাস্ত্র ও যুক্তিবিধানানুসারে সেই বর্ণের সংস্কারে সংস্কৃত হইতে হইবে। অতএব কাজে কাজেই যখন তাহাকে সেই বর্ণই হইতে হইল, তখন তিনি আর ভাবী দ্বিতীয়তৃতীয়াদি জন্ম ব্যতীত এজন্মে কখনও অন্য বর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারেন না; ইহা যুক্তিযুক্ত (*)। মনু এই জন্য স্পষ্ট

(*) সত্য বটে, বিশ্বামিত্র ছিলেন রাজর্ষি, কিন্তু পরে উৎকট তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করেন এ ঘটনা এক জন্মেই? উত্তর,—উৎকট তপস্যা, সকল যুক্তিকেই পরাস্ত করিয়া থাকে ফলতঃউৎকট ভক্তিতে যেমন আজিও দ্বিতীয় প্রহ্লাদ জন্মে নাই; তদ্রূপ উৎকট তপস্যাতেও

বলিয়াছেন যথা—মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের ৬৪ এবং ৬৫ শ্লোক দেখুন। অতঃপর ইহা স্থির হইল, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ব্রাহ্মণাদি জাতি নহে, জাতি বলিয়া ব্যবহার লোকে ও শাস্ত্রেও আছে সে কেবল গৌণব্যবহার মাত্র, এবং ইহাও যুক্তি ও শাস্ত্র দ্বারা স্থির হইল যে, সৃষ্টির আদিতে মনুষ্যজাতি কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এখন আর কেহ নিজের বংশের পরম্পরাপ্রাপ্ত-বর্ণ-ধর্ম্মকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক উৎকট তপস্যা ভিন্ন, মাত্র কর্ম্মবিশেষের অনুষ্ঠানদ্বারা অন্তবর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। আমি যে মীমাংসা করিলাম, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদিবর্ণ-ধর্ম্মশূন্য তদ্বংশীয়গণকে যে ব্রাহ্মণাদি ব্যবহার (কি লোকে কি শাস্ত্রে তাহা জাতিনিবন্ধন নহে, কিন্তু গৌণ-ব্যবহার মাত্র। এ কথার তাৎপর্য্য কি? গৌণ কাহাকে কহে? বলি—কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্য লইয়া অপর বস্তুতে অপর বস্তুত্বের আরোপের নাম গৌণ; যেমন পরাক্রমশীলতারূপ সাদৃশ্য লইয়া কোন বালককে "সিংহোমাণবকঃ;" অর্থাৎ "এছেলে সিংহ" এরূপ ব্যবহার হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মণ্যাবেদহীন অব্রাহ্মণকে এবং নৃদেবত্ববিহীন ক্ষত্রিয়াপসদকে, তত্তদ্বংশে জন্ম হইয়াছে এইমাত্র সাদৃশ্য লইয়া, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্যবহার হয়। এবিষয়ে মহর্ষি পতঞ্জলি পাণিনীয় ব্যাকরণের ৫ম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ১১৮ সূত্রের (তেন তুল্যং ক্রিয়াচেদ্ বতিঃ) মহাভাষ্যে বিশেষ বিচার করিয়াছেন। এস্থলে পাঠকগণের পরিতৃপ্তির জন্য উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা করিয়া দিতে হইতেছে যথা—

সর্ব্বে এতে শব্দাঃ গুণসমুদায়েষু বর্ত্তন্তে, ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যঃ শূদ্র ইতি আতশ্চ গুণসমুদায়ে। এবং হ্যাহ—"তপঃ শ্রুতঞ্চ যোনিশ্চ এতদ্ ব্রাহ্মণকারণম্। তপঃশ্রুতাভ্যাং যোহীনো জাতিব্রাহ্মণ এব সঃ" অর্থ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র এই শব্দগুলি কতিপয় গুণসমষ্টির বাচক। এই কথা বলিয়াছেন (*) তপঃ (১) অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যব্রত, শ্রুত (২) বেদাধ্যয়ন, এবং যোনি (৩) বলিতে বীজ ও ক্ষেত্র, অর্থাৎ পিতা ও মাতার ব্রহ্মকুলে জন্ম—এই গুণ সমুদায় ব্রাহ্মণবর্ণতাকে প্রাপ্ত করায়। যে মানবের এই তিনটি গুণের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য ও বেদাধ্যয়ন এই দুইটি নাই, কেবল পিতা ও মাতা ব্রহ্মকুলোদ্ভব, এই গুণটি আছে, সে জাতিব্রাহ্মণমাত্র (অর্থাৎ তিনটি একত্র যখন হয় নাই, তখন সে ব্রাহ্মণ নহে, তবে ব্রাহ্মণ বলিয়া যে ব্যবহার হয়, তাহা কেবল ব্রহ্মকুলে জন্ম হওয়া নিবন্ধন গৌণ—অর্থাৎ রাজ্য ও বিক্রমাদিবিহীন ক্ষত্রিয়ের 'রাজা' ব্যবহার যেমন গৌণ—বৈরাগ্য ও জিতেন্দ্রিয়ত্বাদি গুণহীন, ডোরকৌপীনপরিধায়ী তিলকর্কুতলিমাত্রধারী, পাষণ্ডধর্ম্মিগণের যেমন 'বৈষ্ণব' বলিয়া ব্যবহার গৌণ, তদ্রূপ। ব্রাহ্মণবিষয়ে যেরূপ বলা হইল, এইরূপ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এ তিনও

অদ্যাপি পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বামিত্র কেহ জন্মে নাই, ইহা স্থির। পক্ষান্তরে এই বিশ্বামিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারাই ব্রাহ্মণাদি যে 'জাতি' নহে কিন্তু 'বর্ণ' মাত্র, একথা সম্পূর্ণ প্রমাণীকৃত সুতরাং নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছে।

(*) মহর্ষি পতঞ্জলি বলিলেন—"এই কথা বলিয়াছেন" অতএব তাঁহার স্থায় মহর্ষি যখন নাম দিলেন না, তখন বুঝিতে হইবে, এ বাক্য তাঁহার অবগত ঋষিবাক্য।

বর্ণ—বেদবিহিত স্ব স্ব কর্ম্মজন্য ঐ সকল বর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; মাত্র সেই সেই বংশে জন্ম হইলে এবং কর্ম না থাকিলে, ক্ষত্রিয়াদি ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু সে গৌণ। ফলতঃ এই গৌণব্যবহারনিবন্ধনই ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি সকল বর্ণ হইয়াও জাতিস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক জাতি একমাত্র 'মনুষ্য' ইহাই স্থির।

অতঃপর এই দ্বাদশ মন্ত্রের ভাবার্থ বিস্তার করিতেছি, পাঠকগণ অবহিত হউন। মহর্ষিবর পতঞ্জলির মীমাংসিত ব্রাহ্মণপদার্থ ব্রহ্মণ্যদেব। ব্রহ্মচর্য্য-বেদপাঠাদির দ্বারা শরীরমধ্যে এক প্রকার তেজোবিশেষ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। এই তেজোবিশেষকে ব্রহ্মবর্চ্চস্ কহে। ব্রহ্মবর্চ্চস্ ও ব্রহ্মণ্যদেব একই কথা। "ব্রহ্মণ্যদেব বিধাতার মুখস্বরূপ হইল বা মুখ হইতে প্রাদুর্ভূত হইল (সায়নমতে)" "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" এই অংশ টুকুর এইরূপ অর্থ হইল। আকাশপদার্থের আকাশত্ব যেমন অখণ্ড উপাধি অর্থাৎ আকাশত্ব বলিলেও আকাশ, এবং আকাশ বলিলেও আকাশত্ব বুদ্ধিবিষয় হয়—অবিনাভাবরূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণত্বও ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব-(ব্রহ্মণ্যদেব বা ব্রহ্মবর্চ্চস্) পদার্থও আকাশত্ব-পদার্থের ন্যায় অখণ্ডোপাধি। এখানে স্বরূপ-সম্বন্ধে যে থাকে, তাহাকে অখণ্ডোপাধি কহে। স্বরূপ-সম্বন্ধ বস্তুর স্বরূপকে কহে। তবেই দেখ, আকাশত্ব ও আকাশ, পরমার্থত, একই হইল, সেইরূপ ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রাহ্মণ একই হইবে। সুতরাং এ মন্ত্রে ব্রাহ্মণাদিশব্দদ্বারা ব্রহ্মণ্য-দেবাদিরূপ অর্থই যুক্তিযুক্ত। ব্রহ্মণদেব ও ভূ-দেব একই কথা। পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মনিচয় দ্বারা শরীরে ইনি আগমন পূর্ব্বক মুখে আসিয়া বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা অগ্নির সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মার মুখ-স্বরূপ (বা মুখ হইতে উৎপন্নই বল) হওয়াতেই এইরূপ ভাবার্থ প্রকাশ পাইল। দেখ,—জীবগণের সমুদায় স্থূলশরীরের যে সমষ্টি, তিনিই ত বিরাট,—সুতরাং সমুদায়ে যে ব্যাপার হইবে, তাহা তাঁহার ব্যষ্টিতে অর্থাৎ প্রত্যেকেও হইবে। এই যুক্তিমূলক এইরূপ ভাবার্থ হইল। ব্রাহ্মণের মুখে ব্রহ্মণ্যদেব অগ্নিরূপী হইয়া অবস্থান করেন বলিয়াই "ব্রাহ্মণের মুখে অগ্নি জ্বলে।" এরূপ একটা প্রবাদও আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন এ প্রবাদবাক্যের মর্ম্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এইরূপ "বাহুযুগল, রাজন্যকে করিলেন" এই বেদাংশের মর্ম্মও বুঝিতে হইবে, যথা—বল ও প্রতাপবিশেষস্বরূপ বা শক্তিবিশেষস্বরূপ ক্ষত্রিয়ত্ব বুঝিবে। এই ক্ষত্রিয়ত্ব বা 'নৃদেবত্ব' বিধাতার বাহুযুগল-স্বরূপ বা (সায়ণমতে) বাহুযুগল হইতে উৎপন্ন। সুতরাং নৃদেব বাহুযুগলের অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইয়া বাহুযুগলের উৎপত্তিসহজাত অধিষ্ঠাতৃদেবতা ইন্দ্রের সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়া বাহুযুগলে গিয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। এইজন্য প্রকৃত ক্ষত্রিয় যিনি, তিনিই ইন্দ্রতুল্য বলবিক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এইরূপে "ইঁহার ঊরুযুগল বৈশ্য হইল" এই অংশটুকুরও মর্ম বুঝিতে হইবে, যথা—কৃষিবাণিজ্যপ্রভৃতি-ব্যবসাবিশেষ-জননী শক্তিবিশেষকে বৈশ্যত্ব বা বৈশ্য বা অর্য্যদেব বা গুপ্তদেব কহে। যাহারা বেদোদিত পবিত্র কর্ম্মবিশেষ দ্বারা নিজ ঊরুযুগলকে (দেশদেশান্তরগমন দ্বারা) পবিত্র করে

এই বৈশ্যদেব, তাঁহাদের সেই পবিত্র উরুযুগলে আসিয়া অবস্থান করেন। ইনিই বিধাতার উরুযুগলস্থানীয় বা তাহা হইতে উৎপন্ন। এইজন্য মুখ ও বাহুর দেবতা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায়, ইনিও উরুযুগলের অধিষ্ঠাতৃদেব হইলেন, এবং তত্রত্য সহজাত অধিষ্ঠাতৃদেব কুবেরের সহিত সাযুজ্য লাভ করেন। —সুতরাং প্রকৃত বৈশ্যগণ, কুবেরতুল্য ধনধান্যসমৃদ্ধিশালী হইয়া থাকেন। এইরূপে "পাদযুগল হইতে শূদ্র হইল" এই বেদাংশটুকুরও ভাবার্থ এইরূপ, যথা— দয়া-দাক্ষিণ্য-বিনয়-নম্রতা, সেবা ও সহিষ্ণুতাপ্রভৃতি পরোপকার-কার্য্য-জননী শক্তিকে শূদ্রত্ব বা শূদ্রদেব বা দাসদেব কহে। এ শূদ্র প্রচলিত নীচজাতিপর নহে। যিনি 'দাসদেব' হইয়া আমাদের বর্ণত্রয়ের 'কায়স্থ' অর্থাৎ শরীরে অবস্থিত হইয়াছেন, বা শরীরে অবস্থিত পরপ্রেমাস্পদ আত্মার ন্যায় প্রেমাস্পদ হইয়াছেন, সেই শূদ্রই বেদের শূদ্রবর্ণ বুঝিবে। মাতা যে গৃহে না থাকেন, সে গৃহ যেমন বালকগণের অরণ্যতুল্য হয়, শ্বশ্রূশূন্য শ্বশুরালয় যেমন কন্যার সম্বন্ধে যমালয় হয়, তদ্রূপ দাসদেব কায়স্থ (শূদ্র) শূন্য সংসারও বর্ণত্রয়ের অরণ্যতুল্য বা যমালয়সদৃশ হইয়া থাকে। যাঁহারা বেদোদিত শূদ্রধর্ম্মপরায়ণ হন, তাঁহাদের পাদযুগলে এই শূদ্রদেব বা দাসদেব প্রবিষ্ট হইয়া পাদের সহজাত অধিষ্ঠাতৃদেব শ্রীবিষ্ণুর সহিত সাযুজ্য লাভ করে (*) এই সকল শূদ্রবর্ণই স্বভাবতঃ বৈষ্ণব। সেইজন্যই দেখ প্রকৃত শূদ্র ব্রাহ্মণ-ভক্ত হইয়া থাকেন।

অর্থভাষ্যের উপসংহার এক্ষণে করা যাউক। ৮ম মন্ত্রে দধি, ঘৃত বা তদুপলক্ষিত বিবিধ শস্য সকলের এবং যজ্ঞে অব্যবহার্য্য (অযজ্ঞীয়) পশু সকলের সৃষ্টি বলিলেন। ৯ম মন্ত্রে ঋগাদি বেদমন্ত্র সকল, (ত্রিবিধ) বিধি-সকল, (ব্রাহ্মণনামক বেদভাগ) এবং যজ্ঞে ব্যবহার্য্য (যজ্ঞীয়) পশু সকলের সৃষ্টি বলিলেন। একাদশ মন্ত্রে দুইটি প্রশ্ন। দ্বাদশ মন্ত্রে (অর্থাৎ যে মন্ত্রের অর্থ-ভাষ্য চলিতেছে) একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল। এই উত্তরদানে বুঝিলাম, বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্মের সহিত মনুষ্য সৃষ্ট হইল। বর্ণ সৃষ্টিতেই বর্ণী সৃষ্টি। বর্ণী মনুষ্য ব্যতীত আর কেহ হয় না। সুতরাং বর্ণের উৎপত্তি সহজতঃ লভ্য হইল। সরলভাবে না বলিয়া, এরূপ বক্রভাবে বলার তাৎপর্য্য আছে। মনুষ্যের মনুষ্যত্বপদার্থ, এই বর্ণ বা বর্ণধর্ম্ম (ইহারই মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট রহিল আশ্রম-ধর্ম্ম। যে হেতু বর্ণ-ধর্ম্ম আশ্রমধর্ম্ম ব্যতীত থাকে না) ব্যতীত জন্মে না, এই কারণেই বেদ এইরূপ কিঞ্চিৎ বক্রভাবে মনুষ্যের উৎপত্তি কহিলেন।

অতঃপর এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার আছে। যথা—

যখন প্রশ্নমন্ত্রে (১১শ) পদগুলি সমস্তই প্রথমাবিভক্ত্যন্ত অর্থাৎ ইহাঁর মুখ কি? বাহুযুগল কি? ইত্যাদিরূপ, এবং উত্তরমন্ত্রেও (এই ১২শ মন্ত্রে) যখন প্রথমাবিভক্ত্যন্ত করিয়া উত্তর দেওয়া হইল, অর্থাৎ ইহাঁর মুখ ব্রাহ্মণ, বাহুযুগল ক্ষত্রিয়, উরুযুগল বৈশ্য, এই তিনটিই প্রথমান্ত, তখন

(*) আদি বিষ্ণু ত্রিপাদ, নির্গুণ। ইনি উহাঁর সগুণ মূর্ত্তি যে একপাদ আদিপুরুষ বা ব্রহ্মা তাঁহার পূর্ণমূর্ত্তি সর্ব্বদেবতা ও সকলশরীরের সমষ্টিস্বরূপ। এই বিষ্ণুপ্রভৃতি অধিষ্ঠাতৃদেবতা বা শক্তিসকল তাঁহারাই ব্যক্তি জানিবে।

থাকে। (৪) অনন্তর জল হইতে মৃত্তিকা উৎপন্ন হইয়াছে। উৎপন্ন মৃত্তিকা (গন্ধ-রূপী হইয়া) সেই জলে গিয়া অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইয়া অবস্থিতি করিয়া থাকেন, সেই জন্যই দেখ, জল একবিধ নহে। কারণ, যত প্রকার মৃত্তিকা, জলকে তত প্রকারই হইতে হইবে। এবং জলে মৃত্তিকা অতিসূক্ষ্মরূপে (গন্ধরূপে) অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইয়া থাকেন বলিয়া খণ্ডপ্রলয়ের পর সৃষ্টিতে সেই একার্ণব জল ঘনীভূত হয়, অন্যথা জলের ঘনীভূততা কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। পক্ষে জল ঘনীভূত হইয়াই এতবড় পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে, একথা তৈত্তিরীয় আরণ্যকে স্পষ্ট করিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। (৫) আর বাড়াইব না। ফলতঃ এবিষয় এত সূক্ষ্ম যে, বহুবিস্তার করিয়া না লিখিলে হয় না, কিন্তু কি করি, গ্রন্থ-বাহুল্য-ভয় আমাকে নিরস্ত করিতেছে। যাহা হউক, এতক্ষণে বোধ হয় পাঠকগণ ইহা বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, বেদের এই বিশেষ নিয়ম (অর্থাৎ যে যাহা হইতে হয় সে তাহাতে গিয়া তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইয়া অবস্থিত হয়) প্রথমান্তে রাখিলে হইবে না। পঞ্চম্যন্তের আবশ্যক। সুতরাং সায়ণাচার্য্য প্রথমাটিকে পঞ্চম্যর্থে বুঝিয়া সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ "ইহাঁর মুখ হইতে ব্রাহ্মণ হইল। বাহুযুগল হইতে ক্ষত্রিয় হইল। উরু-যুগল হইতে বৈশ্য হইল এবং পাদযুগল হইতে শূদ্র হইল"—এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। তবেই এখানে ইহার ভাবার্থ এইরূপ হইল—"ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মণ্যদেব ইহাঁর মুখের অধিষ্ঠাতৃদেব হইলেন," ক্ষত্রিয় বা নৃ-দেব ইহাঁর বাহুযুগলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হইলেন ইত্যাদি। এখন বলুন—এরূপ অর্থ প্রথমান্তে রাখিলে হইতে পারে? কখনই না। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, আমি প্রথমান্ত রাখিয়াই মন্ত্রের বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়াছি, সে কেবল পাঠক বিশেষের মনস্তুষ্টির জন্য। অন্যথা খুঁটআখুরে এমন অনেক পাঠক আছেন, যাঁহারা মূলে প্রথমান্ত এবং তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ পঞ্চম্যন্ত দেখিয়া সহসা মুখ বক্র করিতে পারেন। অতএব বিজ্ঞ, ধীর, যথার্থ-পণ্ডিতপদবাচ্য যে সকল পাঠক আমার শুভাদৃষ্টবশাৎ উপস্থিত হইবেন, তাঁহাদের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা, আমি মন্ত্রানুবাদের ভাবার্থ ভাষ্যে যখন সমস্তই স্পষ্ট করিয়া দিলাম, তখন প্রথমান্ত-ঘটিত অনুবাদ জন্য আমার হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য ক্ষমা করিবেন। যাহা হউক, এই মন্ত্রের (১২শ) ভাবার্থ ভাষ্য করিয়া আর তিনটি সন্দেহ উপস্থিত, অতঃপর ক্রমশঃ সেই সকল সন্দেহের উত্তর দেওয়া যাইতেছে।

প্রথম সন্দেহ—মুখ, বাহু, উরু, পাদ, এই চারিটি অবয়বে ক্রমে অগ্নি, ইন্দ্র, কুবের ও বিষ্ণু, এই চারিটি সহজন্মা অধিষ্ঠাতৃদেবতা আছেন। ইহাঁরা শরীরের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই আসেন এবং শরীর পাতানন্তর গমন করেন। মুখাদির ব্রাহ্মণাদি অধিষ্ঠাতৃদেবগণও কি সেইরূপ সহজন্মা?

দ্বিতীয় সন্দেহ—চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ প্রভৃতির এক একটি অধিষ্ঠাতৃদেবতা দেখিতেছি (১৩শ মন্ত্রানুবাদ দেখ), কিন্তু মুখাদি অবয়ব-চতুষ্টয়ের দুই দুই অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইল, ইহারই বা কারণ কি?

তৃতীয় সন্দেহ—মনুষ্যজাতি-সাধারণেরই ত মুখাদি চারিটি অবয়ব আছে; অতএব সকল মানবই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হউক।

প্রথমের উত্তর,—সঞ্চিত ও প্রারব্ধ রূপে দেবতা দ্বিবিধ। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে যাহারা শরীর-গঠনের সময় উপস্থিত হন, তাঁহারাই শরীর-সহজন্মা আমৃত্যু অধিষ্ঠিত থাকেন। সেই সকল অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণকে 'সঞ্চিত-দেবতা' কহে। জীবের একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃগণ এই সঞ্চিত জাতীয় দেবতা হইতেছেন। আর যাঁহারা শরীর পরিগ্রহের পর বর্ত্তমান কালে বেদোদিত সংস্কার এবং বেদোদিত আচার ও কর্ম্মবিশেষদ্বারা এক একটা অবয়বে আসিয়া অধিষ্ঠাতৃত্ব পদে অবস্থিত হন, তাঁহাদিগকে 'প্রারব্ধ-দেবতা' কহে। যেমন মহা-মূর্খ কালিদাস, কেবল তপঃফলে ইহজন্মেই সরস্বতী দেবতাকে নিজ মনের মধ্যে (সেখানকার সহজাত চন্দ্রদেবের সহিত) অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা পদে বরিত করেন, সুতরাং মহাকবি হইয়া পড়েন। সেইরূপ মুখাদি অবয়ব চতুষ্কের ব্রাহ্মণাদি দেবতা-চতুষ্টয় প্রারব্ধদেবতা-জাতীয়। ইঁহারা বেদোদিত সংস্কার ও কর্ম্মবিশেষ জন্য আগন্তুক, সহজাত নহেন। তবে, এই আগন্তুক দেবতাচতু-ষ্টয়কে বেদোদিত সংস্কার ও কর্ম্মবিশেষদ্বারা যিনিই মনে করিবেন, তিনিই কি আবির্ভূত করিতে পারিবেন? না, তাহা পারিবেন না। ইহার কারণ ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। স্মরণ কর বা আর একবার এই মন্ত্রের ভাবার্থভাষ্য আদি হইতে পাঠ করিয়া ফেল।

দ্বিতীয় সন্দেহের উত্তর—যাঁহারা বিশেষ ধনবান্ তাঁহাদের বাটীর এক একটা দ্বারে দুই দুইটি করিয়া দ্বারবান্ কি থাকে না? এবং প্রতাপবান্ প্রভু হইলে, উভয় দ্বারবানে মিলে মিশিয়াই দ্বার রক্ষা করিয়া থাকে। তদ্রূপ অধিকারানুরূপ বেদেদিত সেই সেই বিশেষ কর্ম্মশীল হইলে, মুখাদি অবয়ব চতুষ্কে দুই দুইটি করিয়া অধিষ্ঠাত্রী-দেবতার সন্নিধান পূর্ণ সম্ভব এবং সেই সেই কর্ম্মীর সেই সেই কর্ম্ম-প্রতাপে আগন্তুক সেই সেই দেবতা, চির সহচর সেই সেই স্থানীয় অধিষ্ঠাতৃদেবগণের সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়া সেই সেই জীবের সেই সেই পুণ্যমাত্রাকে ক্রমেই যে বর্দ্ধিতায়তন করিতে থাকেন, তদ্বিষয়ে অণু মাত্র সন্দেহ নাই।

তৃতীয় সন্দেহের উত্তর—মানব মাত্রেরই ত ১১টা ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রাদি ১১টি দেবতাও সেই সকলে অধিষ্ঠিত; তবে মনুষ্য মাত্রেই উক্ত ইন্দ্রাদি একাদশ দেবতাস্বরূপ হউক! হয় না কেন? কৈ—ইহার কোন উত্তর নাই কেন সেইরূপ এখানেও বুঝিতে হইবে। মানবসাধারণের মুখাদি অবয়ব চারিটি আছে বলিয়াই যে সকলেই ব্রাহ্মণাদি চারিটি বর্ণ হইবে, এমন কিছু নিয়ম নাই। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, মানব মাত্রের শরীরে কেবল ইন্দ্রাদি এগারটী কেন ব্রহ্মাদি শরীর (লিঙ্গ শরীর এবং স্থূল শরীর) যত সংখ্যক দেবতা লইয়া সমস্তই (৩৩ কোটি) আছেন। কোন কোন মানবের তন্মধ্যে এক এক দেবতা অতই জাগ্রত থাকিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন, সেই কারণে সেই সেই মানব, সেই সেই জাগ্রত দেবতারই নামে প্রচলিত হইয়া থাকেন।—অর্থাৎ যাহার প্রজাপতি দেবতা জাগ্রত, তাঁহার বৎসরে বৎসরে সন্ততি হইয়া থাকে

চন্দ্র মন হইতে হইলেন। চক্ষু হইতে সূর্য্য হইলেন। মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি হইলেন। প্রাণ হইতে বায়ু হইলেন॥

লোকেরাও দেখ, বলিয়া থাকে, "উঃ অমুক সাক্ষাৎ দক্ষপ্রজাপতি।" যে মানবের ইন্দ্রদেবতা জাগ্রত, তিনি অতিদাতা ও অতি প্রতাপশালী হইয়া থাকেন। যে মানব অতিমননশীল এবং দেখিতেও অতি সুন্দর মূর্ত্তি, তাঁহার চন্দ্রদেবতা জাগ্রত। যে মানব কি বাহে কি অন্তরে অতিদূরে হইতেও দূরে অবস্থিত বস্তু দেখিতে পায়, এবং দেখিতে অতিতেজস্বী, তাহার সূর্য্যদেবতা জাগ্রত। যে মানব কেবল পরদাররত, মদ্য পানে সতৃষ্ণ ও বধাদি রাক্ষসোচিত হিংস্রা কার্য্যে অনায়াসে প্রবৃত্ত হয়, তাহার নির্ঋতি (পাপ) দেবতা জাগ্রত। এইরূপে যে মানব বেদপাঠ করিতে আলস্য শূন্য, বেদোদিত কর্ম্ম করিতে অতি সমুৎসুক, শম-দমাদি সদ্গুণনিচয়ে ভূষিত এবং পরোপকার করিতে লালায়িত থাকিয়া কেবল শয়নে স্বপনে পরমতত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন,—কাম যাহার নিকট ভক্ত হইয়াছেন,—ধর্ম্ম যাঁহার সেবক হইয়াছেন,—অর্থ যাহার নিকট ধূলিবৎ হইয়া আছে, মোক্ষ যাঁহার নিকট (বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া) অভিনয়ের কার্য্য করিতেছেন,—জানিবে, সেই মানবের ব্রহ্মণ্যদেব বা ব্রাহ্মণদেবতা বা রুদ্রদেবতা জাগ্রত রহিয়াছেন। এইরূপ ক্ষত্রিয়াদি সম্বন্ধেও বুঝিবে। "অলমতিপল্লবিতেন॥"

ভাং ভাষ্য। আহে যে চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি ও বায়ু দেখিতেছ ইহারা জড়, চেতন নহে, কিন্তু ইহাদিগকে অধিষ্ঠান হইয়াছে যে বৈরাজ অংশ (শক্তি বিশেষ) সকল, তাঁহারা চেতন পদার্থ। যাহাকে বলিতেছ চন্দ্র, সে চন্দ্র দেবতার একটা প্রধান অধিষ্ঠান গোলক মাত্র। যাহাকে দেখিতেছ সূর্য্য, সে সূর্য্যদেবতার একটা প্রধান অধিষ্ঠান স্থান গোলক মাত্র। যাহাকে বলিতেছ অগ্নি, সে অগ্নিদেবতার একটা প্রধান অধিষ্ঠান স্থান মাত্র। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিবে। এই সকল দেবতাদের প্রধান স্থান এক একটি গোলক হইলেও ইহাদের অংশ সকল আপন আপন কারণ স্থানে অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। যেমন জলের প্রধান স্থান সমুদ্র হইলেও তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ সকল জীবেই থাকে, সেইরূপ এখানেও বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ চন্দ্রদেবতার প্রধান স্থান এই দৃশ্যমান চন্দ্রলোক বা চন্দ্রগোলক হইলেও তাঁহার কিঞ্চিৎ অংশ তাঁহার কারণ স্থান মনে গিয়া অধিষ্ঠাতৃদেব হইয়া রহিয়াছেন। অধিষ্ঠাতৃদেবতাই অধিষ্ঠানের চালক হইয়া থাকেন, এইরূপে সূর্য্যেরও প্রধান স্থান এই দৃশ্য সূর্য্যলোক বা সূর্য্য গোলক হইলেও তাহার কিঞ্চিৎ অংশ আমাদের চক্ষুতে আসিয়া অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইয়া রহিয়াছেন। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি। অন্ধদের অধিষ্ঠাতৃ-

দেবতা বিদায় প্রাপ্ত হন। এইরূপে অগ্নিদেবতার প্রধান স্থান অন্তরীক্ষ, দ্যু ও জঠর এই তিনটি, তথাপি তাঁহার কিঞ্চিৎ ২ অংশ সকল তাঁহার কারণ স্থানে (অর্থাৎ আমাদের মুখে অবস্থিত বাগিন্দ্রিয়ে) আসিয়া অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। তাহাতেই আমরা কথা কহিতেছি। ইহার অনবস্থানতা নিবন্ধনই মুক হয়।

"মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি হইলেন," মূলে এইরূপ আছে। এখানকার ইন্দ্র; অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক স্থিত অগ্নিকে বুঝাইবে। যেহেতু শাখান্তরে বাহু-যুগল হইতে ইন্দ্রদেবতার উৎপত্তি বর্ণিত আছে। এবং সেই মতানুসারে পৌরাণিকগণও বাহুযুগলের অধিষ্ঠাতৃদেবতা ইন্দ্রকে স্বীকার করিয়াছেন।

অতঃপর "প্রাণ হইতে বায়ু হইলেন" ইহার ভাবার্থ বলি—বায়ু দেবতার প্রধান অধিষ্ঠান স্থান বায়ু লোকে, তথাপি তাঁহার কিঞ্চিৎ অংশ কারণস্থানে অর্থাৎ আমাদের প্রাণে আসিয়া অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহার অধিষ্ঠান যখন শেষ হইবে, আমরাও তৎক্ষণাৎ বিগতপ্রাণ হইব।

উপসংহারে প্রকাশ করিয়া রাখি, বেদে এবং বৈদিক ব্যবহারানুকরণকারী মহাভারতাদিতে যে যে স্থলে অচেতন মৃত্তিকা জলাদির 'কহিলেন, 'দেখি-লেন,' 'ইচ্ছা করিলেন,' ইত্যাদিরূপ চেতনসদৃশ ব্যবহার দেখা যায়, সে সকল, সেই সেই মৃত্তিকাজলাদির অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাদিগকে লক্ষ্য করিয়া। যেমন বেদে একস্থলে উক্ত হইয়াছে 'মৃদব্রবীৎ,' একস্থলে, 'আপোবব্রুন্,' একস্থলে 'তত্তেজ ঐক্ষত,' আর একস্থলে "তা আপ ঐক্ষন্ত"—অর্থাৎ 'মৃত্তিকা কহিলেন,' 'জল কহিলেন'—'তেজ আলোচনা করিলেন'—'জল আলোচনা করিলেন'—এসকল স্থলে বুঝিতে হইবে, মৃত্তিকাদি পদার্থের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণই কহি-লেন, আলোচনা করিলেন; ইত্যাদি। অতএব বেদাদি শাস্ত্রে মৃত্তিকাদি পঞ্চমহাভূত পদার্থের সম্বন্ধে চেতন সদৃশ ব্যবহার দেখিয়া কেহ আর ভ্রান্ত হইয়া, বেদাদিকে অসম্বদ্ধভাষী বা অসম্ভব বিষয়ের প্রতিপাদক জ্ঞানে অশ্রদ্ধা করিয়া মহাপাপ সঞ্চয় করিবেন না। তবে ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধেও বলিয়া রাখি। বেদে এবং মহাভারতাদিতে দেখিবেন, ইন্দ্রিয় সকলও চেতনবৎ ব্যবহৃত হইয়াছে। আমি বেদের উদাহরণ দেখাইব। ইচ্ছা হয়, পাঠকগণ মহা-ভারতের উদাহারণ স্বয়ংই খুঁজিয়া লইতে পারিবেন। বেদের কৌষীতকী নামক ব্রাহ্মণভাগে উক্ত হইয়াছে,—"তে হেমে প্রাণা অহং শ্রেয়সে বিবদ-মানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ"—"তে হ বাচমূচুস্ত্বম"—অর্থ "সেই ইন্দ্রিয়গণ আপন আপন শ্রেষ্ঠতা সম্পাদনের জন্য কলহ করিয়া (অর্থাৎ চক্ষু বলেন আমি বড়, কর্ণ বলেন, আমি বড়; ইত্যাদিরূপ) ব্রহ্মার নিকট গেলেন। তাঁহারা বাক্যকে কহিলেন, ওহে বাক্য! তুমি আমার কল্যাণার্থ সামগান কর"—এ সকল শ্রুতি পাঠ করিয়া সহসা অসম্ভব জ্ঞান হইতে পারে, সেই জন্য মীমাংসা করিয়া রাখিলাম। ইন্দ্রিয়গণ অচেতন হইলেও এসকল শ্রুতি ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণকে লক্ষিত করিতেছে জানিবেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দেবতারা সচেতন পদার্থ।

(অনুবাদ)

নাভি হইতে অন্তরীক্ষ হইল। মস্তক হইতে দ্যু (দিব্) হইল। পাদ-যুগল হইতে ভূমি হইল। শ্রোত্র হইতে দিক্‌সকল হইল। পূর্ব্বকল্পে যেরূপ সৃষ্টি হয় এবারেও সেইরূপ সমস্তই হইল॥

(১৫)

গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুভ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী—এই সপ্তবিধ ছন্দঃ তখন যজ্ঞের সপ্ত পরিধি হইয়াছিল। দ্বাদশ মাস, পঞ্চঋতু, তিন লোক এবং আদিত্য—এই একবিংশতিকে একবিংশতি কাষ্ঠিকা কল্পনা করেন। আর দেবগণ মানসযাগ বিস্তার করিয়া তখন বিরাট্ পুরুষকে পশু কল্পনা করেন॥

ভাং ভাষ্য। "নাভি হইতে অন্তরীক্ষ হইল," অর্থাৎ অন্তরীক্ষ লোকের অধ্যক্ষ অন্তরীক্ষ দেবতা নাভির অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা হইল। তাৎপর্য্য—অন্তরীক্ষ দেবতার প্রধান স্থান অন্তরীক্ষ লোক, তথাপি তাঁহার কিঞ্চিৎ২ অংশ সকল আমাদের জীবগণের নাভি স্থানে আসিয়া শরীর-গোলকের কেন্দ্র হইল। "মস্তক হইতে দ্যু হইল"—মস্তক বলিতে তৎস্থিত মস্তিষ্ক বুঝিতে হইবে। দিব আর দ্যু একই কথা। দিব্ এক প্রকার প্রকাশাত্মক দেবতা। মস্তিষ্কে এই প্রকাশাত্মক দেবতা আসিয়া অধিষ্ঠান হইয়া বসিলেন। এই দেবতার ক্ষণকাল তিরোধান হইলেই শরীরস্থ তাবৎ রক্ত কণিকা ধমনি দিয়া মস্তিষ্কে আসিয়া জমিয়া যায়, সুতরাং জীব তখন অন্ধকার দেখে, মূর্চ্ছা হয়। এই দিব্ দেবতার যদি পুনরাগমন না হয়, তাহা হইলে একেবারে মহামূর্চ্ছা (মৃত্যু) হইয়া পড়ে। যোগিগণ ভ্রূমধ্যে মুদ্রিত চক্ষুর দ্বারা যে কিরণ দর্শন করিয়া থাকেন, সেই সকল কিরণ এই দিব্ দেবতারই মস্তিষ্ক হইতে পরাবৃত্ত প্রকাশমাত্র জানিবে। যাহাদের মস্তিষ্কে ইহার ক্ষণে২ আবির্ভাব ও ক্ষণে ক্ষণে তিরোভাব হয়, তাহারাই অস্থিরমতি এবং সকল কার্য্যেই ভ্রান্ত হইয়া থাকে। উন্মাদ হইবারও প্রধান কারণ এই মস্তিষ্কের অধিষ্ঠাতা দিব দেবতারই আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র। "পাদ যুগল হইতে ভূমি হইল"—ভূমি আধারাত্মক দেবতাকে কহে। আধারশক্তি ও ভূমি একই কথা। ভূমি-দেবতার প্রধান অধিষ্ঠান স্থান এই পৃথিবীকে ভূমি কহে। ভূমি-দেবতা (আধারশক্তি) নিজ কারণ পাদযুগলে কিঞ্চিৎ অংশে অবস্থিত হইয়া থাকেন। সেই জন্যই সর্ব্বশরীরের বহন সামর্থ্য পাদদ্বয়ের হইয়াছে। ভূমিদেবতা ক্ষণকালের জন্য তিরোহিত হইলে সাধ্য কি যে জীব দাঁড়াইতে

ভাং ভাষ্য। চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরে গায়ত্রী ছন্দঃ হয়। অষ্টাবিংশতি (২৮) অক্ষরে উষ্ণিক্ ছন্দঃ হয়। দ্বাত্রিংশৎ (৩২) অক্ষরে অনুষ্টুভ্ ছন্দঃ হয়। ষট্ত্রিংশৎ (৩৬) অক্ষরে বৃহতী ছন্দঃ হয়। চত্বারিংশৎ (৪০) অক্ষরে পংক্তি ছন্দঃ হয়। চতুশ্চত্বারিংশৎ (৪৪) অক্ষরে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ হয়। অষ্ট-চত্বারিংশৎ (৪৮) অক্ষরে জগতী ছন্দঃ হয়। এই সকল ছন্দের এক একটি

(১৬ উত্তরার্দ্ধ।)

পূর্ব্বকালীন বিরাড়ুপাসকগণ সাধ্যনামক দেবগণ হইয়া যাহাতে অবস্থিত আছেন; এখনও বিরাড়্উপাসনা-কারিগণ সেই মোক্ষকে লাভ করিতেছেন।

প্রত্যেকের অনুষ্ঠান-ফল দেখাইয়াছেন, সকলগুলি লিখিলে, বৃহৎব্যাপার হইবে, তবে দুই একটি নমুনা দেখাইয়া দিতেছি।—"এই যে দেখিতেছ, অন্তরীক্ষে প্রভঞ্জন প্রবাহিত হইতেছে, ইহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা বায়ু। ইনি পূর্ব্বজন্মে সত্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেইজন্য এক্ষণে ইনি বায়ুতে অধিষ্ঠাতা হইয়া জগতের ধারক হইয়াছেন। এই যে দেখিতেছ, দ্যুলোকে দেদীপ্যমান সূর্য্যনামে গ্রহ বা তেজঃপিণ্ড প্রত্যহ উদিত ও অস্তমিত হইতেছে, ইহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা আদিত্য। আদিত্য পূর্ব্বসৃষ্টিতে সত্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই জন্যই এ সৃষ্টিতে আদিত্য দেবতা হইয়া নিজ তেজোদ্বারা ধারক হইয়াছেন। ইত্যাদি, ইত্যাদি।" এখন বোধ হয়, পাঠকগণ, "ধর্ম্ম, জগতের কিরূপে ধারক" তাহা বুঝিতে পারিলেন। ধর্ম্ম যে জগতের ধারক, একথাটি এবং তদ্বিষয়ের যুক্তিসকলও যজুর্ব্বেদীয়, সুতরাং ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে আর বিস্তার করিলাম না, সংক্ষেপে বলিয়া রাখিলাম। পাঠকগণ, যদি এই বিষয়ের বিস্তার বিচার দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমার যজুর্ব্বেদীয় পুরুষসূক্তের অনুবাদ দেখিবেন।

ভাঃ ভাষ্য। এক্ষণে ষোড়শমন্ত্রের শেষার্দ্ধে বিরাটের উপাসনার ফল দেখাইতেছেন।—এই পুরুষসূক্তের অর্থ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক যিনি দেবগণের ন্যায় মানস-যাগ করিবেন, তিনি উপাসনা-ফলে বিরাট্পুরুষের সারূপ্য বা সাযুজ্য বা সালোক্যরূপী মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। "যাহারা মানস-যজ্ঞ করিয়া সৃষ্টি করিলেন, তাঁহাদের যে মুক্তিলাভ হইয়াছিল, বিরাড়ুপাসনা করিয়া এখনও সেই মুক্তিই লাভ হইতেছে, অতএব বিরাড়ুপাসনা কর।" উপরকার অনুবাদ দেখ,—ঠিক এইরূপই ভাবার্থ হইবে। এস্থলে একটি সন্দেহ—"বিরাট্পুরুষের শরীরের কম্পনে এই বিরাট্-উপাসক (ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান ও বেদপাঠাদির সহিত) সাধ্য দেবগণ সৃষ্টি-জনক মানস-যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য প্রাদুর্ভূত হন;" একথা পূর্ব্বেও একবার নিরূপিত হইয়াছে—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বিরাড়ুপাসকগণ যে কল্পে মুক্তিলাভ করেন নাই, অর্থাৎ বিরাট্পুরুষের সাযুজ্য লাভ করেন নাই, সে কল্পে (অর্থাৎ সর্ব্বাদিতে) ব্রহ্মাকে কাহারা মানস-যজ্ঞে পশু করিয়াছিল? উত্তর—যজুর্ব্বেদে মহীধরাচার্য্য বলেন, বীজ ও অঙ্কুর এবং সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি, সুতরাং সর্ব্বপ্রথম বলিয়া কেহ একটা ধরিতে পারেন না। অতএব বিরাট্উপাসক মুক্তপুরুষগণের অভাব হইবে না। এই প্রণালীর উত্তর, সকল দার্শনিকগণেরই সম্মত।

উপসংহারে বলিয়া রাখি, ছান্দোগ্যউপনিষদে এই বিরাটের উপাসনাকেই বৈশ্বানরোপাসনা কহে। বৈশ্বানরোপাসনা দ্বিবিধ, এক [illegible] এবং সমুদায়ের। প্রথমটিকে ব্যস্ত-উপাসনা এবং শেষটিকে সমস্ত উপাসনা কহে। তন্মধ্যে সমস্ত-উপাসনাই কর্ত্তব্য এবং ব্যস্ত উপাসনা করিলে উপাসকের [illegible] হইয়া থাকে। এ সকল মীমাংসা ছান্দোগ্য-উপনিষদের (ছাঃ ৫ প্রঃ দ্বাদশ খণ্ড—[illegible] পর্য্যন্ত) নিরূপিত হইয়াছে। এবং বেদান্ত-দর্শন [illegible] ৩য় অধ্যায়ের [illegible] পাদের এই সূত্রের ব্যাখ্যায় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য [illegible] ঐ সকল কথাই মীমাংসা করিয়াছেন। ইতি সমাপ্ত।